শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

বেদান্ত-সিদ্ধান্ত-সার

শ্রীব্রহ্মমাধবগৌড়ীয়-সম্প্রদায়াচার্য্যবর নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট

পরমহংস

ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী

বিষ্ণুপাদের অনুকম্পিত

পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ

কর্ত্তৃক সম্পাদিত

শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী (ভক্তিশাস্ত্রী, ভক্ত্যালোক)

কর্ত্তৃক

ঝাড়গ্রাম শ্রীগৌর সারস্বত মঠ হইতে প্রকাশিত

শ্রীজন্মাষ্টমী বাসর, বঙ্গাব্দ ১৩৬০

গৌরাব্দ ৪৬৮

ভিক্ষা দুই টাকা মাত্র।

মায়াবাদ-নিরাসকারী বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ জনগণই শুদ্ধ বৈদান্তিক। বিদ্ধ বৈদান্তিকগণ মায়াবাদী। সুতরাং ভগবানের মায়াকে বাস্তব সত্যের সহিত সম-পর্য্যায়ে গণনা করায় তাদৃশ দোষদুষ্ট জনগণ নিত্য ভগবান ও ভক্তগণের চরণে অপরাধী হইয়া পড়েন। নিখিল সদ্‌গুণসমূহ মায়া-বাদীকে পরিত্যাগ করিয়া তাহার আত্মধর্ম্ম বিষ্ণুভক্তি লোপ করায়।

—শ্রীল প্রভুপাদ

মুদ্রাকর: শ্রীবিরাজমোহন দে
ইউনিক্ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
২২, ফরডাইস্ লেন
কলিকাতা-১৪

মুখবন্ধ

শ্রীশ্রীব্রহ্মসূত্র বা বেদান্তদর্শন সুপ্রসিদ্ধ অধ্যাত্ম শাস্ত্র। অনাদিবদ্ধ জীবের মোহধ্বান্ত নিবারণের পক্ষে ব্রহ্মজ্ঞানের সুপ্রভ আলোক একান্তই প্রয়োজন। পরম কারুণিক শ্রীভগবান্ জীবের নিরতিশয় উপকার করিবার উদ্দেশ্যে ব্রহ্মবিদ্যার আকর উপনিষদ্ শাস্ত্র জগতে প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন। যে শাস্ত্রের সাহায্যে সাধক মুক্ত হইয়া ত্রিলোকের উর্দ্ধে অপ্রাকৃত ভগবদ্ধামে ভগবৎসমীপে উপস্থিত হইতে সমর্থ হন, তাহাই উপনিষদ্। ব্রহ্মণ উপ সমীপে নিষীদতি অনয়া ইত্যুপনিষদ্। কেহ কেহ বলেন, যে বিদ্যার দ্বারা জীবের অবিদ্যা নাশ হয়, তাহাই উপনিষদ্—সদ্ ধাতুর অর্থ এখানে বিনাশ। এরূপ অর্থ করিলে উপ ও নি এই উপসর্গ দুইটি এখানে ব্যর্থ হইয়া যায়। নি-পূর্ব্বক সদ্ ধাতুর উপেশন অর্থই প্রসিদ্ধ। এই উপনিষদের অপর একটি নাম বেদান্ত অর্থাৎ বেদশাখাগুলির শেষে পঠিত হইয়াছে বলিয়া ইহার নাম বেদান্ত।

এই বেদান্তশাস্ত্র অত্যন্ত দুর্গম। ইহার প্রকৃত তাৎপর্য্য অবগত হওয়া জীবের পক্ষে অসম্ভব। শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—'নান্যো মদ্বেদ কশ্চন' অর্থাৎ আমি ভিন্ন অপরে কেহ বুঝে না, এইজন্য শ্রীভগবান্ স্বয়ং বাদরায়ণ রূপে অবতীর্ণ হইয়া স্বয়ংই নিজের তত্ত্ব প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন। ভগবান্ বাদরায়ণ-প্রণীত বেদান্ত-বিচার-শাস্ত্রই ব্রহ্মসূত্র। এমনই শুভক্ষণে শাস্ত্রটি রচিত হইয়াছিল যে, সমস্ত সাধক সম্প্রদায়ই অধ্যাত্মবিদ্যার কোহিনুর এই শাস্ত্রকে স্ব-স্ব মতানুসারে ব্যাখ্যা করিয়া এই স্পর্শমণির পূতস্পর্শে স্ব-স্ব সিদ্ধান্ত বিশোধিত করিয়া জগতে প্রতিষ্ঠিত করিতে

সক্ষম হইয়াছেন। এমন মহিমোজ্জ্বল গৌরব আর অন্য কোন শাস্ত্রের সৌভাগ্যে ঘটে নাই। ইহার দ্বারাই বুঝা যাইতেছে—এই শাস্ত্রটি 'বর্ব্বত্তি সর্ব্বোপরি'।

এই গৌড় দেশে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর সম্প্রদায়ের মধ্যে মনীষী শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয় গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের মতানুসারে ব্রহ্মসূত্রে ব্যাখ্যা করিয়া দেশের ও সম্প্রদায়ের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন। কথিত আছে তিনি স্বকৃত গোবিন্দ ভাষ্যের সাহায্যে জয়পুরের পণ্ডিত-সভা জয় করিয়াছিলেন। সাধারণের পক্ষে এই গোবিন্দ-ভাষ্যের মর্ম্ম অবগত হওয়া দুষ্কর। সেই জন্য পরম বৈষ্ণব ভক্তপ্রবর শ্রীমৎ শ্রোত্রী মহারাজ বৈষ্ণবোচিত সৌজন্য ও দয়াপরবশ হইয়া গোবিন্দ ভাষ্যেরই সংক্ষিপ্ত তাৎপর্য্য গৌড়ীয় ভাষায় রূপান্তরিত করিয়া দিয়া গৌড়ীয়-বৈষ্ণব সমাজের পরম উপকার সাধন করিয়াছেন। এই গ্রন্থে প্রত্যেক সূত্রেরই অর্থ সাধারণের বোধগম্য করিয়া সরল ভাষায় সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। গ্রন্থখানি অধ্যয়ন করিলে সূত্রের অর্থ বুঝিতে আর অসুবিধা হইবে না। এই গ্রন্থের কোন কোন অংশ আমার দৃষ্টিগোচর হইয়াছে। ইহার দ্বারা বুঝিয়াছি সম্পূর্ণ গ্রন্থই উপাদেয় হইয়াছে। ভক্তিরসপিপাসু বৈষ্ণব-সমাজ এই গ্রন্থের সাহায্যে ভগবদ্‌ভক্তিরস আস্বাদন করিয়া পরিতৃপ্তি লাভ করিবেন আশা করি এবং ভক্ত-সমাজে এই গ্রন্থের বহুল প্রচার কামনা করি।

১০।২ ঠাকুর ক্যাসল ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৬

শ্রীচারুকৃষ্ণ দর্শনাচার্য্য
ভারতীয় শাস্ত্র পরিষদ।

নিবেদন

শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপায় বেদান্তদর্শনের সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম প্রকাশিত হইল। এ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য 'বেদান্তের পরিচয়ে' উক্ত হইয়াছে। তবে, বেদান্ত-বিষয়ে প্রকাশানন্দ সরস্বতী-প্রসঙ্গে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী এস্থলে উল্লেখ করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না। নিরপেক্ষ পাঠকগণ এই পয়ারগুলি পাঠ করিয়া বেদান্তের প্রকৃত মর্ম্ম অবগত হইতে পারিবেন আশা করি।

"বৃন্দাবন যাইতে প্রভু রহিলা কাশীতে।
মায়াবাদিগণ তাঁরে লাগিলা নিন্দিতে॥
সন্ন্যাসী হইয়া করেন গায়ন, নাচন।
না করে বেদান্ত শ্রবণ, করে সংকীর্ত্তন॥
মূর্খ সন্ন্যাসী নিজ ধর্ম্ম নাহি জানে।
ভাবুক হইয়া ফেরে ভাবুকের সনে॥
ইথি মধ্যে চন্দ্রশেখর মিশ্র তপন।
দুঃখী হঞা প্রভু পায় কৈল নিবেদন॥
কতেক শুনিব প্রভু তোমার নিন্দন।
না পারি সহিতে এবে ছাড়িব জীবন॥
ইহা শুনি রহে প্রভু ঈষৎ হাসিয়া।
সেই কালে এক বিপ্র মিলিল আসিয়া॥
আসি নিবেদন করে চরণে ধরিয়া।
এক বস্তু মাগোঁ দেহ প্রসন্ন হইয়া॥
সকল সন্ন্যাসী মুঞি কৈনু নিমন্ত্রণ।
তুমি যদি আইস পূর্ণ হয় মোর মন॥

প্রভু হাসি নিমন্ত্রণ করে অঙ্গীকার।
সন্ন্যাসীরে কৃপা লাগি এ ভঙ্গী তাঁহার॥
আর দিনে গেলা প্রভু সে বিপ্র ভবনে।
দেখিলেন, বসিয়াছেন সন্ন্যাসীর গণে॥
সবা নমস্করি গেলা পাদ প্রক্ষালনে।
পাদ প্রক্ষালিয়া বসিল সেই স্থানে॥
বসিয়া করিলা কিছু ঐশ্বর্য্য প্রকাশ।
মহাতেজোময় বপু কোটি সূর্য্যভাস॥
প্রভাবে আকর্ষিল সব সন্ন্যাসীর মন।
উঠিলা সন্ন্যাসী সব ছাড়িয়া আসন॥
আপনে প্রকাশানন্দ হাতেতে ধরিয়া।
বসাইল সভামধ্যে সম্মান করিয়া॥
পুছিল তোমার নাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
কেশব ভারতীর শিষ্য তাতে তুমি ধন্য॥
সাম্প্রদায়িক সন্ন্যাসী তুমি রহ এই গ্রামে।
কি কারণে আমা সবার না কর দর্শনে॥
সন্ন্যাসী হইয়া কর নর্ত্তন গায়ন।
ভাবুক সব সঙ্গে লইয়া করহ কীর্ত্তন॥
বেদান্ত পঠন ধ্যান সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম।
তাহা ছাড়ি কর কেনে ভাবুকের কর্ম্ম॥
প্রভু কহে শুন শ্রীপাদ ইহার কারণ।
গুরু মোরে মূর্খ দেখি করিল শাসন॥
মূর্খ তুমি তোমার নাহি বেদান্তাধিকার।
কৃষ্ণমন্ত্র জপ সদা এই মন্ত্র সার॥

কৃষ্ণমন্ত্র হৈতে হবে সংসার মোচন।
কৃষ্ণনাম হৈতে পাবে কৃষ্ণের চরণ॥
নাম বিনা কলিকালে নাহি আর ধর্ম্ম।
সর্ব্বমন্ত্রসার নাম—এই শাস্ত্র-মর্ম্ম॥
হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥

বেদান্তাধিকারী—বৃহৎ ও পালক বিষ্ণুবস্তুরই সেবক। পরিচ্ছন্ন বস্তু প্রভৃতির সেবা অতিক্রম না করিলে কেহই ব্রহ্মজ্ঞ হইতে পারে না। কর্ম্মাধিকারের ব্রহ্মসূত্র ও জ্ঞানাধিকারের ব্রহ্মসূত্রের পঠন-পাঠন অধিকারে নিত্য, শুদ্ধ, পূর্ণ, মুক্ত, চৈতন্যরসবিগ্রহ অপ্রাকৃত চিন্তামণি কৃষ্ণনামে অধিকার হয় না। তাহাতে যাঁহার অধিকার, তাঁহার পুনরায় অক্ষজ জ্ঞানে বেদান্তাধিকার লাভ করিতে হয় না। নাম ভজনে অনধিকারী ব্যক্তিগণ নাম-নামীতে অভিন্নবুদ্ধিরহিত হইয়া মায়াবাদী বৈদান্তিক হইবার চেষ্টা করেন। তাঁহারাই অপ্রাকৃত বিচারে শ্রীগুরুদেবের ভাষায় পরম মূর্খ। অধিরোহ-বাদাবলম্বনে বেদান্তানুশীলনফলে মূর্খতা বা জাড্য আসিয়া উপস্থিত হয়। আবার প্রকৃতপক্ষে নামাধিকারীরই বেদান্তের পরপারে নিত্য অবস্থিতি। (—শ্রীল প্রভুপাদ)

দীন ত্রিদণ্ডিভিক্ষু—**শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী।**

বিষয়-সূচী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

বেদান্ত-সিদ্ধান্তসার

বেদান্তের পরিচয়

অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপাকণা সম্বল করিয়া এই দুঃসাহসে প্রবৃত্ত হইলাম। ভ্রমপ্রমাদাদি-সর্ব্বদোষদুষ্ট আমার নিজের যোগ্যতা কিছুই নাই। কিন্তু গুরুকৃপাবলে মূকও বাচাল হয়, পঙ্গুরও গিরিলঙ্ঘন-সামর্থ্য হইয়া থাকে।

ভগবান্ বেদব্যাস নানামতবাদরূপ গ্রাহগ্রস্ত জীবগণকে উদ্ধার করিবার জন্য বেদবিভাগ ও বেদান্তসূত্র রচনা করিয়াছেন। ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা ও করণাপাটব-দোষ-যুক্ত মনুষ্যগণের রচিত পুস্তকে ভ্রান্তি থাকার সম্ভাবনা। ঐরূপ গ্রন্থ পাঠ বা আলোচনাফলে অনেকে অনেক সময় বিপথে চালিত হইয়া থাকেন। এজন্য জগজ্জীবের মঙ্গলার্থ শ্রীমদ্ ভগবানই ব্যাসরূপে বেদান্তশাস্ত্রাদি প্রণয়ন করিয়াছেন। তৎসম্বন্ধে পৌরাণিকী আখ্যায়িকা শুনিতে পাওয়া যায়—দ্বাপর যুগে বেদসকল উৎসাদিত হইলে কতিপয় বেদবিরোধী ব্যক্তি প্রাদেশিক বেদবাক্য-অবলম্বনে

অপরকে পরমার্থচ্যুত করিবার অভিপ্রায়ে দুষ্টমতবাদসকল গ্রথিত করেন। তখন ব্রহ্মাদি দেবগণ শ্রীমন্নারায়ণের শরণাপন্ন হইলে ভগবান্ পুরুষোত্তম পরাশরের ঔরসে সত্যবতী-গর্ভে আত্মপ্রকাশ পূর্ব্বক বেদসকলকে বহু শাখায় বিভক্ত ও ব্রহ্মসূত্র, মহাভারত ও শ্রীমদ্ভাগবত রচনা করেন।

'বেদান্ত' বলিতে বেদের অন্ত অর্থাৎ চরম উপদেশ বা শিরোভাগ উপনিষৎ সকলকে বুঝায়। উপনিষৎ সমূহ সর্ব্বজ্ঞান-পূর্ণ হইলেও দুর্ব্বোধ। একের সহিত অন্যের কি সম্বন্ধ, তাহা সহজে বুঝা যায় না। সুতরাং পরমার্থ-রাজ্যের প্রাথমিক শিক্ষার্থীর হৃদয়ঙ্গম করা কঠিন। ভগবান্ ব্যাসদেব এই দুঃখ দূর করিবার জন্যই উপনিষদের সমন্বয়ার্থ বিষয় বিভাগ পূর্ব্বক উহা সূত্রাকারে গ্রথিত করিয়াছেন। সেই সূত্রসকলের নামই ব্রহ্মসূত্র বা বেদান্তসূত্র। ব্রহ্ম সূত্র্যতে যথাযথং নিরূপ্যতে যেন তদ্ ব্রহ্মসূত্রম্ অর্থাৎ যাহাতে ব্রহ্মবস্তু যথাযথ নিরূপিত হন, তাহাই ব্রহ্মসূত্র।

বেদান্তের সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে এইরূপ উক্তি আছে—"তাবদ্গর্জ্জন্তি শাস্ত্রাণি জম্বুকা বিপিনে যথা। ন গর্জ্জতি মহাশক্তির্যাবদ্বেদান্তকেশরী ॥" অর্থাৎ অরণ্যে সিংহের গর্জ্জন শ্রবণ করিলে যেরূপ শৃগালাদি সকল পশুই ভয়ে ভীত হইয়া নীরব থাকে, তদভাবে উহাদের যথেষ্ট আস্ফালন দেখা যায়, তদ্রূপ বেদান্তশাস্ত্রের নিকট অন্য শাস্ত্রও নীরব অর্থাৎ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রামাণিক বলিয়া বেদান্তের মতসকলই

সর্ব্বজনগ্রাহ্য। বেদান্তবিরোধী গ্রন্থকে প্রামাণিক শাস্ত্ররূপে গ্রহণ করা যায় না।

অনেকের ধারণা—ব্রহ্মসূত্রের আদি ভাষ্যকার আচার্য্য শঙ্কর। কিন্তু তাঁহারও বহু পূর্ব্বে প্রাচীন ভাষ্যকার বৌধায়ন, উপবর্ষ, টঙ্ক, দ্রমিড়, গুহদেব, কপর্দ্দী, ভারুচী, কাশকৃৎস্ন, কার্ষ্ণাজিনি, আশ্মরথ্য, ঔড়ুলোমি, বাদরী প্রভৃতির নাম শুনা যায়। শঙ্করের সমসাময়িক ভাস্করাচার্য্য ও পরবর্ত্তি-কালে আচার্য্য শ্রীরামানুজ, শ্রীমধ্ব, শ্রীনিম্বার্ক, শ্রীবল্লভ, শ্রীকণ্ঠ, বিজ্ঞানভিক্ষু ও শ্রীমদ্ বলদেব বিদ্যাভূষণপাদ ভাষ্য রচনা করিয়াছিলেন। শ্রীমদ্ বলদেব প্রভুর ভাষ্য শ্রীমদ্ গোবিন্দদেবের স্বপ্ননির্দ্দিষ্ট বাণী বলিয়া 'গোবিন্দভাষ্য' নামে আখ্যাত। উহা সাম্প্রদায়িক ভাষ্য বলিয়া তাহা অবলম্বনেই এই বেদান্তসিদ্ধান্তসার সংকলিত।

যতদিন জীবের চিত্ত পাপে মলিন থাকে, ততদিন শাস্ত্রে সত্যবুদ্ধি হয় না। তাঁহাদের চিত্ত যদি সৎসঙ্গফলে পরিবর্ত্তিত হয়, তবেই তাঁহারা প্রকৃত মঙ্গলের অধিকারী হইতে পারেন, নচেৎ শাস্ত্রবাণী তাঁহাদের নিকট উপহাসের বিষয় হইয়া থাকে। বাস্তবিক মঙ্গলকামী ব্যক্তিই এই গ্রন্থ আলোচনা করিলে শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্তের চরম মীমাংসায় উপনীত হইতে ও প্রকৃত মঙ্গল লাভ করিতে পারিবেন।

বেদান্তের অপর নাম উত্তর মীমাংসা। জৈমিনীর প্রচারিত মতবাদ সমূহ পূর্ব্বমীমাংসা নামে খ্যাত। তাহা

অসম্পূর্ণ ও সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ বলিয়াই সিদ্ধান্তের চরম মীমাংসা স্বরূপে শ্রীব্যাসদেব ইহা প্রকাশ করিয়াছেন।

বেদান্তের ৪টী অধ্যায়। তন্মধ্যে প্রথম অধ্যায়ে সমস্ত বেদের ব্রহ্মে সমন্বয়, ২য় অধ্যায়ে সকল শাস্ত্রের সহিত বিরোধাভাব, ৩য় অধ্যায়ে ব্রহ্মপ্রাপ্তির সাধন ও ৪র্থ অধ্যায়ে তৎপ্রাপ্তিফল নিরূপিত। নিষ্কাম ধর্ম্মানুষ্ঠানে নির্ম্মলচিত্ত ও সৎসঙ্গে শ্রদ্ধালু জনগণই এই শাস্ত্রের অধিকারী।

এই শাস্ত্রে বিষয়, সংশয়, পূর্ব্বপক্ষ, সিদ্ধান্ত ও সঙ্গতি—এই পঞ্চ ন্যায়াবয়ব। অধিকরণ অর্থাৎ অধ্যায়াংশবিশেষই ন্যায়। এক ধর্ম্মিতে বিরুদ্ধ নানার্থ আলোচনার নাম সংশয়। প্রতিকূল ধারণা—পূর্ব্বপক্ষ। প্রামাণিকরূপে প্রাপ্ত অর্থই সিদ্ধান্ত, আর পূর্ব্বোত্তর অর্থদ্বয়ের অবিরোধই সঙ্গতি।

শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্রকে বেদান্তের অকৃত্রিম ভাষ্যরূপে শাস্ত্রে বর্ণনা করিয়াছে। তৎসম্বন্ধে গরুড় পুরাণের প্রমাণ—

অর্থোঽয়ং ব্রহ্মসূত্রাণাং ভারতার্থবিনির্ণয়ঃ।
গায়ত্রীভাষ্যরূপোঽসৌ বেদার্থপরিবৃংহিতঃ॥

অর্থাৎ এই শ্রীমদ্ভাগবত ব্রহ্মসূত্রের অর্থস্বরূপ; সুপ্রসিদ্ধ ইতিহাস শ্রীমহাভারতের প্রকৃত তাৎপর্য্য বিশেষরূপে ইহাতে নির্ণীত, ইহা গায়ত্রীর ভাষ্যরূপ এবং বেদার্থপরিপূর্ণ গ্রন্থ। সুতরাং শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্রের আলোচনা দ্বারাও বেদান্তের প্রকৃত তাৎপর্য্য অবগত হইতে পারা যায়।

প্রথম অধ্যায়

(প্রথম পাদ)

এই সংসারে দুঃখ পরিহার ও সুখ প্রাপ্তির জন্য সকলেরই প্রবৃত্তি দেখা যায়, কিন্তু প্রকৃত উপায় ব্যতীত তাহা সম্ভব হয় না। প্রকৃতি-পুরুষের অবিবেক হেতুই যে জীবের পার্থিব দুঃখ—এ বিষয়ে অনেকেরই ধারণা নাই। জীব ভগবদ্-বহির্ম্মুখতাবশে নিজ নিজ ইন্দ্রিয়-সুখবাসনাক্রমে নানাপ্রকার কর্ম্ম করে, আর ভগবৎশক্তি মহামায়া ঐ সকল জীবকে ত্রিতাপ যাতনা দ্বারা সংশোধনের চেষ্টা করিয়া থাকেন। ভোগপ্রবৃত্তি প্রবলা থাকিলে জীব মহামায়ার এই ব্যতিরেকী কৃপার বিষয় বুঝিতে না পারিয়া ধনজনাদি অনিত্য বস্তুর প্রার্থনাবশে মহামায়া বা নশ্বর ফলপ্রদ ইন্দ্রাদি আধিকারিক দেবতার উপাসনাকেই চরম পুরুষার্থ মনে করে। তখন তাহাদের প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া ভগবজ্জনগণ উহাদের পরম মঙ্গলের কথা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। জীবের প্রকৃত পরিচয় জানিতে হইলে তত্ত্বজ্ঞানী পুরুষের নিকট অভিগমন পূর্ব্বক তত্ত্ব-জিজ্ঞাসাই প্রধান ও প্রথম কর্ত্তব্য। এই বিষয় অবলম্বনে বেদান্তের প্রথম সূত্রের অবতারণা—

অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা ॥ ১ ॥

পূর্ব্বমীমাংসা শাস্ত্রে পুণ্যকর্ম্মের প্রশংসা থাকিলেও "যো বৈ ভূমা তৎ সুখং নাল্পে সুখমস্তি ভূমৈব সুখং ভূমাত্বেব

বিজিজ্ঞাসিতব্য” ইত্যাদি শ্রুতি জানাইতেছেন, বিপুল সুখস্বরূপ শ্রীহরিই সুখের মূল। তদ্‌ব্যতীত অন্য বস্তুতে সুখ নাই; সুতরাং তদ্‌বিষয়ে জিজ্ঞাসাই কর্ত্তব্য। শ্রীমদ্ভাগবত ১১।৩।১৮-২১ শ্লোকে জানাইতেছেন,—জীবগণ দুঃখনিবৃত্তি ও সুখপ্রাপ্তির জন্য মিথুনধর্ম্মী হইয়া অর্থাৎ বিবাহাদি দ্বারা সংসার পত্তন করিয়া কর্ম্ম করে, কিন্তু তাহাতে বিপরীত ফল লাভ হয় অর্থাৎ দুঃখপ্রদ অত্যায়াসলব্ধ অনিত্য অর্থ দ্বারা অনিত্য আত্মীয়স্বজনের সেবা হইতে নিত্যসুখ প্রাপ্তি অসম্ভব। ইহা উপলব্ধ হইলে তাহারা অধিক সুখের আশায় স্বর্গপ্রাপক যজ্ঞাদি পুণ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠানের চেষ্টা করে। কিন্তু তাহাও নশ্বর এবং তথায়ও স্পর্দ্ধা অসূয়াদি বর্ত্তমান বলিয়া স্বর্গেও প্রকৃত সুখের অভাব। অতএব বাস্তবিক মঙ্গলের নিমিত্ত শ্রোত্রীয় ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর শরণাপন্ন হইয়া তত্ত্বজিজ্ঞাসাই একমাত্র প্রয়োজন।

আত্মতত্ত্ব অবগত না হইলে কি ক্ষতি? তদুত্তরে ভগবান্ ঋষভদেব বলেন,—

পরাভবস্তাবদবোধজাতো যাবন্ন জিজ্ঞাসত আত্মতত্ত্বম্।
যাবৎক্রিয়াস্তাবদিদং মনো বৈ কর্ম্মাত্মকং যেন শরীরবন্ধঃ॥

অর্থাৎ জীব যে পর্য্যন্ত আত্মতত্ত্ব জানিতে ইচ্ছা না করে, তাবৎ অজ্ঞানকৃত পরাভব অর্থাৎ সাংসারিক কার্য্যে অবনতি লাভ ঘটে। কারণ যে পর্য্যন্ত জীবের কর্ম্মস্পৃহা থাকে, তত দিন মন কর্ম্মাত্মক থাকে, ঐ মনই সংসার বন্ধনের হেতু—

তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্বিদ্যেত যাবতা।
মৎকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে ॥

এই ভাগবতবাক্য হইতে জানা যায় যে, ভগবদ্ভক্তসঙ্গে ভগবৎকথা শ্রবণে শ্রদ্ধা না হওয়া পর্য্যন্ত জীববৃন্দ কর্ম্মাসক্ত থাকে, তাহাতে বৈরাগ্য হইলেই ব্রহ্মজিজ্ঞাসার উদয় হয়। ব্রহ্মজিজ্ঞাসু ব্যক্তির নিকট ব্রহ্মের পরিচয় জানাইতে গিয়া তত্ত্বজ্ঞানী পুরুষ বলেন,—

জন্মাদ্যস্য যতঃ ॥ ২ ॥

উপনিষদে উক্ত হইয়াছে, যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্-বিজিজ্ঞাসস্ব তদেব ব্রহ্ম। যাঁহা হইতে এই প্রাণী সকলের জন্ম হয়, যাঁহা দ্বারা তাহাদের পালন কার্য্য হয় এবং প্রলয়ে প্রাণীসকল যাঁহাতে প্রবেশ করে, তিনিই ব্রহ্ম। সুতরাং তিনটি কারকের অবলম্বনীয় বস্তু নির্ব্বিশেষ হইতে পারেন না। ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেবের মত—

ব্রহ্ম হইতে জন্মে বিশ্ব ব্রহ্মেতে জীবয়।
সেই ব্রহ্মে পুনরপি হয়ে যায় লয় ॥

চৈঃ চঃ মঃ ৬।১৪৩

"মায়াধীশ মায়াবশ ঈশ্বরে জীবে ভেদ।

চৈঃ চঃ মঃ ৬।১৬২

ষড়ৈশ্বর্য্য পূর্ণানন্দ বিগ্রহ যাঁহার।
হেন ভগবানে তুমি কহ নিরাকার ॥

স্বাভাবিক তিন শক্তি যেই ব্রহ্মে হয়।
'নিঃশক্তিক' করি তাঁরে করহ নিশ্চয়॥

ঐ ৬।১৫২-৫৩

গীতায়ও "অহং সর্ব্বস্য প্রভবঃ মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে" (১০।৮) শ্লোকে শ্রীভগবানের সৃষ্টিকর্ত্তৃত্বাদি বর্ণিত হইয়াছে।

এই ব্রহ্মকে কিরূপে জানা যায় ? নানা মতবাদে বিভ্রান্ত ব্যক্তির বোধনির্ণয়ার্থ তৃতীয় সূত্রের উক্তি—

শাস্ত্রযোনিত্বাৎ ॥ ৩ ॥

শাস্ত্রই তাঁহাকে জানিবার একমাত্র উপায়। আধুনিক সুবিধাবাদীর দল নিজ নিজ মনোভীষ্ট পূরণার্থ শাস্ত্রকে 'দুর্ব্বোধ্য' বলিয়া বুঝাইয়া দিয়া সহজ পন্থার নির্দ্দেশ পূর্ব্বক যথেচ্ছাচার, অনাচার ও ব্যভিচারকেই 'ধর্ম্ম' বলিয়া স্থাপন করেন ; কিন্তু নির্হেতুক কৃপাময় ভগবান্ ব্যাসদেব জীবের বাস্তব মঙ্গল বিধানার্থ শাস্ত্র সকল প্রকাশ করিয়াছেন। ঠাকুর নরোত্তমও গাহিয়াছেন—"সাধু, শাস্ত্র, গুরুবাক্য, চিত্তেতে করিয়া ঐক্য, আর না করিহ মনে আশা।" শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতেও ভগবানের উক্তি—তস্মাচ্ছাত্রং প্রমাণং তে কার্য্যাকার্য্যব্যবস্থিতৌ। জ্ঞাত্বা শাস্ত্রবিধানোক্তং কর্ম্ম-কর্ত্তুমিহার্হসি" অতএব কার্য্যাকার্য্য-ব্যবস্থাতে শাস্ত্রই একমাত্র প্রমাণ। সর্ব্বশাস্ত্রের তাৎপর্য্য যে ভক্তি, তাহা অবগত হইয়া তুমি কর্ম্ম করিতে যোগ্য হও। এই শ্লোকের তাৎপর্য্যে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ জানাইয়াছেন—

স্বতন্ত্রতাক্রমে ভগবৎসেবা-পরাঙ্মুখতাই মূল অপরাধ। সেইজন্য ভগবদ্দাসীরূপা মায়াই জীবের বন্ধহেতুকা। মায়াবদ্ধ হইয়া ভগবৎপ্রকাশিকা সাত্ত্বিকতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক তমোধর্ম্মগত জীব আসুর স্বভাব হয়। তখন সাধুনিন্দা, বহ্বীশ্বর বুদ্ধি, বা অনীশ্বর বুদ্ধি, গুর্ব্ববজ্ঞা, শাস্ত্রাবহেলন, ভক্তির মহিমাকে 'প্রশংসামাত্র' জ্ঞান, কর্ম্ম ও জ্ঞানকে ভক্তি বলিয়া স্থাপন, ভক্তিবলে পাপাচার, ভক্তির সহিত কর্ম্মজ্ঞানাদির সমবুদ্ধি, ভক্তিতে অবিশ্বাস, অপাত্রে ভক্তিবিক্রয় ইত্যাদি বহুবিধ অপরাধ হইয়া উঠে। এই আসুর স্বভাব পরিত্যাগ পূর্ব্বক শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধা সহকারে নববিধা ভক্তির সাধন করার কর্ত্তব্যতাই গীতার উপদেশ।

ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা ও করণাপাটবদোষে দুষ্ট জীবগণের মনোধর্ম্মের বিচার, খাম-খেয়ালী বিচার বা বাদ-বিতণ্ডা মূলে স্থাপিত সিদ্ধান্ত সকল শাস্ত্রবাক্য নহে। মায়াবদ্ধ জীবমাত্রেরই ভ্রম আছে। ভ্রমের হেতু—অতি দূরস্থ বা অতি সন্নিকটস্থ বস্তুতে অন্যরূপ প্রতীতি। ভ্রম দুই প্রকার—বিপর্য্যাস ও সংশয়। দেহে আত্মবুদ্ধি—বিপর্য্যাস। এটী পুরুষ না স্থাণু—ইহা সংশয়। পিত্তদোষ-হেতু, দূরত্ব-হেতু, মোহ-হেতু এবং ভয়-হেতু ভ্রম হয়। পিত্তদোষে শ্বেতবস্তুকে পীতবর্ণ দেখা যায়। অতি দূরস্থ সুবৃহৎ সূর্য্যকে ক্ষুদ্র থালার ন্যায় বোধ, মোহবশতঃ কুরূপ দেহকেও সুন্দর বলিয়া জ্ঞান এবং ভয়হেতু রজ্জুতে সর্পবুদ্ধি বা শাখাপল্লবহীন

বৃক্ষে মনুষ্য বোধ হয়। প্রমাদ—অন্যমনস্কতা। বিপ্রলিপ্সা—বঞ্চনা করিবার ইচ্ছা, শাস্ত্র-ব্যাখ্যাকালে প্রকৃত তাৎপর্য্য প্রকাশ না করিয়া শ্রোতৃগণের মনোমত বা অন্যরূপ অর্থ প্রকাশ করা। করণাপাটব—ইন্দ্রিয়ের অপটুতা। সুতরাং মনোযোগ থাকা সত্ত্বেও বস্তুর উত্তম অনুভবের অভাব।

দ্বৈপায়ন ব্যাসদেব শ্রীভগবানের অংশাবতার, তাঁহাতে এই সকল দোষ থাকার সম্ভাবনা নাই। এজন্য কবিরাজ গোস্বামী গাহিয়াছেন—

ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা, করণাপাটব।
আর্ষ বিজ্ঞবাক্যে নাহি দোষ এই সব॥

শাস্ত্রসকল অধিকারীভেদে ত্রিবিধ। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ প্রকৃতির জীবগণ স্ব-স্ব-প্রকৃতি অনুসারে সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক—ত্রিবিধ শাস্ত্রে শ্রদ্ধাযুক্ত হ'ন। সুতরাং শাস্ত্র সম্বন্ধে বিভ্রান্তচিত্ত জনগণকে ভগবান্ ব্যাসদেব পৌরাণিক যুক্তিতে জানাইয়াছেন—

ঋগ্ যজুঃ সামাথর্ব্বাখ্যং ভারতং পঞ্চরাত্রকম্।
মূলরামায়ণঞ্চৈব শাস্ত্রমিত্যভিধীয়তে॥
যচ্চানুকূলমেতস্য তচ্চ শাস্ত্রং প্রকীর্ত্তিম্।
অতোঽন্যগ্রন্থবিস্তারো নৈব শাস্ত্রং কুবর্ত্ম তৎ॥

(স্কন্দ)

ঋক্, যজুঃ, সাম, অথর্ব্ব—চারিবেদ, মহাভারত, পঞ্চরাত্র ও মূল রামায়ণ এই সকল 'শাস্ত্র' বলিয়া কথিত। ইহাদের

মতের অনুকূলে যে সকল গ্রন্থ, তাহাও শাস্ত্র বলিয়া কীর্ত্তিত ; আর এ সকলের প্রতিকূল যে সকল গ্রন্থ, তাহা শাস্ত্র নহে, কুবর্ত্ম। ঐ সকল মতে চলিলে অসৎ পথেই ধাবিত হইতে হইবে।

বেদানুগ পুরাণসকলও সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক-ভেদে ত্রিবিধ—

সাত্ত্বিকেষু চ কল্পেষু মাহাত্ম্যমধিকং হরেঃ।
রাজসেষু চ মাহাত্ম্যমধিকং ব্রহ্মণো বিদুঃ॥
তদ্বদগ্নেশ্চ মাহাত্ম্যং তামসেষু শিবস্য চ।
সঙ্কীর্ণেষু সরস্বত্যাঃ পিতৄণাঞ্চ নিগদ্যতে॥

(মৎস্য পুরাণ)

সাত্ত্বিক পুরাণে শ্রীহরির মহিমাই অধিক বর্ণিত, রাজস পুরাণে ব্রহ্মার মহিমাধিক্য এবং তামসিক পুরাণে অগ্নি, শিব প্রভৃতির মাহাত্ম্য, আর সঙ্কীর্ণ শাস্ত্রে (সত্ত্বরজস্তমোমিশ্র বিবিধ গ্রন্থে) সরস্বতী প্রভৃতি নানা দেবতার মহিমা তথা পিতৃগণের মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত।

বৈষ্ণবং নারদীয়ঞ্চ তথা ভাগবতং শুভম্।
গরুড়ঞ্চ তথা পাদ্মং বরাহং শুভদর্শনে।
সাত্ত্বিকানি পুরাণানি বিজ্ঞেয়ানি মনীষিভিঃ॥
ব্রহ্মাণ্ডং ব্রহ্মবৈবর্ত্তং মার্কণ্ডেয়ং তথৈব চ।
ভবিষ্যং বামনং ব্রাহ্মং রাজসানি নিবোধত।
মাৎস্যং কৌর্ম্মং তথা লৈঙ্গং শৈবং স্কান্দন্তথৈব চ॥

আগ্নেয়ঞ্চ ষড়েতানি তামসানি নিবোধত ॥

(ব্রহ্মবৈবর্ত্ত)

অষ্টাদশ পুরাণের মধ্যে বিষ্ণুপুরাণ, নারদ, শ্রীমদ্ভাগবত, গরুড়, পদ্ম ও বরাহপুরাণ—সাত্ত্বিক; ব্রহ্মাণ্ড, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত, ব্রাহ্ম, ভবিষ্য, বামন ও মার্কণ্ডেয় পুরাণ—রাজসিক এবং মৎস্য, কূর্ম, লিঙ্গ, শিব, স্কন্দ ও অগ্নিপুরাণ—তামসিক।

আবার জগদ্গুরু শম্ভু জীবহিতৈষিতামূলে (স্কান্দে) সতর্ক করিয়া দিতেছেন—

শিবশাস্ত্রেষু তদ্গ্রাহ্যং ভগবৎশাস্ত্রযোগি যৎ।
পরমো বিষ্ণুরেবৈকং তজ্‌জ্ঞানং মোক্ষসাধকম্।
শাস্ত্রাণাং নির্ণয়স্ত্বেষস্তদন্যৎ মোহনায় হি ॥

যাহাতে ভগবান্ বিষ্ণুর মাহাত্ম্য-উপযোগিতা আছে, শিবমহিমাসূচক শাস্ত্রসকল হইতে কেবল উহাই গ্রাহ্য। বিষ্ণুই পরম দেবতা, তাঁহার বিষয়ে যে জ্ঞান, তাহাই মোক্ষসাধক; অন্যথায় উহা মোহনার্থ জানিতে হইবে অর্থাৎ ভগবান্ বিষ্ণুই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দেবতা এবং তাঁহাকে পাইবার উপায় নির্দ্দেশকারী শাস্ত্রসকলই সুধীগণ গ্রহণ করেন; আর অসুরগণ রাজসিক তামসিক শাস্ত্রে শ্রদ্ধানিবন্ধন মায়ামুগ্ধ হইয়া ভোগপর কর্ম্মেই আবদ্ধ থাকে।

আধুনিক ব্যক্তিগণের মধ্যে অনেকের ধারণা—পুরাণের সংস্কৃত বচনসকল বিশেষ সরল বলিয়া ঐগুলিকে বেদব্যাস-

প্রকাশিত বলিয়া স্বীকার করা উচিত নহে। ঐ সকল আধুনিক। কিন্তু তৎসম্বন্ধে উপনিষৎ (বৃহদারণ্যক) প্রমাণ—

এবং বা অরে অস্য মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতমেতদ্ যদৃগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্বাঙ্গিরস ইতিহাসঃ পুরাণম্ যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ীকে বলিতেছেন,— অরে মৈত্রেয়ী! ঋক্, যজু, সাম, অথর্ব্ববেদ, ইতিহাস ও পুরাণ —সমস্তই বিভু পরমেশ্বরের নিঃশ্বাসস্বরূপ অর্থাৎ তাঁহা হইতে স্বতঃই প্রকাশিত।

পূরণাৎ পুরাণং অর্থাৎ বেদের পূরণ হয় বলিয়াই উহা পুরাণ নামে কথিত। ইতিহাসপুরাণাভ্যাং বেদং সমুপ-বৃংহয়েৎ (মহাভারত আদি ১।২৬৭) অর্থাৎ ইতিহাস ও পুরাণদ্বারা বেদকে পূরণ করিবে।

ন চাবেদেন বেদস্য বৃংহণং সম্ভবতি, ন হ্যপরিপূর্ণস্য কনকবলয়স্য ত্রপুণা পূরণং যুজ্যতে। যেমন অপরিপূর্ণ অর্থাৎ (কতক অংশ না থাকিলে) সোণার বালার সেই অংশটুকু সীসাদ্বারা পূরণ করা যায় না, তদ্রূপ অবেদ দ্বারা বেদের পূরণ হয় না। অতএব ইতিহাস ও পুরাণসকল বেদেরই অন্তর্গত। বেদে অনেক বিষয় উচ্ছন্ন এবং প্রচ্ছন্ন। তত্তদংশ ইতিহাস-পুরাণে দেখিতে পাওয়া যায়। বেদের সংক্ষিপ্ত বিষয়সকল পুরাণে বিস্তারিত।

এক্ষণে সংশয় হইতে পারে যে, বিষ্ণুর সর্ব্ববেদবেদ্যত্ব যুক্ত কি অযুক্ত? বেদে প্রায়ই কর্ম্মের বিধি দৃষ্ট হয়, তাহাতে

যজ্ঞাদি কর্ম্মেরই প্রাধান্য বর্ণিত, বিষ্ণুর প্রাধান্য ব্যক্ত হয় নাই। এই সংশয়ের নিরসনার্থ বলিতেছেন,—

তত্তু সমন্বয়াৎ ॥ ৪॥

বিষ্ণুর সর্ব্ববেদবেদ্যত্ব অযুক্ত নহে। শাস্ত্রতাৎপর্য্য সুবিচারিত হইলে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, তিনি বেদবেদ্য। গীতাতেও উক্ত হইয়াছে—"বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যঃ"। শ্রীমদ্ভাগবত ১।১।২ শ্লোকেও "বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদং" আলোচ্য।

তৈত্তিরীয়কে লিখিত আছে—ব্রহ্ম বাক্য ও মনের অগোচর। সুতরাং সন্দেহ হইতে পারে—ব্রহ্ম শব্দবাচ্য কি না? এই সন্দেহের নিরসনার্থ পঞ্চম সূত্রের অবতারণা—

ঈক্ষতের্নাশব্দম্ ॥ ৫॥

"সর্ব্বে বেদা যৎ পদমামনন্তি" প্রভৃতি কঠবাক্য হইতে জানা যায় যে, বেদসমূহ যখন তাঁহাকেই ব্যক্ত করে, তখন ব্রহ্ম শব্দের অবাচ্য নহেন।

পুনর্ব্বার পূর্ব্বপক্ষ হইতেছে—যিনি বেদের বাচ্য, তিনি সগুণ, বেদসকল শুদ্ধ পূর্ণ ব্রহ্মেরই বাচক। তদুত্তরে বলিতেছেন,—

গৌণশ্চেন্নাত্মশব্দাৎ ॥ ৬॥

আত্মৈবেদমগ্র আসীৎ ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যবলে জানা যায় সৃষ্টির পূর্ব্বে একমাত্র আত্মা ছিলেন। অতএব বেদবাচ্য হইলেও ব্রহ্মকে সগুণ বলা যায় না। ভাগবতেও "শুদ্ধে

মহাবিভূতাখ্যে পরে ব্রহ্মণি শব্দ্যতে। মৈত্রেয় ভগবচ্ছব্দঃ সর্ব্বকারণকারণে ॥" হে মৈত্রেয়, শুদ্ধপারমৈশ্বর্য্যবিশিষ্ট সর্ব্ব-কারণকারণ পরব্রহ্মই ভগবৎশব্দে উক্ত। অবাচ্যবস্তু কখনও শব্দদ্বারা ব্যক্ত হয় না। পুনশ্চ বলিতেছেন.—

তন্নিষ্ঠস্য মোক্ষোপদেশাৎ ॥ ৭ ॥

পরব্রহ্মে ভক্তিনিষ্ঠ জীবের মোক্ষপ্রাপ্তির উপদেশ শ্রুত হয়। ব্রহ্ম সগুণ হইলে তাহা সম্ভব হইত না।

হেয়ত্বাবচনাচ্চ ॥ ৮ ॥

ব্রহ্ম ব্যতীত সংসারী ব্যক্তি বা বস্তুরই হেয়ত্ব শ্রুত হয়। ব্রহ্ম সগুণ হইলে ব্রহ্মসাধনোপদেষ্টা বেদান্ত বাক্যসকল স্ত্রীপুত্রাদির ন্যায় তাঁহারও 'হেয়ত্ব' বর্ণন করিতেন। মুমুক্ষুগণ জীবেরই হেয়ত্ব বর্ণন করিয়াছেন। নির্গুণ ব্রহ্মই আরাধ্য —এই উপদেশই সর্বত্র দৃষ্ট হয়। অতএব নির্গুণ ব্রহ্মই বেদবাচ্য।

স্বাপ্যয়াৎ ॥ ৯ ॥

বাজসনেয়কে লিখিত আছে, পূর্ণ হইতে পূর্ণই প্রকাশিত হন, পূর্ণ হইতে পূর্ণ গৃহীত হইলে পূর্ণই অবশিষ্ট থাকেন; অতএব মূল ব্রহ্মই পূর্ণবস্তু। তিনি সগুণ হইলে তাঁহাতে আপনার লয় কথিত হইত না। রাস ও মহিষী-বিবাহে পূর্ণবস্তু হইতে পূর্ণের অবির্ভাবের দৃষ্টান্ত শ্রুত হয়।

গতিসামান্যাৎ ॥ ১০ ॥

বেদের সর্ব্বত্র সামান্য অর্থাৎ একরূপে ইহাই লিখিত আছে যে, পূর্ণ, বিশুদ্ধ, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্ পরমাত্মার উপাসনা দ্বারাই বিমুক্তি লাভ হয় ও অখিল বন্ধন ছিন্ন হয়।

শ্রুতত্বাচ্চ ॥ ১১ ॥

অবাচ্য বস্তু শ্রুতির বিষয় হইতে পারে না। কঠ শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে, তিনি জীবমাত্রেরই হৃদয়ে গূঢ়ভাবে বিরাজিত, ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত ও সর্ব্বান্তর্য্যামী। তিনি পরমদয়ালু, সকলেরই আশ্রয়দাতা ও কর্ম্মফলদাতা। জীবগণ যে সকল কর্ম্ম করে, তিনি সমস্তই জানিতে পারেন। অতএব স্পষ্টই দৃষ্ট হয় যে, বিশুদ্ধ হরিই বেদবাচ্য।

এই ১১টি সূত্র পাঠ করিলেই তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয়।

আনন্দময়োহভ্যাসাৎ ॥ ১২ ॥

তৈত্তিরীয় উপনিষদে—অন্নরসময়, প্রাণময়, মনোময় ও বিজ্ঞানময় কোষের অন্তরে অথচ বিজ্ঞানময় কোষ হইতে ভিন্ন আনন্দময় আত্মা বিদ্যমান। এস্থলে সন্দেহ এই—আনন্দময় কি জীব অথবা পরমাত্মা। উত্তর—আনন্দময় অর্থে ব্রহ্মকেই বুঝিতে হইবে। পুনঃ পুনঃ আনন্দময় বলাতে একমাত্র ব্রহ্মই উদ্দিষ্ট। বরুণ ব্রহ্মজিজ্ঞাসু নিজ পুত্র ভৃগুকে বলিয়াছিলেন—আনন্দময় পুরুষকে জানিতে পারিলে তাঁহার সহিত বিহার করিতে পারে। "প্রজাপতির যে শত আনন্দ, তাহা এই ব্রহ্মের একটি আনন্দ"। "সেই

এই আনন্দের মীমাংসা", "বিজ্ঞানময় আত্মা হইতে আনন্দময় আত্মা ভিন্ন", এই সমস্ত শ্রুতিতে পরমাত্মাকে উদ্দেশ করিয়া অভ্যাস অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ আনন্দময় শব্দের উল্লেখ থাকায় পরমাত্মাই আনন্দময়, জীব নহে।

কেহ কেহ ময়ট্ প্রত্যয়ের প্রয়োগে বিকার অর্থ গ্রহণ করিয়া আনন্দময় অর্থে সবিকার-আনন্দময় জীবই লক্ষ্যীতব্য —এইরূপ সন্দেহ করেন। তন্নিরসনার্থ জানাইতেছেন—

বিকারশব্দান্নেতি চেন্ন প্রাচুর্য্যাৎ ॥ ১৩ ॥

স্থানবিশেষে বিকারার্থ গৃহীত হইলেও এস্থলে ময়ট প্রত্যয় প্রাচুর্য্যার্থেই ব্যবহৃত।

তদ্ধেতুব্যপদেশাৎ চ ॥ ১৪ ॥

এই জীবানন্দের হেতু কি ? কোথা হইতে ইহা আসিল ? এই প্রশ্নের উত্তর—যদি এই আকাশরূপী পরমাত্মা আনন্দ-স্বভাব না হইতেন, তবে কেই বা বাঁচিত, কেই বা অপান-চেষ্টা করিত ? সেই পরমাত্মাই সকলের আনন্দ সমুদ্ভাবন করিয়া থাকেন। তিনি জীবের সমুদয় আনন্দের হেতু; এই জন্যই তাঁহার নাম আনন্দময়।

মান্ত্রবর্ণিকমেব চ গীয়তে ॥ ১৫ ॥

সত্যং জ্ঞানং আনন্দং ব্রহ্ম, ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম ইত্যাদি বেদোক্ত মন্ত্রে ব্রহ্মই সত্য, জ্ঞান ও আনন্দের স্বরূপ এবং ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তিই পরমানন্দ লাভ করেন। সুতরাং এখানেও ব্রহ্মই আনন্দময় বলিয়া নির্দ্দিষ্ট।

নেতরোঽনুপপত্তেঃ ॥ ১৬ ॥

ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন মুক্ত-জীবই আনন্দময়, একথা বলা যায় না। তাহার সঙ্গতি হয় না। শ্রুতিতে উক্ত আছে, "জীব বিবিধ ভোগচতুর ব্রহ্মের সহিত মিলিত হইয়া নিখিল অভিলষিত ভোগ করেন।" এস্থলে হরিরই ভোগ-বিষয়ে প্রাধান্য নির্দ্দিষ্ট।

ভেদব্যপদেশাচ্চ ॥ ১৭ ॥

"রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি" এই বাক্যে জানা যায়,—ব্রহ্ম ও জীব—ভিন্ন। ব্রহ্মই রস। তাঁহাকে প্রাপ্ত হইলেই জীব আনন্দের অধিকারী হয়।

কামাচ্চ নানুমানাপেক্ষা ॥ ১৮ ॥

ব্রহ্ম কামনা করেন—আমি বহু হইব। জড়ের কখনও ঐরূপ সঙ্কল্প সম্ভব হয় না। অতএব অনুমান মাত্রে নির্ভর করিয়া জড় প্রধানকে আনন্দময় বলিতে হইবে না।

অস্মিন্নস্য চ তদ্‌যোগং শাস্তি ॥ ১৯ ॥

শ্রুতিতে উক্তি আছে—জীব আনন্দময় পুরুষে ঐকান্তিক ভক্তিমান হইলে তাঁহার আনন্দ বা অভয়-যোগ ঘটে, অন্যথায় অনন্ত বিপদ-পরম্পরাপ্রাপ্তি হয়। অতএব হরিই আনন্দময়, জীব বা প্রকৃতি নহে।

অন্তস্তদ্ধর্ম্মোপদেশাৎ ॥ ২০ ॥

ছান্দোগ্যে লিখিত আছে, যে হিরণ্ময় পুরুষ আদিত্য-মণ্ডলে বিরাজিত আছেন, তাঁহার কেশ ও শ্মশ্রু উভয়ই

হিরণ্যময় অর্থাৎ জ্যোতির্ম্ময়। তাঁহার অক্ষিদ্বয় পুণ্ডরীক সদৃশ। পুনশ্চ—যিনি অক্ষিমধ্যে সর্ব্বদা বিরাজ করিতে-ছেন, তিনিই ঋক্, তিনিই সাম, তিনিই যজুঃ, তিনিই ব্রহ্ম। আদিত্যমণ্ডলে বিরাজিত পুরুষের যেরূপ রূপ, যেরূপ কান্তি বা আকার, ঐ পুরুষেরও রূপ তদ্রূপ। তিনি মনুষ্যগণের সকল অভিলষিত ভোগ বিধান করেন। এক্ষণে সংশয় এই যে, ঐ পুরুষ কি কোন পুণ্যবান্ জীব অথবা পরমাত্মা? তদুত্তর—তিনি পরমাত্মা। কেন না, এই প্রকরণে কর্ম্মরাহিত্যাদি-ধর্ম্ম ঐ অন্তর্ব্বর্ত্তীর উদ্দেশেই কথিত। তাহা জীবে অসম্ভব। পুরুষসূক্তে দেখা যায়—"আমি এক আদিত্যবৎ জ্যোতির্ম্ময় অপ্রাকৃত দিব্য দেহধারী পুরুষকে জ্ঞাত আছি।" ইহা ব্রহ্মেরই দেহ।

ভেদব্যপদেশাচ্চান্যঃ ॥ ২১ ॥

বৃহদারণ্যকে লিখিত আছে—যিনি আদিত্যবর্ত্তী হইয়াও আদিত্যের অন্তর্ব্বর্ত্তী, আদিত্যও যাঁহাকে অবগত নহেন, আদিত্য যাঁহার দেহ, তিনিই অন্তর্যামী পরমাত্মা এবং তিনিই অমৃত—ইত্যাদি শব্দের দ্বারা পরমাত্মার ভেদ নির্দ্দেশ দৃষ্ট হয়। সুতরাং এই প্রকরণে পরমাত্মাই উপদিষ্ট।

আকাশস্তল্লিঙ্গাৎ ॥ ২২ ॥

জৈবলি রাজার নিকট এক ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করিয়া-ছিলেন,—"পৃথিবী এবং অন্যান্য লোকের আধার কি?" রাজা কহিলেন,—"আকাশই সকলের আধার। আকাশ

হইতেই সকলের উৎপত্তি এবং আকাশই প্রলয়ের স্থান। এস্থলে সন্দেহ এই যে, এই আকাশ কি ভূতাকাশ না পরমাত্মা? তদুত্তর—ব্রহ্ম ব্যতীত ভূতাকাশ হইতে সর্ব্বভূতের উৎপত্তি হইতে পারে না। সর্ব্বভূতের উৎপত্তি-কারণ-স্বরূপ আকাশ-পদদ্বারা ভূতাকাশ বুঝাইলে আকাশ হইতেই আকাশের উৎপত্তিরূপ অসঙ্গতিদোষ হয়। অতএব আকাশ শব্দে পরব্রহ্মই বোধ্য।

অতএব প্রাণঃ ॥ ২৩ ॥

চাক্রায়ণ ঋষি প্রস্তোতাকে জিজ্ঞাসা করেন, যে দেবতা প্রস্তাব অর্থাৎ ধ্যানের জন্য সামভক্তিবিশেষ প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহাকে পরিজ্ঞাত না হইয়া কোন বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে তোমার মস্তক পতিত হইবে। প্রস্তোতা জিজ্ঞাসা করিলেন—কে সে দেবতা? চাক্রায়ণ বলেন—তিনি প্রাণ, প্রাণ হইতে অগ্নি প্রভৃতি ভূতসমূহের উৎপত্তি এবং প্রাণেই লয় হয়। এস্থলে প্রাণ অর্থে মুখান্তর্গত বায়ু অথবা পরমাত্মা? উত্তর—প্রাণ শব্দে সর্ব্বেশ্বর ভিন্ন অন্য কিছু হইতে পারে না। কারণ তাঁহা হইতেই সর্ব্বভূতের উৎপত্তি ও লয় হয়।

জ্যোতিশ্চরণাভিধানাৎ ॥ ২৪ ॥

শ্রুতিতে উক্তি আছে—স্বর্গলোকের উপর যে দীপ্যমান জ্যোতিঃ এবং স্থাবর হইতে ব্রহ্ম পর্য্যন্ত সমস্ত লোকে যাহা বিরাজমান, সেই জ্যোতিই জীবহৃদয়ে ধ্যেয়। এস্থলে জ্যোতিঃ শব্দে আদিত্যাদি প্রাকৃত তেজঃ নহে, কিন্তু উহা

ব্রহ্ম। কারণ, পাদশব্দের উল্লেখহেতু অর্থাৎ "পাদোঽস্য সর্ব্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি" এই মন্ত্রে এই বিশ্ব তাঁহার একপাদ এবং পরব্যোম তিনপাদ বলিয়া উক্ত।

ছন্দোঽভিধানান্নেতি চেন্ন তথা
চেতোঽর্পণনিগদাত্তথাহি দর্শনম্ ॥ ২৫ ॥

গায়ত্রীচ্ছন্দই ভূত, দেহ, পৃথিবী ও প্রাণসকলের বিভূতি বলিয়া শ্রুতিতে বর্ণিত। অতএব গায়ত্রীই সর্ব্বস্বরূপ বলিলে কি দোষ? তদুত্তরে বলিতেছেন—গায়ত্রীরূপে অবতীর্ণ ব্রহ্মে ধ্যানের উপদেশ থাকায় উহা ব্রহ্মেরই বিভূতি জানিতে হইবে। ব্রহ্মেই চিত্ত অর্পণের কথা উপদিষ্ট হইয়াছে।

ভূতাদিপাদব্যপদেশোপপত্তেশ্চৈবম্ ॥ ২৬ ॥

পূর্ব্বোক্ত বাক্যে সমস্ত পদার্থকে অংশরূপে নির্দ্দেশ পূর্ব্বক চতুষ্পাদ শব্দে গায়ত্রীকে না বলিয়া স্বর্গস্থ ব্রহ্মকেই নিরূপণ করা হইয়াছে।

উপদেশভেদান্নেতি চেন্নোভয়স্মিন্নপ্যবিরোধাৎ ॥ ২৭ ॥

পূর্ব্বোক্ত ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি, এই সপ্তম্যন্ত পদের প্রয়োগদ্বারা স্বর্গধামকে আধাররূপে উপদেশ করা হইয়াছে। আবার পরক্ষণেই "পরো দিবঃ" অর্থাৎ স্বর্গ হইতে শ্রেষ্ঠ এই পঞ্চমী বিভক্ত্যন্ত পদের প্রয়োগ করা হইয়াছে। অতএব উভয় পদে এক পদার্থ উদ্দিষ্ট হয় না, এরূপ আশঙ্কার

নিরসনার্থ বলিতেছেন—উপদেশভেদে দোষ হয় না। কেননা ব্রহ্ম স্বর্গধামস্থ হইয়াও স্বর্গের অতীত।

প্রাণস্তথানুগমাৎ ॥ ২৮ ॥

প্রতর্দ্দন রাজা রণকৌশল-প্রদর্শনার্থ স্বর্গে উপস্থিত হইলে ইন্দ্র তাঁহার প্রতি প্রীত হইয়া বর গ্রহণ করিতে বলেন। রাজা বলিলেন, "যাহা দ্বারা জীবের শ্রেষ্ঠ হিত হয়, তদ্রূপ উপদেশ করুন।" ইন্দ্র বলিলেন—"আমি প্রজ্ঞাত্মা, প্রাণস্বরূপ ও অমৃতস্বরূপ। আমারই আরাধনা কর।" এস্থলে 'ইন্দ্র' কি জীববিশেষ না পরমাত্মা ? উত্তর—প্রজ্ঞাত্মা প্রভৃতি বিশেষণদ্বারা পরমাত্মাই নির্দ্দিষ্ট।

ন বক্তুরাত্মোপদেশাদিতি চেদধ্যাত্মসম্বন্ধ- ভূমা হ্যস্মিন্ ॥২৯॥

যদি বল, প্রাণ শব্দদ্বারা স্বয়ং আপনাকেই নির্দ্দেশ করিতেছেন, অতএব ব্রহ্মকে বুঝায় না। অধিকন্তু "আমিই ত্রিশীর্ষ বিশ্বরূপকে সংহার করিয়াছি" ইত্যাদি পরবর্ত্তী শ্রুতিবাক্য দ্বারা ইন্দ্রদেবতাকেই উদ্দেশ করে। এতদুত্তর—এখানে অধ্যাত্ম সম্বন্ধেরই উপদেশ হইয়াছে। উহা দ্বারা পরমাত্মাই নির্দ্দিষ্ট। মোক্ষাদির উপায়কেই হিততম কার্য্য বলা হয়। দেবরাজ ইন্দ্রের উপাসনা দ্বারা মোক্ষপ্রাপ্তি-অসম্ভব হেতু পরমাত্মাই উদ্দিষ্ট।

শাস্ত্রদৃষ্ট্যা তূপদেশো বামদেববৎ ॥ ৩০ ॥

যদি তাহাই হয়, তবে বক্তার আত্মোপদেশ অর্থাৎ ইন্দ্রের নিজেকে প্রজ্ঞাত্মা, প্রাণ প্রভৃতি শব্দে উপদেশ

কিরূপে সম্ভব ? তদুত্তর—শাস্ত্রদর্শনে তাহাই বুঝিতে হইবে। যেমন রাজা বামদেব তৎস্বরূপ দর্শন করিয়া মনে করিলেন — আমি মনু হইয়াছি। আমি সূর্য্যে প্রতিষ্ঠিত আছি। ইন্দ্রেরও তদ্রূপ। স্মৃতিতেও তদ্‌ব্যাপ্যের তদ্রূপতা নির্দ্দেশ করেন। শ্রীবিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে—হে দেব! এই যে দেবগণ আপনার নিকট সমাগত হইয়াছেন, ইঁহারা সত্যই জগৎস্রষ্টা। যেহেতু আপনি সর্ব্বময়। এখানে ব্যাপ্যতা-বশতঃ দেবগণ তদভিন্ন বলিয়া প্রতিপন্ন। স্থানান্তরে উক্তি আছে—আপনি সমস্ত প্রাপ্ত হন বলিয়া আপনি সর্ব্বস্বরূপ। মহামতি প্রহ্লাদ ভগবৎস্বরূপের সর্ব্বব্যাপিত্ব হৃদয়ঙ্গম করিয়া আপনাকেই নমস্কার করিয়াছিলেন—

অহমাত্মা তদাকারস্তৎস্বরূপো নিরঞ্জনঃ।
তস্মাৎ সর্ব্বাত্মনা দেবং মামেব শরণং ব্রজে ॥

আমিই সেই ব্রহ্মাকার ও ব্রহ্মরূপ আত্মা। আমাতে কোনরূপ দোষ সম্পর্কের লেশও নাই। অতএব সর্ব্বান্তঃ-করণে সেই দেবরূপী আমাকেই আশ্রয় করি।

জীবমুখ্যপ্রাণলিঙ্গান্নেতি চেন্নোপাসাত্রৈবিধ্যাদাশ্রিত-
ত্বাদিহ তদ্‌ যোগাৎ ॥ ৩১ ॥

এক্ষণে আশঙ্কা এই যে, এই প্রকরণে অধ্যাত্ম সম্বন্ধ সবিস্তার উপদিষ্ট হইলেও এই বাক্য যে ব্রহ্মপর, তাহা বলা যায় না। বরং জীব ও মুখ্য প্রাণই কথিত হইয়াছে। অতএব জীব, প্রাণ ও ব্রহ্ম এই তিনটীর উপাস্যত্ব কথিত

হইয়াছে। এই আশঙ্কার নিরাকরণার্থ কহিতেছেন—পূর্ব্ব-কথিত শ্রুতিসমূহ জীব ও প্রাণের নির্দ্দেশ পূর্ব্বক তাহাদের উপাস্যত্ব বোধ করাইতেছে, ইহা বলা অসঙ্গত। তাহা হইলে ত্রিবিধ উপাস্যত্ব নিবন্ধন উপাসনায়ও প্রাণধর্ম্ম, প্রজ্ঞাধর্ম্ম ও ব্রহ্মধর্ম্ম অনুসারে ত্রৈবিধ্য দৃষ্ট হয়। একবাক্যে ত্রিবিধ উপাসনার নির্দ্দেশ অসম্ভব। বাচ্যভেদে বাক্যভেদও অবশ্যম্ভাবী। আশঙ্কা হইতে পারে—জীবাদি লিঙ্গবশতঃ ব্রহ্মধর্ম্ম কি জীবাদিপর অথবা তিনি স্বতন্ত্র কিংবা জীবাদি-লিঙ্গসমস্ত ব্রহ্মপর? ইতঃপূর্ব্বে প্রাণাধিকরণে প্রথম জিজ্ঞাস্যটী নিরাস করা হইয়াছে। অধুনা তৃতীয় পক্ষের যুক্তি এই যে, জীবাদি লিঙ্গসমূহ ব্রহ্মপর, কেননা উহাদিগকে ব্রহ্মপররূপে সর্ব্বত্রই নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। অতএব ইন্দ্র, প্রাণ ও প্রজ্ঞা শব্দ ব্রহ্মকেই বোধ করাইতেছে।

প্রথম অধ্যায়—দ্বিতীয় পাদ

ছান্দোগ্যে শাণ্ডিল্যবিদ্যায় লিখিত আছে—ব্রহ্মই এই দৃশ্যমান সমস্ত জগৎ। কেন না, তাঁহা হইতেই এই বিশ্বের উৎপত্তি ও প্রতিষ্ঠা এবং তাঁহাতেই ইহার লয় হইয়া থাকে। এইরূপে ব্রহ্মায়ত্তবৃত্তিকতাবশতঃ ব্রহ্মই সমগ্র জগৎ। অতএব শান্তভাব অবলম্বনপূর্ব্বক তাঁহার উপাসনা করিবে।

অধিকারী উপাসক সঙ্কল্প-প্রধান। সে ইহলোকে অবস্থিত হইয়া যেভাবে শ্রীহরির আনুগত্যে তাঁহাতে মনপ্রাণ সমর্পণ

পূর্ব্বক উপাসনা করে, সেই ভাববিশিষ্ট হইয়া ইহলোক হইতে পরলোকে তাঁহার সমীপে গমন করে। সেই ভগবান্ মনোময় এবং প্রাণের নিয়ন্তা। প্রকাশ-চৈতন্যই তাঁহার স্বরূপ। তিনি যাহা মনে করেন, তাহাই করিয়া থাকেন। তিনি সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বকর্ম্মা, সর্ব্বকাম, সর্ব্বগন্ধ ও সর্ব্বরস। তিনি আপ্তকাম।

এখানে মনোময়াদি শব্দসকলের উদ্দিষ্ট পুরুষ জীব বা ঈশ্বর? তদুত্তরে বলিতেছেন—

সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধোপদেশাৎ ॥ ১ ॥

বেদান্তে সর্ব্বত্রই প্রসিদ্ধ ব্রহ্মবস্তুর নির্দ্দেশ হইয়াছে। সুতরাং মনোময়ত্বাদিবাক্যে ব্রহ্মই বিশেষভাবে বোদ্ধব্য। মনোময়-শব্দে শুদ্ধমনোগ্রাহ্য। বিষয়বাসনা দ্বারা কলুষিত মনে ব্রহ্ম স্ফূর্ত্তি পান না।

বিবক্ষিতগুণোপপত্তেশ্চ ॥ ২ ॥

মনোময়াদি যে সকল গুণ বলা হইয়াছে, তাহাতে পরমাত্মাই উপাস্য বলিয়া প্রমাণিত হন।

অনুপপত্তেস্তু ন শারীরঃ ॥ ৩ ॥

তিনি খদ্যোতকল্প অর্থাৎ জ্যোতিঃস্বরূপ, তাঁহাতে প্রাকৃত শরীরাদির সম্ভাবনা নাই।

কর্ম্মকর্ত্তৃব্যপদেশাচ্চ ॥ ৪ ॥

মরণান্তে ইহলোক হইতে গিয়া মনোময় পুরুষে মিলিত হইব, জীব এইরূপ বলেন। এতদ্দ্বারা জীবের কর্ত্তৃত্ব ও

মনোময় পুরুষের কর্ম্মব্যপদেশ দৃষ্ট হয়। সুতরাং উভয়ের ভেদ বর্ত্তমান।

শব্দবিশেষাৎ ॥ ৫ ॥

"এই আত্মা আমার অন্তর্হৃদয়ে সংস্থিত" এই শব্দ-বিশেষ দ্বারাও উপাস্য-উপাসক-ভেদ বুঝা যায়।

স্মৃতেশ্চ ॥ ৬ ॥

স্মৃতিতে বর্ণিত আছে—হে অর্জ্জুন! ঈশ্বর সর্ব্বজীবের হৃদ্দেশে বর্ত্তমান। যন্ত্রারূঢ় ব্যক্তি যেরূপ ভ্রামিত হয়, ঈশ্বরের মায়াতে জীবসকল তদ্রূপ ভ্রামিত হইতেছে। এখানে-জীব হইতে পরমাত্মার ভেদ স্পষ্ট।

অর্ভকৌকস্ত্বাৎ তদ্ব্যপদেশাচ্চ নেতি চেন্ন
নিচায্যত্বাদেবং ব্যোমবচ্চ ॥ ৭ ॥

"এষ আত্মান্তর্হৃদয়ে অনীয়ান্ ব্রীহের্ব্বা যবাদ্বা" ইতি এই শ্রুতি অনুসারে অণু আত্মা অন্তর্হৃদয়ে অণুরূপে বিরাজিত বলিয়া শারীর জীবকে উপদেশ করে নাই, কিন্তু অন্তর্হৃদয়ে আকাশবৎ অবস্থিত পরমাত্মাই প্রেমিক ভক্তগণের ধ্যান-বলে দৃষ্ট হইয়া থাকেন।

সম্ভোগপ্রাপ্তিরিতি চেন্ন বৈশেষ্যাৎ ॥ ৮ ॥

যদি বল, পরমাত্মা জীবের ন্যায় শরীরান্তর্বর্ত্তী, সুতরাং জীবের মত শরীরসম্বন্ধজনিত সুখদুঃখাদি ভোগ তাঁহারও হইতে পারে। তদুত্তরে বলিতেছেন যে, না। এখানেই

পরমাত্মার বৈশিষ্ট্য। জীব কর্ম্মপরতন্ত্র, পরমাত্মা তদ্‌রহিত। শ্বেতাশ্বতরে কথিত আছে—একটি বৃক্ষে দুইটি পক্ষীর ন্যায় এক দেহে জীবাত্মা ও পরমাত্মা অবস্থান করেন। তন্মধ্যে জীবাত্মা স্বকৃত কর্ম্মের ফল ভোগ করেন, আর পরমাত্মা কেবল সাক্ষীস্বরূপে বর্ত্তমান।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতেও ভগবদুক্তি—"ন মে কর্ম্মাণি লিম্পন্তি ন মে কর্ম্মফলে স্পৃহা।" কর্ম্মসকলে আমি লিপ্ত হই না বা আমার কর্ম্মফলে স্পৃহা নাই।

কঠশ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে—ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় জাতি যাহার ওদন এবং মৃত্যু যাহার উপসেচন অর্থাৎ অন্ন এবং তদ্‌ভোজনোপযোগী ঘৃতাদি। এস্থলে "অন্নভক্ষক" বলিয়া কাহাকে লক্ষ্য করা হইয়াছে? অগ্নি না জীব? তদুত্তরে বলিতেছেন,—

অত্তা চরাচরগ্রহণাৎ ॥ ৯ ॥

জীব বা অগ্নি কেহই অত্তা অর্থাৎ অন্নভোক্তা নহেন, একমাত্র ব্রহ্মই ভোক্তা। কারণ তিনিই এই জগতের সংহার-কর্ত্তা বলিয়া তাঁহাকেই অত্তা বলা হয়।

প্রকরণাচ্চ ॥ ১০ ॥

শ্রুতিতে যেরূপ লিখিত আছে, তিনি অণু হইতেও অণু, আবার মহান্ হইতেও মহান্, তদ্রূপ স্মৃতিতেও "অত্তাসি লোকস্য চরাচরস্য" অর্থাৎ তুমিই এই চরাচর জগতের সংহার-কর্ত্তা বলিয়া উক্ত হইয়াছ। সুতরাং এই সমস্ত

প্রকরণদ্বারা পরমাত্মাকেই জগৎসংহারক বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

গুহাং প্রবিষ্টাবাত্মানৌ হি তদ্দর্শনাৎ ॥ ১১ ॥

কঠোপনিষদে উক্ত হইয়াছে ঃ—

ঋতং পিবন্তৌ সুকৃতস্য লোকে গুহাং প্রবিষ্টৌ পরমে পরার্দ্ধে।
ছায়াতপৌ ব্রহ্মবিদো বদন্তি পঞ্চাগ্নয়ো যে চ ত্রিনাচিকেতা॥

উভয়ে দেহরূপ গুহাতে অবস্থিত হইয়া পুণ্যকার্য্যের উপযোগী ফল-ভোগ করতঃ শ্রেষ্ঠ ভাববিশিষ্ট হৃদয়-গুহাতে প্রবেশ করিয়া থাকেন। ব্রহ্মবিদ্‌গণ বলেন, তাঁহারা ছায়া ও আতপের ন্যায় পরস্পর বিরুদ্ধধর্ম্মবিশিষ্ট। এখানে দুইটী বস্তুর উল্লেখ থাকায় জীব ব্যতীত দ্বিতীয় বস্তুটী কি? তাহা কি বুদ্ধি, প্রাণ বা পরমাত্মা? উত্তর—জীব ও ঈশ্বররূপ আত্মাদ্বয় ঐরূপ গুহামধ্যে প্রবেশ করেন। জীবাত্মা সংসারবাসনা-বদ্ধহেতু ছায়াস্বরূপ এবং পরমাত্মা সংসারমুক্ত বলিয়া তেজঃস্বরূপ। জীবাত্মা কর্ম্মফলভোক্তা, পরমাত্মা প্রয়োজককর্ত্তা।

বিশেষণাচ্চ ॥ ১২ ॥

এই প্রকরণে জীব ও ঈশ্বর মননকর্ত্তা ও মন্তব্য বলিয়া বিশেষিত হইয়াছেন। জীব মননকর্ত্তা, আর পরমাত্মা মন্তব্য। সর্ব্বত্রই জীব ও ঈশ্বরকে পৃথগ্‌ভাবে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

অন্তর উপপত্তেঃ ॥ ১৩ ॥

ছান্দোগ্যে—য এষো অক্ষিণি পুরুষো দৃশ্যতে **স এষ**

আত্মা ইতি হোবাচ এতদমৃতময়মেতদ্ ব্রহ্ম ইত্যাদি অর্থাৎ আচার্য্য উপকোশল কহিলেন, এই যে পুরুষ চক্ষুর অভ্যন্তরে প্রতীত হইয়া থাকেন, তিনিই আত্মা, তিনিই অমৃতময়, তিনিই ব্রহ্ম। সেই পুরুষ কি প্রতিবিম্ব বা দেবতাত্মা অথবা জীব কিংবা পরমাত্মা? উত্তর—পরমাত্মাই উল্লিখিত চক্ষুর অভ্যন্তরে অবস্থিত। কারণ তিনি ভিন্ন আর কাহাতেও আত্মত্ব, অমৃতত্ব, ব্রহ্মত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মের আরোপ করা যায় না।

স্থানাদিব্যপদেশাচ্চ ॥ ১৪ ॥

বৃহদারণ্যকেও উক্ত হইয়াছে—যশ্চক্ষুষি তিষ্ঠন্নিত্যাদি পরমাত্মাই চক্ষুতে অবস্থান করিয়া তাহার স্থিতিনিয়মনাদি বিধান করিয়া থাকেন।

সুখবিশিষ্টাভিধানাদেব চ ॥ ১৫ ॥

উপকোশল আচার্য্যের আজ্ঞায় তদ্‌গৃহে বহুকাল অবস্থিত হইয়া গার্হপত্যাদি অগ্নিসকলের পরিচর্য্যায় প্রবৃত্ত থাকিলে তাঁহার প্রতি প্রীত হইয়া আচার্য্য বলেন—ব্রহ্মই প্রাণ, তিনিই ক, আবার তিনিই খ। ক অর্থাৎ বিষয়সুখ ও খ = আকাশ। পুনরায় বলেন—যাহা ক, তাহাই খ। এইরূপ বৈশিষ্ট্য উল্লেখপূর্ব্বক সুখবিশিষ্ট ব্রহ্মের নির্দ্দেশ করেন। পুনরায় উল্লিখিত অক্ষিস্থ বাক্যে সেই ব্রহ্মেরই উল্লেখ করেন। অতএব তিনি ঈশ্বর। জীব বা প্রতিবিম্ব নহেন।

শ্রুতোপনিষৎ গত্যভিধানাচ্চ ॥ ১৬ ॥

শ্রুতিতে লিখিত আছে—ব্রহ্মচর্য্য, তপস্যা ও শ্রদ্ধা দ্বারা ঈশ্বরের অনুসন্ধানপূর্ব্বক তদীয় ধ্যানরূপ বিদ্যা দ্বারা অর্চ্চিরাদি উত্তর মার্গ পাওয়া যায়। ঈশ্বরই প্রাণ সকলের আয়তন। তিনিই অমৃত ও অভয়। তিনিই পরমগতি বা পরম আশ্রয়। তাঁহাকে প্রাপ্ত হইলে আর সংসারে আসিতে হয় না।

অনবস্থিতেরসংভবাচ্চ নেতরঃ ॥ ১৭ ॥

প্রতিবিম্বাদি তিনের চক্ষুতে অবস্থান অসম্ভব। প্রতিবিম্ব বস্তুবিশেষের সন্নিধি-আয়ত্ত। জীব নিখিল ইন্দ্রিয়ের আশ্রয়ভূত স্থূলবিশেষরূপ হৃদয়ে অবস্থিত, আর সূর্য্য স্থানান্তরে অবস্থান করিয়া চক্ষুর প্রবর্ত্তক। সুতরাং ঐ তিনেরই চক্ষুতে অবস্থান অসম্ভব। এই কারণে পরমাত্মাই অক্ষিস্থ পুরুষ।

অন্তর্য্যাম্যধিদৈবাদিষু তদ্ধর্ম্মব্যপদেশাৎ ॥ ১৮ ॥

যিনি অন্তর্য্যামী অধিদৈব প্রভৃতি বলিয়া শ্রুতিতে উক্ত হন, তিনি প্রধান বা জীব নহেন, কিন্তু পরমাত্মা। কেননা, তিনিই পৃথিবীর অন্তরে অবস্থিত, কিন্তু পৃথিবী তাঁহাকে অবগত নহে।

ন চ স্মার্ত্তমতদ্ধর্ম্মাভিলাপাৎ ॥ ১৯ ॥

উক্ত হেতু স্মার্ত্ত অর্থাৎ 'প্রধান' অন্তর্যামী বলিয়া উক্ত

হইতে পারে না। কেননা, "কেহ তাঁহাকে দেখিতে পায় না, কিন্তু তিনি সকলকেই দেখিয়া থাকেন; তাঁহাকে কেহ শুনিতে পায় না, কিন্তু তিনি সকলকেই শুনিতে পান, তাঁহাকে কেহ জানে না, কিন্তু তিনি সকলকেই জানেন। তিনি ভিন্ন আর কেহ দ্রষ্টা, শ্রোতা, বিজ্ঞাতা বা মন্তা নাই। তিনিই তোমার অন্তর্যামী অমৃতস্বরূপ আত্মা" প্রভৃতি বাক্যে 'প্রধান' নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে না, তাহা জড়স্বভাব।

শারীরশ্চোভয়েঽপি হি ভেদেনৈনমধীয়তে ॥ ২০ ॥

পূর্ব্বোক্ত হেতুসকল অনুসারে যোগী জীবও অন্তর্যামী বলিয়া অভিহিত হইতে পারে না। কারণ জীব ও ঈশ্বরে নিয়ম্য-নিয়ামকভেদ বর্ত্তমান। কঠেও শ্রীহরিকে অন্তর্য্যামী বলা হইয়াছে। যথা—সেই নিজস্বরূপ অদ্বিতীয় অজ হরি অন্তঃশরীরে গুহামধ্যে বিরাজিত থাকেন। পৃথিবী তাঁহার শরীর। তিনি পৃথিবীর অন্তরে সঞ্চরণ করেন, কিন্তু পৃথিবী তাঁহাকে জানে না।

অদৃশ্যত্বাদিগুণকো ধর্ম্মোক্তেঃ ॥ ২১ ॥

আবার অদৃশ্যত্বাদিগুণক ধর্ম্মোক্তিহেতুও পরমাত্মাই লক্ষিত হইতেছেন অর্থাৎ সেই পরমাত্মা দিব্য জ্যোতির্ম্ময়-স্বরূপে সর্ব্বদা বাহ্য ও অভ্যন্তরে বিরাজিত। তিনি অমূর্ত্ত অর্থাৎ প্রাকৃত মূর্ত্তিরহিত, অপ্রাণ অর্থাৎ বায়ুবিকার-রহিত, অমনা অর্থাৎ মনের অগোচর এবং প্রকৃতিমুক্ত জীবেরও অতীত; তিনি প্রকৃতিরও নিয়ন্তা।

বিশেষণভেদব্যপদেশাভ্যাঞ্চ নেতরৌ ॥ ২২ ॥

বিশেষণভেদহেতু প্রকৃতি বা জীব উক্ত বাক্যের প্রতিপাদ্য নহে। সর্ব্বজ্ঞ, অমূর্ত্ত, প্রভৃতি বিশেষণে সেই পুরুষোত্তম শ্রীহরিই নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকেন।

রূপোপন্যাসাচ্চ ॥ ২৩ ॥

ঐ পরমাত্মার রূপনিরূপণহেতুও শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে—যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্। তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি ॥ বিদ্বান ব্যক্তি যে সময়ে সকলের ঈশ্বর ও কর্ত্তা প্রকৃতিরও উদ্ভবহেতুস্বরূপ পরম পুরুষকে দর্শন করেন, তখন নির্ম্মল হইয়া পরমপুরুষের সমতা লাভ করেন অর্থাৎ তাঁহার সারূপ্যাদি মুক্তি লাভ করেন।

প্রকরণাচ্চ ॥ ২৪ ॥

শ্রুতিতে এইরূপ কথিত হইয়াছে যে, বিদ্যা দুই প্রকার—পরা ও অপরা। পরাবিদ্যা দ্বারা অক্ষর ব্রহ্মের প্রাপ্তি ঘটে, আর ঋগ্বেদাদি-উক্ত কর্ম্মময়ী বিদ্যা অপরা। যাঁহার প্রকাশ অব্যক্ত, যিনি জরারহিত, চিন্তার অতীত, জন্ম-বিনাশরহিত, যাঁহাকে নির্দ্দেশ করা দুর্ঘট, যিনি প্রাকৃত আকার রহিত, প্রাকৃত হস্তপদাদিশূন্য, সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বকাল বিরাজিত, সর্ব্বকারণ-কারণ, কিন্তু যাঁহার কারণ নাই, যিনি সর্ব্বব্যাপক, কিন্তু যাঁহার ব্যাপক কেহ নাই, সূরিগণ তাঁহাকে নিরন্তর দর্শন করেন, তাহাই ব্রহ্ম, তাহাই পরম

ধাম, তাহাই মোক্ষাকাঙ্ক্ষিগণের ধ্যেয়, তাহাই শ্রুতি-বাক্যোদিত সূক্ষ্মস্বরূপ বিষ্ণুর পরমপদ, তাহাই ভগবৎ-শব্দবাচক অর্থাৎ তাঁহাকেই ভগবান বলে ; সেই পরমাত্মার জ্ঞান যাহাদ্বারা যথার্থরূপে জানা যায়, তাহাই প্রকৃত জ্ঞান। তাহা হইতে স্বতন্ত্র জ্ঞানই ত্রয়ীময়ী অপরা-বিদ্যা। উল্লিখিত রূপোপন্যাস যে পরমাত্মারই, তাহা এই প্রকরণ হইতে জানা যায়।

বৈশ্বানরঃ সাধারণ-শব্দবিশেষাৎ ॥ ২৫ ॥ স্মর্য্যমান-মনুমানং স্যাদিতি ॥ ২৬ ॥ শব্দাদিভ্যোঽন্তঃপ্রতিষ্ঠানাচ্চ নেতি তথা দৃষ্ট্যুপদেশাদসম্ভবাৎ পুরুষবিধমপি চৈনম-ধীয়তে ॥ ২৭ ॥ অতএব ন দেবতা ভূতঞ্চ ॥২৮॥

বৈশ্বানর-শব্দ সাধারণার্থে ব্যবহৃত হইলেও ছান্দোগ্যোক্ত স্বর্গ তাঁহার মস্তক ইত্যাদি শব্দসকল বৈশ্বানরের বিশেষণ-রূপে প্রযোজিত হওয়ায় একমাত্র বিষ্ণুকেই বৈশ্বানর-শব্দে প্রতিপাদন করিতেছে। আবার— যেমন অগ্নিতে ঈষিকাতৃণ ও তূলা নিক্ষিপ্তমাত্র দগ্ধ হইয়া যায়, তদ্রূপ বৈশ্বানরের উপাসনা করিলে সমুদয় পাপ ভস্মীভূত হইয়া থাকে ইত্যাদি শ্রবণহেতু বৈশ্বানর-শব্দে বিষ্ণু ব্যতীত অন্যকে উদ্দেশ করে না। বিশ্ব শব্দে সমুদয়, আর নরশব্দে সৃষ্ট পদার্থ; এই উভয় পদে বহুব্রীহি সমাস করিয়া বৈশ্বানর-অর্থাৎ সমুদয় সৃষ্ট পদার্থ যাঁহার। এইজন্য বিষ্ণুই উহার

বাচ্য। স্মৃতিতেও—আমি বৈশ্বানররূপে প্রাণিগণের দেহ আশ্রয় করিয়া আছি,—উক্তিহেতু বিষ্ণুই বোধ্য। পূর্ব্বোল্লিখিতবাক্যে জাঠরাগ্নি গৃহীত হইলে তিনি সকলের অন্তরে প্রতিষ্ঠিত, এই বাক্যের সার্থকতা থাকে না এবং স্বর্গ তাঁহার মস্তক ইত্যাদি বিশেষণর সম্ভব হয় না। অতএব বৈশ্বানর-শব্দে অগ্নিদেবতা বা মহাভূত অগ্নি নহে।

সাক্ষাদপ্যবিরোধং জৈমিনিঃ ।২৯॥ অভিব্যক্তেরিত্যাশ্মরথ্যঃ ॥৩০॥ অনুস্মৃতেরিতি বাদরিঃ ।৩১॥ সম্পত্তেরিতি জৈমিনিস্তথা হি দর্শয়তি ।৩২॥ আমনন্তি চৈনমস্মিন্॥৩৩॥

জৈমিনি বলেন—অগ্নি-শব্দে সাক্ষাৎ বিষ্ণুই অবিরোধে প্রতীত হইয়া থাকেন। আশ্মরথ্য বলেন - যাঁহারা তাঁহাকে প্রাদেশমাত্ররূপে ধ্যান করেন, সেই উপাসকদিগের নিকট তিনি অভিব্যক্ত হন। বাদরি বলেন—প্রাদেশ মাত্র পরিমিত হৃদয়পদ্মে এই পরমাত্মাকে অনুসরণ করা যায়। জৈমিনি নির্দ্দেশ করেন - বিভু বিষ্ণু নিজ অচিন্ত্যশক্তি-বলেই প্রাদেশমাত্র স্থান-পরিমিতরূপে হৃৎপদ্মে অধিষ্ঠিত থাকিতে পারেন। অথর্ব্ববেদের উপাসকগণও পরমাত্মার এই অচিন্ত্যশক্তির কথা বর্ণন করেন-- আমি হস্তপদাদি রহিত হইয়াও অচিন্ত্যশক্তি। স্মৃতিতেও আত্মা ঈশ্বর অতর্ক্য সহস্রশক্তিবিশিষ্ট বলিয়া উক্ত।

—০—

দ্যুভ্বাদ্যায়তনং স্বশব্দাৎ ॥১॥ মুক্তোপসৃপ্য ব্যপদেশাৎ ॥ ২ ॥ নানুমানমতচ্ছব্দাৎ ॥ ৩ ॥ প্রাণভৃচ্চ ॥৪॥ ভেদব্য-পদেশাচ্চ ॥৫॥ প্রকরণাৎ ॥৬॥ স্থিত্যদনাভ্যাঞ্চ ॥৭॥

মুণ্ডকে উক্ত হইয়াছে—"যে পরমাত্মাতে স্বর্গ, পৃথিবী, আকাশ, মন ও প্রাণ নিহিত, তাঁহাকেই সর্ব্বপ্রাণের আত্মা বলিয়া জান, অন্য বাক্য পরিত্যাগ কর। তিনিই অমৃতের সেতু।" এখানে আত্মশব্দের প্রয়োগ থাকায় অন্য অর্থ হইতে পারে না। সেতু-শব্দে বিধারণ শক্তি। সুতরাং ব্রহ্মই জগদা-ধার। ঐ আত্মাকে মুক্ত পুরুষগণই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, শাস্ত্রে এইরূপ উল্লেখ থাকায় ব্রহ্মই আত্মশব্দের বোধ্য। সাংখ্যমতে অচেতন প্রধান আধাররূপে অনুমিত হইতে পারে না। প্রাণধারী জীব চেতন পদার্থ হইলেও স্বর্গাদির আধার হইতে পারে না। পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার ভেদ উল্লেখ থাকায় জীব আধার বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না। এই প্রকরণে পরমাত্মাই উদ্দিষ্ট বলিয়া অন্য বস্তু লক্ষিত হইতে পারে না। "দ্বা সুপর্ণা" শ্লোকে জীবাত্মার পরমাত্মা-সহ অবস্থান ও জীব কর্ম্মফলভোক্তা বলিয়া পরমাত্মা হইতে স্বতন্ত্র হওয়ায় আধার হইতে পারে না।

ভূমাসংপ্রসাদাদধ্যুপদেশাৎ ॥ ৮ ॥

পরমাত্মা সংপ্রসাদ অর্থাৎ সুষুপ্তির অতীত তুরীয় বলিয়া তিনিই ভূমা বলিয়া কীর্ত্তিত। ছান্দোগ্যে নারদের

প্রতি সনৎকুমারের উক্তি - ভূমা পুরুষ হরিই একমাত্র জানিবার বিষয়। যাঁহাকে অনুভব করিলে আর কিছুই দেখিতে, শুনিতে বা জানিতে হয় না, তিনিই ভূমা। তদিতর বস্তুর নাম অল্প।

ধর্ম্মোপপত্তেশ্চ ॥ ৯ ॥

ভূমা পুরুষের যে সকল ধর্ম্ম শ্রবণ করা যায়, তাহা বিষ্ণু ভিন্ন অন্যত্র সঙ্গতি হয় না।

অক্ষরমম্বরান্তধৃতেঃ ॥ ১০ ॥

বৃহদারণ্যকে প্রশ্ন—এই আকাশ কাহাতে ওতঃপ্রোত? উত্তর—অক্ষরে ওতঃপ্রোত। তিনি স্থূল নহেন, অণু নহেন, হ্রস্ব নহেন, দীর্ঘও নহেন, লোহিত নহেন, স্নেহ নহেন, অচ্ছায়ও নহেন। এখানে 'অক্ষর' অর্থে প্রকৃতি বা জীব নহে, সদা একরস ব্রহ্মই বোধ্য।

যদি বলা যায়, প্রকৃতি—আকাশ প্রভৃতির কারণ। সুতরাং প্রকৃতিই অক্ষর। পুনশ্চ জীবও ভোগ্যাদি অচিদ্ বস্তুর আশ্রয় বলিয়া জীবকেও অক্ষর বলা যায়। তদুত্তরে ১১শ সূত্রের অবতারণা—

সা চ প্রশাসনাৎ ॥ ১১ ॥

শ্রুতিতে—এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি দ্যাবা-পৃথিবী বিধৃতে তিষ্ঠতঃ। এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠতঃ। এখানে এই অক্ষর

বস্তুর আজ্ঞায় স্বর্গ ও পৃথিবী এবং সূর্য্য ও চন্দ্র বিধৃত হইয়া আছে। এই যে আজ্ঞার কথা, তাহা ব্রহ্মেই সম্ভব। প্রকৃতি জড়স্বভাব বশতঃ এবং জীবের বদ্ধ ও মুক্ত অবস্থা বর্ত্তমান হেতু উহাদের আজ্ঞাতে এসকলের ধারণ সম্ভব হয় না।

অন্যভাবব্যাবৃত্তেশ্চ ॥ ১২ ॥

শ্রুতিতে বলিয়াছেন—হে গার্গি, এই অক্ষরকে কেহ দেখিতে পায় না, কিন্তু ইনি সকলকেই দেখিতে পান। ইহাঁকে কেহ শুনিতে পায় না, ইনি সকলকে শুনিতে পান ইত্যাদি বাক্যে ব্রহ্ম ভিন্ন অন্যভাব অর্থাৎ অচেতন প্রধান বা জীবকে ধারণা সঙ্গত হয় না।

প্রশ্নোপনিষদে পিপ্পলাদ নামক আচার্য্য সত্যকাম কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া বলিয়াছিলেন—যিনি ওঁকার, তিনি পর ও অপর ব্রহ্ম। ওঁকারকে জানিলে পর ও অপরমধ্যে একতরকে পাওয়া যায়। পরশব্দে নারায়ণ, অপর শব্দে ব্রহ্মা। এখানে ধ্যাতব্য বস্তু কি? তদুত্তর

ঈক্ষতি কর্ম্মব্যপদেশাৎ সঃ ॥১৩॥ দহর উত্তরেভ্যঃ ॥১৪॥ গতিশব্দাভ্যাং তথা দৃষ্টং লিঙ্গঞ্চ ॥১৫॥ ধৃতেশ্চ মহিম্নোঽস্যাস্মিন্নুপলব্ধেঃ ॥ ১৬ ॥ প্রসিদ্ধেশ্চ ॥ ১৭ ॥

সেই পুরুষোত্তম নারায়ণই ধ্যাতব্য বস্তু, ব্রহ্মা নহেন। শ্রুতি বলিয়াছেন, বিদ্বান্ ব্যক্তি ওঁকার দ্বারা সেই

পরমাত্মাকেই লাভ করেন। তাঁহার জরা নাই, মৃত্যু নাই, ভয় নাই ইত্যাদি।

ছান্দোগ্যে বলিয়াছেন—এই ব্রহ্মপুরে হৃদয়পদ্ম মধ্যে যে দহরাকাশ আছে, তাহার অন্তরস্থিত বস্তুকে অন্বেষণ ও জিজ্ঞাসা করিবে। এখানে দহর-শব্দে কি ভূতাকাশ, না জীব অথবা পরব্রহ্ম? উত্তর—উল্লিখিত মন্ত্রের পরবর্ত্তি-শব্দের দ্বারা ব্রহ্মই বোধ্য অর্থাৎ বাক্যশেষে সর্ব্বাধারত্ব ও অপহতপাপত্ব প্রভৃতি শব্দের উল্লেখ থাকায় উহা ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য বস্তুর বোধক হইতে পারে না। যাহারা ভূতত্ত্ব-বিদ্যায় অনভিজ্ঞ, তাহারা যেমন পৃথিবীতে ভ্রমণ করিয়াও আকর মধ্যে স্বর্ণাদির অবস্থান বুঝিতে পারে না, তদ্রূপ মায়াচ্ছন্ন লোকসকল প্রতিদিন সুষুপ্তিতে ব্রহ্মলোকে গমন করিলেও ব্রহ্মকে জানিতে পারে না। শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে,—হে শ্বেতকেতো, জীব সুষুপ্তি-সময়ে দহর ব্রহ্মে লীন হয়, অতএব দহর-শব্দে বিষ্ণুলোকই বোধ্য। সত্য-লোকে জীবের প্রত্যহ গমন অসম্ভব। পুনশ্চ বলিয়াছেন,—"যিনি আত্মা, তিনি সমুদায় লোককে সেতুর ন্যায় ধারণ করিয়া থাকেন। এই বাক্যে দহরে যে বিশ্বধারণ-মহিমার কথা আছে, তদ্দারা বিষ্ণুই দহর-শব্দের বাচ্য। অতএব আকাশ শব্দে ব্রহ্মই প্রসিদ্ধ।

ইতরপরামর্শাৎ স ইতি চেন্নাসম্ভবাৎ ॥ ১৮ ॥

জীব এই শরীর হইতে সমুত্থিত হইয়া পরম জ্যোতি

লাভ করিয়া স্বস্বরূপে পরিণত হয়। ইনিই আত্মা, ইনিই অমৃত, ইনিই অভয় ব্রহ্ম ইত্যাদি। এস্থলে কি জীবই বোধ্য? এ সন্দেহের নিরসন—উপক্রমে অপহতপাপত্বাদি যে অষ্টগুণের উল্লেখ আছে, তাহা জীবে উপপন্ন হয় না।

উত্তরাচ্চেদাবির্ভাবস্বরূপস্তু ॥ ১৯ ॥

দহর-বিদ্যার পর বলিয়াছেন, এই আত্মা পাপহীন, জরাহীন, মৃত্যুহীন, শোকহীন, পিপাসাহীন ও বুভুক্ষাহীন এবং সত্যকাম ও সত্যসঙ্কল্প, তাঁহাকেই অন্বেষণ ও জিজ্ঞাসা কর ইত্যাদি বাক্যে জীবকে বুঝায় না। জীব ব্রহ্মের উপাসনা করিলে জীবে উল্লিখিত অষ্টগুণের আবির্ভাব হইতে পারে। কিন্তু সাধনদ্বারা উক্ত অষ্টগুণের আবির্ভাব হইলেও জগদ্ধারণত্ব-গুণ জীবে অসম্ভব।

অন্যার্থশ্চ পরামর্শঃ ॥ ২০ ॥

এস্থলে জীবের উল্লেখ পরমেশ্বরের জ্ঞান জন্যই।

অল্পশ্রুতেরিতি চেৎ তদুক্তম্ ॥২১॥ অনুকৃতেস্তস্য চ ॥২২॥ অপি স্মর্য্যতে ॥২৩॥ শব্দাদেব প্রমিতঃ ॥২৪॥ হৃদ্যপেক্ষয়া তু মনুষ্যাধিকারত্বাৎ ॥২৫॥

সাধনবশে আবির্ভূত-গুণাষ্টক জীব নিত্যাবির্ভূতগুণাষ্টক দহরের অনুকরণ করিয়া থাকে অর্থাৎ প্রথমে মায়াবশ জীবের স্বস্বরূপ প্রচ্ছন্ন থাকে। পরে ব্রহ্মের উপাসনা দ্বারা মায়িক আবরণ দূর হইলে পরজ্যোতির সন্নিধি লাভে উল্লিখিত গুণাষ্টকের আবির্ভাব হয়। ইহাই প্রজাপতি-

প্রোক্ত জীবের দহরের অনুকরণ। যে যাহার অনুকরণ করে, তাহাদের পরস্পর ভেদ আছে। সুতরাং অনুকরণ-কারী জীব অনুকার্য্য পরব্রহ্মের সমান নহে। শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে—নিরঞ্জন হইয়া পরম সাম্য লাভ করে। শ্রীমদ্ভগবদগীতায়ও বলিয়াছেন—"জীব এই জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া আমার সাধর্ম্ম্য লাভ করে। অতএব হৃদয়-মধ্যে অবস্থিত অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষই দহর-শব্দের বাচ্য।

বিভুবস্তুর অঙ্গুষ্ঠমাত্রত্ব কিরূপে সম্ভব ? তদুত্তর,—মনুষ্যের অঙ্গুষ্ঠমাত্র হৃদয়ে তিনি স্মর্য্যমান হইয়া থাকেন। হৃদয়ের পরিমাণানুসারে ব্রহ্মে পরিমাণের আরোপ করা হইয়াছে। শাস্ত্র নির্বিবশেষভাবে প্রবর্ত্তিত হইলেও একমাত্র মনুষ্যকে অধিকার করিয়াই তাহা উক্ত হয়। কারণ মনুষ্যগণই উপাসনায় সমর্থ বলিয়া মানুষেরই অঙ্গুষ্ঠ পরিমাণ পরমাত্মার স্বরূপ নির্দ্দিষ্ট।

যদি বলা যায়, মনুষ্যই কেবল উপাসনায় সমর্থ, তাহা হইলে দেবগণের ব্রহ্মোপাসনা সম্ভব কি না ? তদুত্তর—

তদুপর্য্যপি বাদরায়ণঃ সম্ভবাৎ ॥ ২৬ ॥ বিরোধঃ কর্ম্মনীতি চেন্নানেকপ্রতিপত্তের্দর্শনাৎ ॥ ২৭ ॥ শব্দ ইতি চেন্নাতঃ প্রভবাৎ প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাং ॥ ২৮ ॥ অতএব চ নিত্যত্বং ॥২৯॥ সমান নামরূপত্বাচ্চাবৃত্তাবপ্যবিরোধো দর্শনাৎ স্মৃতেশ্চ ॥ ৩০ ॥

দেবগণও মনুষ্যের ন্যায় শরীরবিশিষ্ট। তাঁহারাও ব্রহ্মের উপাসনা করিলে তাদৃশ গুণবিশিষ্ট হইয়া থাকেন। দেবগণের বিগ্রহ স্বীকার করিলেও বহু যজ্ঞে যুগপৎ অধিষ্ঠানের বিরোধাপত্তি হয় না। সৌভরি প্রভৃতি ঋষিগণও বহু শরীর ধারণ করিতে পারিতেন। শ্রুতিতে দেবরাজ ইন্দ্রের শতবর্ষ ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনের উল্লেখ আছে। বেদে যমকে দণ্ডপাণি ও বরুণকে পাশহস্ত বলিয়া উল্লেখ দেখা যায়। আকৃতি সকল নিত্য। বেদশব্দ নিত্য তত্তদাকৃতির বাচক। শ্রুতিস্মৃতিই এ বিষয়ের প্রমাণ। মহাপ্রলয়ের পর ব্রহ্মা বেদ-শব্দের অনুসারেই দেবাদি-বিগ্রহ সৃষ্টি করিয়া থাকেন। মহাপ্রলয়ে বেদ ও তাহার বাচ্য তত্তদাকৃতি প্রভৃতি নিত্যপদার্থসকল সশক্তিক বিরাজমান শ্রীহরিতে একীভাব প্রাপ্ত হইয়া অবস্থান করে। শ্রীহরি প্রথমে ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করিয়া বেদসকল প্রকাশপূর্ব্বক ব্রহ্মাকে তাহা প্রদান করেন। স্মৃতিতে উক্ত হইয়াছে—অতি বৃহৎ বটবৃক্ষ অতি ক্ষুদ্র বীজগর্ভে নিহিত থাকার ন্যায় প্রলয়কালে অখিলবিশ্ব বীজস্বরূপ শ্রীহরিতে অবস্থিত হয়।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য—যে বিদ্যায় দেবগণই উপাস্য, সেই বিদ্যায় তাহাদের অধিকার আছে কি না? তদুত্তর—

মধ্বাদিষ্বসম্ভবাদনধিকারং জৈমিনিঃ ॥৩১॥ জ্যোতিষি ভাবাচ্চ ॥ ৩২ ॥ ভাবন্তু বাদরায়ণোঽস্তি হি ॥ ৩৩ ॥

জৈমিনির মতে দেবগণের মধ্বাদি-বিদ্যায় অধিকার

নাই। ছান্দোগ্যে আদিত্যকে দেবগণের মধুস্বরূপে বর্ণন করিয়াছে। দ্যুলোকই ঐ মধুর আধার। আবার অন্যত্র দেবগণ জ্যোতির জ্যোতিস্বরূপ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন।

শ্রুতিতে শূদ্রকে শ্মশানতুল্য বলা হইয়াছে। তাহার নিকট বেদ অধ্যয়ন করিতে নাই। স্মৃতিতেও শূদ্রের যজ্ঞে, বেদ-অধ্যয়নে ও অগ্নিতে অধিকারাভাব বর্ণিত। এ বিষয়ে সূত্র—

শুগস্য তদনাদরশ্রবণাৎ তদাদ্রবণাৎ সূচ্যতে হি ॥ ৩৪ ॥ ক্ষত্রিয়ত্বাবগতেশ্চোত্তরত্র চৈত্ররথেন লিঙ্গাৎ ॥ ৩৫ ॥ সংস্কারপরামর্শাত্তদভাবাভিলাপাচ্চ ॥ ৩৬ ॥ তদভাবনির্দ্ধারণে চ প্রবৃত্তেঃ ॥ ৩৭ ॥ শ্রবণাধ্যয়নার্থ-প্রতিষেধাৎ স্মৃতেশ্চ ॥ ৩৮ ॥

বহু সদ্‌গুণমণ্ডিত রাজা জানশ্রুতি ব্রহ্মতেজঃসম্পন্ন রৈক্কের মহত্ত্বের কথা শুনিয়া তাঁহার নিকট আগমনপূর্ব্বক ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ প্রার্থনা করায় রৈক্ক প্রথমে রাজাকে 'শূদ্র' বলিয়া সম্বোধন করেন, পরে তাঁহাকে ব্রহ্মবিদ্যা উপদেশ করিয়াছিলেন। 'শূদ্র' সম্বোধনের হেতু রাজা রৈক্কের উৎকর্ষ শ্রবণে শোকসন্তপ্ত হইয়াছিলেন বলিয়া। কিন্তু তিনি ক্ষত্রিয় ছিলেন বলিয়াই ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার লাভ করিয়াছিলেন। জবালাপুত্র সত্যকামও উপনয়ন সংস্কারপ্রার্থী হইয়া গৌতমের নিকট অভিগমন করিলে গৌতমের জিজ্ঞাসামতে সত্যকাম অথবা তাহার জননী

তাহাদের গোত্র বর্ণনে অসমর্থ হন। কিন্তু সত্যকাম গৌতমের নিকট অকপটে সত্য কথা বর্ণন করায় গৌতম সত্যকামকে সরলতারূপ ব্রাহ্মণলক্ষণবিশিষ্ট বুঝিয়া উপনয়ন প্রদান করিয়াছিলেন।

আজকাল ব্রহ্মবিদ্যা উপদেশের যে সকল অভিনয় চলিতেছে, তাহাতে সংস্কারাদির বালাই নাই। পঞ্চসংস্কার-সম্পন্ন না হইলে ব্রহ্মবিদ্যা অর্থাৎ দীক্ষার অসম্পূর্ণতা থাকিয়া যায়। এজন্যই গৌড়ীয়াচার্য্যভাস্কর শ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর দীক্ষায় দ্বিজত্বলক্ষণবিশিষ্ট ব্যক্তির পঞ্চসংস্কারের প্রচলন করিয়াছেন।

প্রথম অধ্যায়—চতুর্থ পাদ

কঠে উক্ত হইয়াছে,—বিষয়সকল হইতে ইন্দ্রিয় শ্রেষ্ঠ, তাহা হইতে মন, মন হইতে বুদ্ধি, বুদ্ধি অপেক্ষা মহান্, তাহা হইতে অব্যক্ত, অব্যক্ত হইতে পুরুষ শ্রেষ্ঠ। পুরুষ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কিছুই নাই। এখানে 'অব্যক্ত' শব্দে কি প্রধান অথবা শরীর লক্ষিত? তদুত্তর—

আনুমানিকমপ্যেকেষামিতি চেন্ন শরীররূপকবিন্যস্ত-গৃহীতের্দশয়তি চ ॥১॥ সূক্ষ্মন্তু তদর্হত্বাৎ ॥২॥ তদধীনত্বাদর্থবৎ ॥৩॥ জ্ঞেয়ত্বাবচনাচ্চ ॥৪॥ বদতীতি চেন্ন প্রাজ্ঞো হি প্রকর-ণাৎ ॥৫॥ ত্রয়াণামেব চৈবমুপন্যাসঃ প্রশ্নশ্চ ॥৬॥ মহদ্বচ্চ ॥৭॥

চমসবদবিশেষাৎ ।৮॥ জ্যোতিরুপক্রমা তু তথা হ্যধীয়ত একে ।৯॥ কল্পনোপদেশাচ্চ মধ্বাদিবদবিরোধঃ ।১০॥

শ্বেতাশ্বতরে—অজাকে আত্মীয়া-জ্ঞানে জীব তদ্‌গত সুখ-দুঃখ ভোগ করেন। এই অজা বহু প্রজা সৃষ্টি করিয়া থাকেন ইত্যাদি উক্তিতে অজা অর্থে প্রকৃতিকে বোধ করাইবার কোন হেতু নাই। যেমন চমস-শব্দে মধ্যে গর্ত্তবিশিষ্ট যজ্ঞীয় ভোজনপাত্র-বিশেষই বোধ হইয়া থাকে, কোন বিশেষ চমসকে বোধ করায় না, তদ্রূপ এই মন্ত্রস্থ অজা শব্দে প্রকৃতিকে বোধ করাইতে পারে না। প্রকৃতির স্বতন্ত্র সৃষ্টিযোগ্যতা নাই। জ্যোতিঃ শব্দে জ্যোতিঃপদার্থের প্রকাশক ব্রহ্মের বোধ হওয়ার ন্যায় অজা শব্দে ব্রহ্মেরই শক্তিকে বোধ করাইয়া থাকে, কিন্তু প্রধান নহে। ব্রহ্ম হইতেই প্রধানের উৎপত্তি। পরমেশ্বরের তমঃশব্দবাচ্যা সূক্ষ্ম নিত্যশক্তি বিদ্যমান। আদিত্য কারণাবস্থায় একীভূত রূপে এবং কার্য্যাবস্থায় বসু প্রভৃতি দেবগণের ভোগ্য মধুরূপে কল্পিত হইলেও কোন বিরোধ হয় না। এখানেও তদ্রূপ।

ন সংখ্যোপসংগ্রহাদপি নানাভাবাদতিরেকাচ্চ ॥ ১১ ॥ প্রাণাদয়ো বাক্যশেষাৎ ॥ ১২ ॥ জ্যোতিষৈকেষাম-সত্যন্নে ॥ ১৩ ॥

বৃহদারণ্যকে লিখিত আছে, যাঁহাতে পঞ্চপঞ্চজন ও আকাশ প্রতিষ্ঠিত, তিনিই আত্মা। এস্থলে পঞ্চপঞ্চ শব্দ দ্বারা পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব বুঝায় না। বাক্যশেষে প্রাণের প্রাণ,

চক্ষুর চক্ষু, শ্রোত্রের শ্রোত্র, অন্নের অন্ন ও মনের মন ইত্যাদি বিধানে প্রাণাদি পঞ্চপদার্থই বুঝিতে হইবে। কেহ কেহ অন্ন শব্দ স্বীকার না করিলে তথায় জ্যোতিঃশব্দই বোধ্য।

কারণত্বেণ চাকাশাদিষু যথাব্যপদিষ্টোক্তেঃ ॥ ১৪ ॥ সমাকর্ষাৎ ॥ ১৫ ॥

আত্মা হইতেই আকাশ উৎপন্ন—এই স্থলে ব্রহ্মই বোধ্য। "তিনি কামনা করিলেন", 'ইহা অসৎ", "আদিত্য ব্রহ্ম" ইত্যাদি স্থানে সমাকর্ষণহেতু সমস্ত বাক্যই ব্রহ্মপর।

জগদ্বাচিত্বাৎ ॥ ১৬ ॥ জীবমুখ্যপ্রাণলিঙ্গান্নেতি চেত্তদ্ ব্যাখ্যাতম্ ॥ ১৭ ॥ অন্যার্থন্তু জৈমিনিঃ প্রশ্নব্যাখ্যানাভ্যামপি চৈবমেকে ॥ ১৮ ॥

কৌষীতকী ব্রাহ্মণে উল্লিখিত হইয়াছে—বলাকার পুত্র আদিত্যাদি ষোড়শ পুরুষকে যথাক্রমে ব্রহ্মরূপে নির্দ্দেশ করিলে অজাতশত্রু নামক রাজা বলেন—ষোড়শ পুরুষের যিনি কর্ত্তা এবং সমুদায় জগৎ যাঁহার কার্য্য, সেই পরমকারণ সর্ব্বেশ্বরই একমাত্র বেদ্য। ইন্দ্র-প্রতর্দ্দন উপাখ্যানে জীব ও মুখ্যপ্রাণাদির ব্রহ্মপরত্ব ব্যাখ্যাত হইয়াছে। জৈমিনির মতে—কোথায় এই আত্মা, কে এই পুরুষ শয়ন করিয়া আছেন, কোথা হইতে ইহা আসিল ইত্যাদির উত্তরে আত্মা, হইতেই প্রাণ, প্রাণ হইতে দেবগণ, দেবগণ হইতে লোকসকল প্রতিষ্ঠিত। এখানে প্রাণ-শব্দে পরমাত্মা। কারণ তিনিই সুষুপ্তির আধার। সুতরাং পরমাত্মাই বেদ্য।

বাক্যান্বয়াৎ ॥১৯॥ প্রতিজ্ঞাসিদ্ধেলিঙ্গমাশ্মরথ্যঃ ॥২০॥ উৎক্রমিষ্যত এবংভাবাদিত্যৌড়ুলোমিঃ ॥২১॥ অবস্থিতেরিতি কাশকৃৎস্নঃ ॥২২॥

যাজ্ঞবল্ক্য নিজ পত্নীর নিকট বলিয়াছিলেন, "অরে! পতির অভিলাষ পূরণের জন্য পতি প্রিয় হন না, আত্মার সুখের জন্যই পতি প্রিয় হন"। এই প্রকার আরম্ভ করিয়া সর্ব্বশেষে বলেন—"সর্ব্ব অভিলাষ পূরণের জন্য সকলে প্রিয় হয় না, কিন্তু আত্মারই সুখের জন্য সকলে প্রিয় হইয়া থাকে। আত্মারই দর্শন করিবে, শ্রবণ করিবে, মনন করিবে ও নিদিধ্যাসন করিবে। আত্মারই শ্রবণ, দর্শন, মনন ও বিজ্ঞানদ্বারা সকলবস্তু বিদিত হয়।" ইত্যাদি বাক্যদ্বারা আত্মাশব্দে পরমাত্মাই বোধ্য। আশ্মরথ্য বলেন, আত্মাকে জানিলে সমুদায় জানা যায়, এই প্রতিজ্ঞা আত্মার পরমাত্মসিদ্ধিই ব্যক্ত করে। ঔড়ুলোমি বলেন, যে ব্যক্তি সাধনসম্পন্ন এবং যাঁহার পরমাত্মপ্রাপ্তি হইয়াছে, তিনিই সর্ব্বপ্রিয় হন। কাশকৃৎস্নের মত—ব্রহ্ম সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া বিরাজিত।

প্রকৃতিশ্চ প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তানুপরোধাৎ ॥ ২৩ ॥ অভিধ্যোপদেশাচ্চ ॥ ২৪ ॥ সাক্ষাচ্চোভয়াম্নানাৎ ॥ ২৫ ॥ আত্মকৃতেঃ পরিণামাৎ ॥ ২৬ ॥ যোনিশ্চ হি গীয়তে ॥২৭॥ এতেন সর্ব্বে ব্যাখ্যাতা ব্যাখ্যাতাঃ ॥ ২৮ ॥

ব্রহ্মই জগতের প্রকৃতি অর্থাৎ উপাদান। শ্রৌতবাণী ও

দৃষ্টান্তদ্বারা ইহাই বুঝা যায়। উদ্দালক নিজপুত্র শ্বেত-কেতুকে বলিয়াছিলেন,—হে পুত্র, যাঁহাকে শ্রবণ করিলে সমস্ত অশ্রুতও শ্রুত হয়, যাঁহাকে জ্ঞাত হইলে সমুদায় অজ্ঞাতও জ্ঞাত হয়, যাঁহাকে মনন করিলে সমস্ত অমত মনন করা যায়, সেই পরমাত্মাকে জিজ্ঞাসা কর। এইসকল বাক্যে এক বিজ্ঞানদ্বারা সর্ব্ববিজ্ঞান প্রতিজ্ঞা শ্রুত হয়। সংকল্প ও বহুস্রষ্ট্ত্বের উপদেশদ্বারাও ইহাই প্রতিপাদিত। মনীষিগণ মনে মনে জিজ্ঞাসা করিলেন, সেই বৃক্ষ কি, যাহা হইতে স্বর্গ ও পৃথিবী নির্ম্মিত? তাহার আধারভূত বনই বা কি, যাহাতে সেই বৃক্ষ ভুবনসকল ধারণ করিয়া অধিষ্ঠিত? ইত্যাদি প্রশ্নে অলৌকিক বস্তুত্ব বশতঃ সেই বৃক্ষ ও তাহার আধারভূত বন উভয়ই ব্রহ্ম এইরূপ উক্ত হইয়াছে। এজন্য তিনি নিমিত্ত ও উপাদান উভয়স্বরূপ। তিনি কামনা করিয়া স্বয়ং আপনাকেই কার্য্যরূপে নির্ম্মাণ করেন। তিনিই সকলের ঈশ্বর ও যোনি অর্থাৎ উৎপত্তির স্থল বলিয়াও কীর্ত্তিত। এই প্রকার সমন্বয়দ্বারা সকল শব্দ একমাত্র ব্রহ্মেরই বাচক, ইহা ব্যাখ্যাত হইল। ভাল্লবেয় শ্রুতিতে সকল নামকে শ্রীকৃষ্ণের নাম বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। হরাদি শব্দের অর্থ—যিনি হরণ করেন, তিনি হর। রুজ্ অর্থাৎ সংসার পীড়ার অপনয়ন করেন বলিয়া রুদ্র। শিব-শব্দে মঙ্গলাত্মক। প্রধান-শব্দে সকলের প্রধান। জীব-শব্দে সকলের জীবনদানকারী। ব্রহ্মাণ্ড

পুরাণেও উক্ত হইয়াছে—রুজ্ দ্রবণ করেন বলিয়া তিনি রুদ্র। সকলের ঈশ বলিয়া ঈশান, সকলের অপেক্ষা মহান্ বলিয়া তিনি মহাদেব। সর্ব্বসুখময় বলিয়া শিব। সকলের সংরোধন করেন বলিয়া হর। বিশ্বকে সৃষ্টি করিয়া তাহাতে বাস করেন বলিয়া কৃত্তিবাস। বিরেচন বশতঃ বিরিঞ্চি। বৃংহণবশতঃ ব্রহ্মা, ঐশ্বর্য্যবশতঃ ইন্দ্র। এইরূপ নানাবিধ শব্দে একমাত্র ত্রিবিক্রম সমুদায় বেদ ও পুরাণে গীত হইয়াছেন।

(রুজং দ্রাবয়তে যস্মাদ্রুদ্রস্তস্মাজ্জনার্দ্দনঃ।
ঈশনাদেব চেশানো মহাদেবো মহত্ততঃ॥
পিবন্তি যে নরা নাকং মুক্তাঃ সংসারসাগরাৎ।
গদাধরো যতো বিষ্ণুঃ পিণাকীতি ততঃ স্মৃতঃ॥
শিবঃ সুখাত্মকত্বেন সর্ব্বসংরোধনাদ্ধরঃ।
কৃত্বাত্মকমিদং বিশ্বং যতোবাস্তে প্রবর্ত্তয়ন্॥
কৃত্তিবাসস্ততো দেবো বিরিঞ্চিশ্চ বিরেচনাৎ।
বৃংহণাদ্‌ব্রহ্ম নামাসৌ ঐশ্বর্য্যাদিন্দ্র উচ্যতে॥
এবং নানাবিধৈঃ শব্দৈরেক এব ত্রিবিক্রমঃ।
বেদেষু সুপুরাণেষু গীয়তে পুরুষোত্তমঃ॥)

স্কন্দ পুরাণেও উক্ত হইয়াছে—পুরুষোত্তম কেশব রুদ্রাদিকে শ্রীনারায়ণাদি নাম ব্যতীত নিজ অন্যান্য নাম প্রদান করেন। ত্র্যম্বক, হর, চতুর্ম্মুখ, শতানন্দ, পদ্মভূ, উগ্র, ভস্মধর, নগ্ন, কাপালী ইত্যাদি নামসকল প্রদান করেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

(প্রথম পাদ)

পূর্ব্বাধ্যায়ে ব্রহ্মে সমন্বয় প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা সাংখ্যস্মৃতিদ্বারা বাধিত হইতে পারে কিনা তদুত্তরে উক্তি—

স্মৃত্যনবকাশদোষপ্রসঙ্গ ইতি চেন্নান্যস্মৃত্যনবকাশদোষ-প্রসঙ্গাৎ ॥ ১ ॥

অনবকাশ অর্থে বিষয়শূন্যতা। বেদান্তে সাংখ্যস্মৃতির নির্ব্বিষয়তারূপ দোষের আপত্তি দৃষ্ট হয়। সাংখ্যমতে ত্রিবিধ দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তিই পরমপুরুষার্থ বলিয়া উক্ত। কিন্তু তাহাদের তাৎকালিক নিবৃত্তির উপায় থাকিলেও আত্যন্তিক নাশ অসম্ভব। জন্মমৃত্যু থাকিলেই ত্রিতাপ অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু ভগবান শ্রীচৈতন্যদেবের উক্তি—

কৃষ্ণ বহির্ম্মুখ হঞা ভোগ বাঞ্ছা করে।
নিকটস্থ মায়া তারে জাপটিয়া ধরে।
আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয় তারে জারি মারে॥
পিশাচী পাইলে যেন মতিচ্ছন্ন হয়।
মায়াগ্রস্ত জীবের হয় সে ভাব উদয়॥
ভ্রমিতে ভ্রমিতে যদি সাধু বৈদ্য পায়।
তার উপদেশমন্ত্রে পিশাচী পলায়।
কৃষ্ণভক্তি পায় তবে কৃষ্ণ নিকটে যায়॥

অর্থাৎ কৃষ্ণভক্তি দ্বারা ভগবৎপ্রাপ্তি হইলেই উক্ত দুঃখ সকলের আত্যন্তিক নিবৃত্তি সম্ভব।

সাংখ্যে অচেতন প্রধানই জগৎকর্ত্তা বলিয়া উক্ত। উহা অচেতন হইলেও বৎসের পালনার্থ ক্ষীরবৎ কার্য্য করার ন্যায় পুরুষের মোক্ষার্থ প্রবৃত্ত হয়। এই স্মৃতির অনুকূল অর্থ স্বীকার করিলে মনু প্রভৃতি স্মৃতিতে ব্রহ্মের কারণত্ব-উক্তি ব্যর্থ হইয়া পড়ে। অতএব উহা শ্রুতিস্মৃতিবিরুদ্ধ বলিয়া অনাপ্ত ও অগ্রাহ্য।

ইতরেষাঞ্চানুপলব্ধেঃ ॥ ২ ॥ এতেন যোগঃ প্রত্যুক্তঃ ॥ ৩ ॥ ন বিলক্ষণত্বাদস্য তথাত্বঞ্চ ॥ ৪ শব্দাৎ ॥ অভিমানি-ব্যপদেশস্তু বিশেষানুগতিভ্যাম্ ॥ ৫ ॥ দৃশ্যতে তু ॥ ৬ ॥ অসদিতি চেন্ন প্রতিষেধমাত্রাৎ ॥ ৭ ॥ অপীতৌ তদ্বৎ প্রসঙ্গাদসমঞ্জসম্ ॥ ৮ ॥ ন তু দৃষ্টান্তভাবাৎ ॥ ৯ ॥ স্বপক্ষ-দোষাচ্চ ॥ ১০ ॥ তর্কাপ্রতিষ্ঠানাদপ্যন্যথানুমেয়মিতি চেদেবমপ্যবিমোক্ষপ্রসঙ্গঃ ॥ ১১ ॥

সাংখ্য-মত সকলের বেদে অনুপলম্ভহেতু ঐ সকল আপ্তবাক্য নহে। এতদ্বারা যোগস্মৃতিও প্রত্যাখ্যাত হই-য়াছে। সাংখ্যাদি স্মৃতির ন্যায় বেদের অনাপ্তত্ব প্রমাণিত হয় না। সাংখ্যাদি স্মৃতি ভ্রমপ্রমাদাদি-দোষদুষ্ট, কিন্তু বেদ অপৌরুষেয় বলিয়া উক্ত দোষচতুষ্টয়মুক্ত। শব্দ হইতেই বেদের নিত্যতা অবগত হওয়া যায়। ব্রহ্মই জগৎকারণ,

প্রধান জগৎকারণ হওয়া অসঙ্গত। বিকারী জগতের উপাদান কারণ হইলেও ব্রহ্মে বিকারাপত্তি হয় না। "অবিচিন্ত্য শক্তিযুক্ত শ্রীভগবান্। ইচ্ছায় জগৎরূপে পায় পরিণাম॥ নানা রত্নরাশি হয় চিন্তামণি হৈতে। তথাপি মণি রহে স্বরূপে অবিকৃতে॥ প্রাকৃত বস্তুতে যদি অচিন্ত্য-শক্তি হয়। ঈশ্বরের অচিন্ত্যশক্তি ইথে কি বিস্ময়॥" (চৈঃ চঃ আ ৭ম পঃ)। তর্কের প্রতিষ্ঠা নাই। সুতরাং তর্কের প্রতি অনাদর করিয়া উপনিষদুক্ত ব্রহ্মোপাদানতাই স্বীকার্য্য।

এতেন শিষ্টা পরিগ্রহা অপি ব্যাখ্যাতা ॥ ১২ ॥

এতদ্বারা কণাদ ও অক্ষপাদাদি বেদপ্রতিকূল স্মৃতিও নিরস্ত হইয়াছে।

ভোক্ত্রাপত্তেরবিভাগশ্চেৎ ॥ ১৩ ॥

পুনরায় আশঙ্কা হইতেছে—উপাদান ব্রহ্ম সূক্ষ্মশক্তি-বিশিষ্ট, কিন্তু উপাদেয় জগৎ স্থূলশক্তিসম্পন্ন, ইহা ব্যক্ত কি অব্যক্ত? তদুত্তর ভোক্তা জীবের সহিত ব্রহ্মের ঐক্যাপত্তি-বশতঃ পৃথগ্‌ভূততা লক্ষিত হয়। দণ্ডী পুরুষ হইতে দণ্ডের ভেদ-দর্শনের ন্যায় শক্তিশালী ব্রহ্মের শক্তি হইতে ভেদ দৃষ্ট হইয়া থাকে। তাহাতে কোন ক্ষতি নাই।

তদনন্যত্বমারম্ভণশব্দাদিভ্যঃ ॥ ১৪ ॥ ভাবে চোপলব্ধেঃ ॥ ১৫ ॥ সত্ত্বাচ্চাবরস্য ॥ ১৬ ॥ অসদ্ব্যপদেশান্নেতি চেন্ন

ধর্ম্মান্তরেণ বাক্যশেষাৎ ॥ ১৭ ॥ যুক্তেঃ শব্দান্তরাচ্চ ॥১৮॥ পটবচ্চ ॥ ১৯ ॥ যথা চ প্রাণাদি ॥ ২০ ॥

উপাদেয় জগৎ উপাদান ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ নহে। ঘট-মুকুটাদি উপাদেয়ভাবে মৃৎ-স্বর্ণাদি উপাদানের উপলব্ধি হইয়া থাকে। অবর উপাদেয়ের অভিব্যক্তির পূর্ব্বে উপাদানে তাদাত্ম্যভাবে সত্তা দৃষ্ট হয়। উপাদানে উপাদেয়ের অবস্থান অযুক্ত—এ কথাও বলা যায় না। সৃষ্টির পূর্ব্বে জগৎ সূক্ষ্মরূপে ব্রহ্মে অবস্থিত ছিল। উপাদান ও উপাদেয় ভাবে সংস্থিত একই বস্তুর দুই অবস্থা সৎ ও অসৎ শব্দে বোধিত হয়। ঐ অসত্তাই ধর্ম্মান্তর, তাহা যুক্তি ও শব্দান্তর দ্বারা বুঝা যায়। যেমন পট প্রস্তুত হইবার পূর্ব্বে সূত্ররূপে অবস্থান করে। ওতপ্রোতরূপে গ্রথিত সূত্র হইতেই উহার অভিব্যক্তি হয়, তদ্রূপ জগৎ প্রপঞ্চ সূক্ষ্ম শক্তিমান্ ব্রহ্মে সংস্থিত থাকে। ব্রহ্মের সিসৃক্ষা হইলে উহা অভিব্যক্ত হয়। যেমন প্রাণ-অপানাদি মুখ্য প্রাণরূপে বিদ্যমান থাকিয়া প্রবৃত্তিকালে স্ব-স্বরূপে অভিব্যক্ত হয়, তদ্রূপ জগৎ প্রপঞ্চ প্রলয়ে ব্রহ্মে অবস্থিত থাকিলেও সৃষ্টিকালে প্রধান মহদাদিরূপে প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে।

ইতরব্যপদেশাদ্ধিতাকরণাদিদোষপ্রসক্তিঃ ॥ ২১ ॥ অধিকন্তু ভেদনির্দ্দেশাৎ ॥ ২২ ॥ অশ্মাদিবচ্চ তদনুপপত্তিঃ ॥ ২৩ ॥

জীবের সৃষ্টিকর্ত্তৃত্ব স্বীকার করা যায় না। কারণ

নিজে নিজের অহিত করিতে পারে না। কোন্ বুদ্ধিমান ব্যক্তি নিজের বন্ধনাগার নিজেই নির্ম্মাণ করে? আবার প্রধান মহৎ অহং আকাশাদি তত্ত্ব সম্পাদন করা জীবের সাধ্যায়ত্ত নহে। জীব অপেক্ষা ঈশ্বর অধিক শক্তিসম্পন্ন। ঈশ্বর ও জীবে এইরূপ ভেদই শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট। "মায়াধীশ মায়াবশ ঈশ্বরে জীবে ভেদ ॥" জীব চেতন হইলেও প্রস্তরাদির ন্যায় অস্বতন্ত্র বলিয়া তাহার স্বতঃকর্তৃত্ব অসম্ভব। জীব ঈশ্বরের অধীন। ঈশ্বরই সকলের প্রেরক।

উপসংহারদর্শনান্নেতি চেন্ন ক্ষীরবদ্ধি ॥ ২৪ ॥ দেবাদিবদপি লোকে ॥ ২৫ ॥

ঈশ্বরকে উপলব্ধি করিতে না পারিলেও ক্ষীর যেমন প্রাণ হইতেই উৎপন্ন হয় এবং দেবরাজ ইন্দ্র অদৃশ্য থাকিয়াও বর্ষণ-কার্য্য করেন, তদ্রূপ ঈশ্বর হইতেই জীবের কার্য্যোপসংহার নির্ব্বাহিত হয়। সুতরাং অনুপলব্ধি কখনই বাধক হইতে পারে না।

কৃৎস্নপ্রসক্তির্নিরবয়বত্ব-শব্দব্যাকোপো বা ॥ ২৬ ॥ শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ ॥ ২৭ ॥ আত্মনি চৈবং বিচিত্রাশ্চ হি ॥২৮॥ স্বপক্ষদোষাচ্চ ॥২৯॥ সর্ব্বোপেতা চ তদ্দর্শনাৎ ॥ ৩০ ॥ বিকরণত্বান্নেতি চেৎ তদুক্তম্ ॥ ৩১ ॥

জীবের সকল কার্য্যে সম্পূর্ণ সামর্থ্য নাই। তৃণ উত্তোলনে তাহা উপলব্ধ না হইলেও গুরুভার উত্তোলনে উহা অনুভূত হইয়া থাকে। শ্রুতিপ্রমাণেই ব্রহ্মের কর্তৃত্ব নির্দ্দিষ্ট। যেমন

কল্পতরু চিন্তামণি প্রভৃতি হইতে গজ তুরগাদি বিচিত্র সৃষ্টির উৎপত্তিবিষয় শব্দপ্রমাণেই জানা যায়, তদ্রূপ ঈশ্বর কর্ত্তৃকই দেবতির্য্যগাদি বিচিত্র সৃষ্টির কথা শ্রুতিতে প্রসিদ্ধ। প্রাকৃত ইন্দ্রিয়াদি-রহিত বলিয়া ব্রহ্মের কর্ত্তৃত্ব অসম্ভব নহে। তিনি অচিন্ত্য পরশক্তিসম্পন্ন।

ন প্রয়োজনবত্ত্বাৎ ॥ ৩২ ॥ লোকবত্তু লীলাকৈবল্যম্ ॥ ৩৩ ॥ বৈষম্য-নৈর্ঘৃণ্যে ন সাপেক্ষত্বাত্তথাহি দর্শয়তি ॥ ৩৪ ॥ ন কর্ম্মবিভাগাদিতি চেন্নানাদিত্বাৎ ॥ ৩৫ ॥ উপপদ্যতে চাভ্যুপলভ্যতে চ ॥ ৩৬ ॥ সর্ব্বধর্ম্মোপপত্তেশ্চ ॥ ৩৭ ॥

যদি বলা যায় যে, ব্রহ্ম পূর্ণকাম, অতএব তাঁহার সৃষ্ট্যাদি ব্যাপারে স্বার্থ কি? তদুত্তরে বলিতেছেন—ব্রহ্মের ঐ প্রকার প্রবৃত্তি কেবল লীলার্থই জানিতে হইবে। ব্রহ্ম সুখদুঃখভাগী প্রাণী সকলের সৃষ্টি করেন বলিয়া তাঁহাতে বৈষম্য বা নিষ্ঠুরতা-দোষের অবস্থান অসম্ভব। জীব নিজ নিজ কর্ম্মফলেই সুখদুঃখাদি ভোগ করে। প্রলয়ে কর্ম্মের বিভাগ নাই, এমন নহে; সৃষ্টিপ্রপঞ্চ অনাদি। সুতরাং জীব ও কর্ম্মের অনাদিত্ব হেতু ব্রহ্মকর্ত্তৃক কর্ম্মবিভাগের সম্ভাবনা নিরস্ত হইয়াছে। তবে ব্রহ্মের ভক্তরক্ষণ ও তদ্বাসনা-নিবারণরূপ বৈষম্য 'গুণ' বলিয়াই গণনীয়। তিনি ভক্তবৎসল। সুতরাং বিরুদ্ধাবিরুদ্ধ সমস্ত ধর্ম্মেরই অবস্থিতি অচিন্ত্য পরমেশ্বরে সম্ভব।

সাংখ্যাচার্য্য কপিলের মতে সত্ত্বরজস্তমোগুণের সাম্যাবস্থার নাম প্রকৃতি। তাহা হইতে মহত্তত্ত্ব, মহত্তত্ত্ব হইতে অহঙ্কার-তত্ত্ব, অহং হইতে পঞ্চতন্মাত্র, জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় দশটী, স্থূল ভূতপঞ্চ এবং পুরুষ একুনে পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব। মহৎ, অহঙ্কার ও পঞ্চতন্মাত্র এই ৭টী প্রকৃতির বিকার। একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ মহাভূত এই ষোড়শ বিকৃতি-পদার্থ। পুরুষ নিষ্পরিণামত্ব-হেতু প্রকৃতিও নয় বিকৃতিও নয়। সেই প্রকৃতি নিত্য বিকার-বিশিষ্টা ও অচেতনা হইলেও অনেক চেতনের ভোগ ও অপবর্গের হেতু এবং অতীন্দ্রিয়া হইলেও কার্য্যের দ্বারা অনুমিতা হয়। প্রকৃতি এক এবং বিষম গুণবতী হইয়া পরিণাম-শক্তির মহিমায় বিচিত্র জগৎ প্রসব করে। এজন্য প্রকৃতিই জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ। পুরুষ নিষ্ক্রিয়, নির্গুণ, বিভু, চৈতন্যস্বরূপ, প্রতি দেহে ভিন্ন এবং বিকার না থাকায় পুরুষে কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্বের বিরহ। এই প্রকার স্থির হইলে প্রকৃতি পুরুষের সন্নিধি মাত্রে পরস্পর ধর্ম্ম ব্যত্যয় হয় অর্থাৎ প্রকৃতিতে চৈতন্যের এবং পুরুষে কর্ত্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বের আরোপ হইয়া থাকে। অবিবেক-হেতু ভোগ, আর বিবেক-হেতু মোক্ষ। প্রকৃতিতে পুরুষের ঔদাসীন্যই মোক্ষ।

কপিলের ঐসকল মতকে ভ্রান্তিপূর্ণ দেখাইবার জন্ম ভগবান্ ব্যাসদেব বলিতেছেন—

রচনানুপপত্তেশ্চ নানুমানং ॥ ১ ॥ প্রবৃত্তেশ্চ ॥ ২ ॥ পয়োম্বুবচ্চেত্তত্রাপি ॥ ৩ ॥ ব্যতিরেকানবস্থিতেশ্চানপেক্ষত্বাৎ ॥ ৪ ॥ অন্যত্রাভাবাচ্চ ন তৃণাদিবৎ ॥ ৫ ॥ অভ্যুপগমেঽপ্যর্থাভাবাৎ ॥ ৬ ॥ পুরুষাশ্মবদিতিচেত্তথাপি ॥ ৭ ॥ অঙ্গিত্বানুপপত্তেশ্চ ॥ ৮ ॥ অন্যথানুমিতৌ চ জ্ঞ-শক্তি-বিয়োগাৎ ॥ ৯ ॥ বিপ্রতিষেধাচ্চাসমঞ্জসম্ ॥ ১০ ॥

জড়প্রধানই জগতের উপাদান ও নিমিত্ত, ইহা অনুমিত হয় না। কারণ চেতনাশ্রয় ব্যতীত জড়ের দ্বারা বিচিত্র জগৎ রচনা সিদ্ধ হয় না। চেতনের অনাশ্রয়ি ইষ্টকাদি দ্বারা গৃহনির্ম্মাণ অসম্ভব। প্রধানের সুখদুঃখাদি ধর্ম্মও সম্ভব নহে। কারণ বাহ্য ঘটাদি বস্তু সুখদুঃখাদির দ্বারা অন্বিত হয় না। সুখাদি অন্তর্ধর্ম্ম, তাহা বাহ্য বস্তুতে থাকে না। জড় চেতনকে আশ্রয় করিলে তখন তাহার প্রবৃত্তি দেখা যায়। রথচালক পুরুষ রথে অধিষ্ঠিত হইলেই রথ চলিতেছে বলা যায়। কিন্তু সারথীর অভাবে রথের চলন-প্রবৃত্তি কোথায়? পুনশ্চ, দুধ যেমন দধিতে পরিণত হয় এবং মেঘমুক্ত জল একরস হইয়াও আম্রপনসাদি ফল-বিশেষে বিভিন্ন রসে পরিণত হয়, তদ্রূপ কর্ম্মবৈচিত্র্য-হেতু প্রধানেরই দেহ-ভুবনাদিরূপে পরিণতি চেতনের অধিষ্ঠান ব্যতীত

সম্ভব হয় না। তৃণপল্লবাদি গবাদিকর্ত্তৃক ভক্ষিত হইয়া দুগ্ধাকারে পরিণত হওয়ার ন্যায় প্রধানের কার্য্য বলা যায় না। কারণ বৃষাদি-ভক্ষিত তৃণের দুগ্ধাকারে পরিণতির অসদ্ভাব হেতু তৃণাদির দুগ্ধাকারে স্বতঃ-পরিণাম বলা অসঙ্গত। তাহা হইলে প্রাঙ্গণস্থিত তৃণেরও দুগ্ধাকারে পরিণতি হইত। প্রধানের স্বাভাবিক প্রবৃত্তিতে কোন ফল দৃষ্ট হয় না। ঈশ্বরের সঙ্কল্পেই উহা সম্ভব।

কপিল সত্ত্ব, রজঃ, তমোগুণের উৎকর্ষ-অপকর্ষবশে অঙ্গাঙ্গিভাব-হেতু বিশ্বসৃষ্টি স্বীকার করেন, তাহা অসঙ্গত। কারণ গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থাই প্রধান। তাহাতে কোন একটী গুণের অঙ্গিত্ব উপযুক্ত হয় না। ঈশ্বর অসিদ্ধ—এই সূত্রে কপিল দেখাইতেছেন—ঈশ্বর স্বীকার করিলে তাঁহাকে মুক্ত বা বদ্ধ দুইএর অন্যতম স্বীকার করিতে হয়। মুক্ত বলিলে সৃষ্টি প্রবৃত্তির অভাব, আর বদ্ধ বলিলে সৃষ্টিকার্য্যে অসামর্থ্য থাকিবে। কাজেই ঈশ্বর স্বীকারের প্রয়োজন নাই; কালও কর্ত্তা হইতে পারে না। পুরুষকেও কালাদির কর্ত্তা বলা যায় না। কারণ পুরুষ চিরকালই সে বিষয়ে উদাসীন। এইমতে গুণ-বৈষম্যের হেতু সৃষ্টি হইতে পারে না। কার্য্যানুরোধে গুণ সকলের বৈচিত্র্যও অসম্ভব। ইষ্টকাদি দ্বারা গৃহনির্ম্মাণ চেতনের অধিষ্ঠান ব্যতীত সিদ্ধ হয় না। পূর্ব্ব ও উত্তরাংশে বিরোধহেতু কপিল-মত যুক্তিবিরুদ্ধ। পুরুষ শয্যাদিবৎ প্রকৃতির ভোক্তা। সুতরাং পুরুষের

ভোক্তৃত্ব স্বীকার করিয়া তাহাকে নির্বিকার, নির্ধর্ম্মক, বলা অসঙ্গত। অতঃপর তার্কিকগণের আরম্ভবাদ নিরাস করা হইতেছে।

মহদ্দীর্ঘবদ্বা হ্রস্বপারিমণ্ডলাভ্যাম্ ॥ ১১ ॥ উভয়থাপি ন কর্ম্মাতস্তদভাবঃ ॥ ১২ ॥ সমবায়াভ্যুপগমাচ্চ সাম্যাদনবস্থিতেঃ ॥ ১৩ ॥ নিত্যমেব চ ভাবাৎ ॥ ১৪ ॥ রূপাদিমত্ত্বাচ্চ বিপর্য্যয়ো দর্শনাৎ ॥১৫॥ উভয়থা চ দোষাৎ ॥১৬॥ অপরিগ্রহাচ্চাত্যন্তমনপেক্ষা ॥ ১৭ ॥

তার্কিকগণের মত—পার্থিবাদি চারি প্রকার পরমাণু নিরবয়ব, রূপাদিমান, পারিমাণ্ডল্য-পরিমাণ ও প্রলয়সময়ে অনারব্ধ কর্মস্বরূপে অবস্থিতি করে। সৃষ্টিসময়ে উহারা জীবাদৃষ্টাদি পুরঃসর দ্ব্যণুকাদিক্রমে অবয়ববিশিষ্ট স্থূলতর জগৎ-কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। উভয় পরমাণুর ক্রিয়া অদৃষ্ট-সাপেক্ষ। সেই ক্রিয়াদ্বারা পরস্পরের সংযোগ ঘটিলেই হ্রস্ব দ্ব্যণুক সঞ্জাত হয়। এখানে পরমাণুদ্বয় সমবায়িকারণ। উভয়ের সংযোগ অসমবায়িকারণ, আর উহার নিমিত্তকারণ জীবাদৃষ্ট। এইরূপে দ্ব্যণুকত্রয়ের ক্রিয়া দ্বারা মহৎত্র্যনুক সঞ্জাত হয়। এই প্রকারে স্থূল হইতে স্থূলতরের সমুৎপত্তিতে ক্রমান্বয়ে পৃথিবী, জল, তেজঃ ও বায়ু সমুৎপন্ন হইয়াছে। যৎকালে ঈশ্বর পৃথিবীকে সংহার করিতে বাসনা করেন, তৎকালে পরমাণুতে ক্রিয়াদ্বারা পরমাণুদ্বয়ের বিভাগ, তাহা হইতে সংযোগের বিয়োগ ও দ্ব্যণুকসমূহের নাশ হইলে

পৃথিব্যাদিরও ধ্বংস হয়। এস্থলে হ্রস্বদ্ব্যণুক ও পরমাণু হইতে মহৎ ও দীর্ঘ-ত্র্যণুকের সমুদ্ভব এবং ত্র্যণুক হইতে চতুরণুকের উৎপত্তি বিরুদ্ধ ভাবযুক্ত। উক্ত পরমাণুক্রিয়া কি পরমাণুগত অদৃষ্টজন্যা অথবা আত্মগত অদৃষ্টজন্যা? পরমাণুগত অদৃষ্টের পরমাণুগতত্বের অসম্ভাবনা বশতঃ উহা অযুক্ত আবার আত্ম-গত অদৃষ্টজন্য পরমাণুগত ক্রিয়ার উদ্ভবও সম্ভব হয় না। সংযুক্ত সমবায় সম্বন্ধে উক্ত ক্রিয়ার উদ্ভবও অসম্ভব। নিরবয়ব আত্মার সহিত অবয়বহীন পরমাণুসকলের সংযোগও অনুপপন্ন। সুতরাং আদ্যক্রিয়াজনক অদৃষ্ট উভয়থা অযুক্ত। ক্রিয়ার কোনরূপ নিয়ত হেতুর বিদ্যমানতা অভাবে পর-মাণুর ক্রিয়া স্বীকারও অযৌক্তিক। এদিকে আবার ক্রিয়ার অভাবে সংযোগের অভাব, তাহাতে দ্ব্যনুকাদির অভাব এবং তৎফলে সৃষ্টিরও অভাব ঘটিয়া পড়ে।

অতঃপর বৌদ্ধমত নিরাকরণ করা হইতেছে। বুদ্ধ নিজ আগমে চারি প্রকার অর্থ বর্ণন করিয়াছেন, সেই অর্থ চারিজন বুদ্ধ-শিষ্য স্ব-স্ব বাসনানুসারে গ্রহণ করিয়াছেন। তাহাদের নাম—বৈভাষিক, সৌত্রান্তিক, যোগাচার ও মাধ্যমিক। তন্মধ্যে বৈভাষিক ও সৌত্রান্তিক সিদ্ধান্তে জ্ঞান ও তদ্ভিন্ন পদার্থমাত্রই ক্ষণিক ও সত্য। বৈভাষিক ঘটাদি পদার্থকে প্রত্যক্ষ বলিয়া স্বীকার করে; আর সৌত্রান্তিকের মত—জ্ঞানটী ঘটাদি আকারে জন্মাইলে সেই আকার প্রত্যক্ষদ্বারা অপ্রত্যক্ষ ঘটাদি অনুমিত হয়। যোগাচার মতে

অর্থশূন্য বিজ্ঞানই পরমার্থ সৎ। আর বাহ্য অর্থ স্বপ্নতুল্য; সবই শূন্য—ইহা মাধ্যমিকের মত।

সমুদায় উভয়হেতুকেঽপি তদপ্রাপ্তিঃ ॥ ১৮ ॥ ইতরেতরপ্রত্যয়ত্বাদিতি চেন্নোৎপত্তিমাত্রনিমিত্তত্বাৎ ॥ ১৯ ॥ উত্তরোৎপাদে চ পূর্ব্বনিরোধাৎ ॥ ২০ ॥ অসতি প্রতিজ্ঞোপরোধো যৌগপত্যমন্যথা ॥ ২১ ॥ প্রতিসংখ্যাঽপ্রতিসংখ্যা নিরোধাপ্রাপ্তিরবিচ্ছেদাৎ ॥ ২২ ॥ উভয়থা চ দোষাৎ ॥ ২৩ ॥ আকাশে চাবিশেষাৎ ॥ ২৪ ॥ অনুস্মৃতেশ্চ ॥ ২৫ ॥ নাসতোঽদৃষ্টত্বাৎ ॥ ২৬ ॥ উদাসীনানামপি চৈবং সিদ্ধিঃ ॥ ২৭ ॥ নাভাব উপলব্ধেঃ ॥ ২৮ ॥ বৈধর্ম্ম্যাচ্চ ন স্বপ্নাদিবৎ ॥২৯॥ ন ভাবোঽনুপলব্ধেঃ ॥৩০॥ ক্ষণিকত্বাচ্চ ॥ ৩১ ॥ সর্ব্বথানুপপত্তিশ্চ ॥ ৩২ ॥

ঐ মতসকলের নিরাসার্থ কহিতেছেন—উভয় সংঘাত হেতুক উভয়বিধ সমুদায় স্বীকার করিলেও তদপ্রাপ্তি ও জগদাত্মক সমুদায়ের অসিদ্ধি হয়। কারণ সমুদায়ি বস্তুর অচেতনত্বহেতু ও অন্য স্থিরচেতন সংহন্তার অভাবহেতু এবং ভাবক্ষণিকত্ব স্বীকার জন্য ঐ সকল অসিদ্ধ হয়। আর স্বতঃসিদ্ধ প্রবৃত্তির আবির্ভাব স্বীকারে তাহার নৈরন্তর্য্যপ্রসঙ্গ হইয়া পড়ে। সুতরাং তাদৃশ কল্পনা অযৌক্তিক।

অবিদ্যাদির পরস্পরহেতুত্ব থাকায় সংঘাতের জন্ম হইতে পারে না। কারণ অবিদ্যাদির পূর্ব্ব পূর্ব্ব ভাব উত্তর উত্তর উৎপত্তিমাত্রের নিমিত্ত হইতে পারে, কিন্তু সংঘাতের

প্রতি স্থির চেতনরূপ নিমিত্ত অস্বীকার না করিলে ক্ষণিক আত্মায় ভোগের সম্ভাবনা কোথায়? আত্মস্বরূপের স্থায়িত্ব-স্বীকারে সর্ব্বক্ষণিকত্ব-প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়। সুতরাং ইহা অযুক্ত। ক্ষণভঙ্গবাদে উত্তর ক্ষণবর্ত্তি কার্য্য উৎপন্ন হইলে পূর্ব্বক্ষণবর্ত্তি কারণ নষ্ট হয়। তাহা হইলে উত্তর-ক্ষণবর্ত্তি কার্য্যের হেতুতা অসঙ্গত। অসৎ হইতে সতের উৎপত্তিও অযৌক্তিক। অসৎ উপাদানে কার্য্য উৎপন্ন হইলে বীজ-নাশের হেতু উপাদানের অসদ্রূপতা আসে। আর সকল দেশে সকল কালে অসতের সৌলভ্যহেতু সকল উৎপন্ন কার্য্যই অসৎ (মিথ্যা) হইবে। কার্য্যের অনুগত উপাদান স্বীকার করিলে ভাব-ক্ষণিকত্ব মত ভঙ্গ হয়। সুতরাং অসৎ হইতে সতের উৎপত্তি অসম্ভব।

পদার্থের বুদ্ধিপূর্ব্বক ধ্বংসের নাম প্রতিসংখ্যা নিরোধ (বর্ত্তমান ঘটকে অবর্ত্তমান করিতেছি ইত্যাকার বুদ্ধি)। ইহার বিপরীত অপ্রতিসংখ্যা নিরোধ। আবরণাভাব মাত্র আকাশ। এই তিনটী (প্রতিসংখ্যা, অপ্রতিসংখ্যা নিরোধ এবং আকাশ) নিরূপাখ্য অর্থাৎ শূন্য বা অবস্তুভূত। এই তিনটীকে শূন্য দর্শন করিলে নিজেও অভাবগ্রস্ত বোধ করিবে। কিন্তু প্রত্যক্ষতঃ শূন্য বোধ হয় না। সুতরাং নিরন্বয়-বিনাশ রক্ষা করা যায় না। বৌদ্ধমতে সংশয়হেতু অবিদ্যার নাশই মুক্তি। সেই নাশ কিরূপে হয়—সজ্জ্ঞানে বা স্বয়ংই? উভয় মতই নিরর্থক। তাহা হইলে সাধনের

জন্য উপদেশও নিরর্থক হয়। আকাশকে অবস্তুভূত বলিলে "আকাশে পক্ষী উড়িতেছে" ইহা মিথ্যা হয়। আর আকাশের অপ্রতীতিহেতু বিশ্ব নিরাকাশ হইয়া পড়ে।

বস্তুর ক্ষণিকত্ববাদও বিচারযোগ্য। পূর্ব্বানুভূত বস্তুর বিষয়িণী বুদ্ধির নাম অনুস্মৃতি। তাহাকে প্রত্যভিজ্ঞা বলে। ক্ষণিকত্ববাদে "সেই এই বস্তু, সেই এই গঙ্গা" ইত্যাদি বাক্য ব্যবহার দ্বারা পূর্ব্বানুভূত বস্তুর স্মৃতি অসম্ভব হয়। আবার ক্ষণিকত্ব অর্থে কি বুঝায়? ক্ষণসম্বন্ধ, না ক্ষণদ্বারা উৎপত্তি-বিনাশ? ক্ষণসম্বন্ধ হইতে পারে না। আর ক্ষণদ্বারা বস্তুর উৎপত্তি-বিনাশ হইলে কোন বস্তুই প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। অতএব ভাব-পদার্থ ক্ষণিক হইতে পারে না। কার্য্য-উৎপত্তি আরম্ভ হইলে হেতুর ক্ষণিকত্ব জন্য বিনাশ স্বীকার দ্বারা কার্য্যের আরম্ভে কার্য্যের উপায়ভূত যে-হেতু, তাহাও অভাবগ্রস্ত হয়। কাজেই অকারণে উৎপত্তি হইয়া পড়ে।

অর্থ-ব্যতীত ব্যবহার-সিদ্ধি স্বপ্নবৎ। যদি ব্যবহার-সিদ্ধি জ্ঞান দ্বারাই হয়, তবে বাহ্য পদার্থ স্বীকারের কোন আবশ্যকতা থাকে না। ক্ষুদ্র চিত্তে অবস্থিত আন্তরজ্ঞান কি প্রকারে ঘট-পর্ব্বতাদির আকারে প্রকাশ পায়? এই প্রকার আশঙ্কাও অসম্ভব। বুদ্ধির বৈচিত্র্য বাসনার বৈচিত্র্য হইতে সঞ্জাত হয়। বাহ্য অর্থের অভাব বলিতে পারা যায় না। আমি ঘট জানিতেছি ইত্যাদি স্থলে ধাত্বর্থ সকর্ম্মক ও

সকর্তৃক, ইহা সর্ববজনবেদ্য। এস্থলে ধাত্বর্থ-ঘট ভিন্ন এবং জ্ঞান আরও ভিন্ন অর্থ প্রকাশ করিতেছে। সুতরাং জ্ঞান ব্যতীত আর কিছু নাই বলিলে উপহাস-হেতু হইতে হয়।

সকল বিষয় ক্ষণিক বলিয়া স্বীকার করিলে এবং ত্রিকাল-স্থির-সম্বন্ধি চেতনে অসৎবাদ স্বীকারে দেশ ও কাল জন্য সাপেক্ষ বাসনাধান ও স্মরণাদি ব্যবহার সম্ভব হয় না। অতএব আশ্রয়-অভাব হেতু বাসনা সিদ্ধ হয় না। বাসনার অভাবে বিজ্ঞানবৈচিত্র্য অসম্ভব।

বুদ্ধকর্তৃক বাহ্যার্থ ও বিজ্ঞান অঙ্গীকৃত হইয়া ন্যায় বুদ্ধি দ্বারা আরোহণের জন্য সোপানের ন্যায় ক্ষণিকত্বাদিবাদ কল্পিত হইয়াছে। বস্তুতঃ বাহ্য অর্থসকল বা বিজ্ঞান সৎ স্বরূপে বিদ্যমান নাই। শূন্যই তত্ত্ব, সেই ভাবপ্রাপ্তিই মোক্ষ—ইহাই এই মতের রহস্য। ঐ শূন্য পদার্থ ভাব কি ভাবাভাব? এ তিনের মধ্যে কোনটীই প্রতিপন্ন হইবে না। যে সকল প্রমাণ প্রয়োগে শূন্যত্বের প্রতিপাদন করা হইবে, তাহার মধ্যে শূন্যত্বে শূন্যবাদের ব্যাঘাত ও তাহার যাথার্থ্যে সকল প্রকার সত্যতা-প্রসঙ্গ সংঘটিত হইয়া শূন্যবাদকে দূষিত করিবে। যদি বলা যায়—ভগবদবতার বুদ্ধদেবের বঞ্চনার উদ্দেশ্য কি? তদুত্তর—হরিবহির্ম্মুখ জনগণ বেদোক্ত যজ্ঞাদি অনুষ্ঠানে অতি প্রবল হইয়া দৈত্যগণের ন্যায় সদ্ব্যক্তিগণকে পীড়িত করিবে, তদুদ্দেশ্যে বেদকে অস্বীকার করিবার ছলনা। বৌদ্ধমতের নিরাকরণে বৌদ্ধতুল্য মায়া-

বাদীর মতও নিরাকৃত হইল। মায়াবাদীরা বৌদ্ধমতের ক্ষণিকত্ব অনুসরণে শূন্যবাদের আশ্রয়ে বিবর্ত্তবাদ প্রচার করেন।

অধুনা জৈনমতের দূষণ—জৈনমতে পদার্থ দুই প্রকার, জীব ও অজীব। তন্মধ্যে জীব সচেতন, দেহ-পরিমাণ এবং অবয়ব-সহিত। অজীব পাঁচ প্রকার—ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, পুদ্গল, কাল ও অন্তরীক্ষ। যাহা গমনহেতু, তাহাই ধর্ম্ম, যাহা স্থিতিশীল, তাহাই অধর্ম্ম। উক্ত অধর্ম্মই ব্যাপক। যাহাদের বর্ণ, রস, গন্ধ ও স্পর্শ আছে, তাহারা পুদ্গল, পুদ্গল পরমাণুস্বরূপ এবং তৎসংঘাত রূপভেদে দুই প্রকার। জল, অগ্নি, বায়ু, পৃথিবী, তনু ও জগদাদির নামই সংঘাত। পৃথিব্যাদির হেতুভূত পরমাণুসকল চতুঃপ্রকার নহে, এক প্রকার মাত্র। উহাদের পরিণতি হইতেই অবনী প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ বস্তু। অতীত বিষয়ের নিদানকেই কাল বলিয়া জানিবে। উক্তকাল অনুরূপ। অন্তরীক্ষ একমাত্র এবং অসীম। এই ছয় প্রকার পদার্থই দ্রব্যস্বরূপ। তন্মধ্যে অণু ব্যতীত অন্য পাঁচটি দ্রব্য অস্তিকায় নামে কথিত। বহু দেশবর্ত্তী দ্রব্য সকলই অস্তিকায়। জীবের মুক্তি-মার্গোপযোগী সপ্ত-পদার্থ অঙ্গীকৃত—জীব, অজীব, আস্রব, নির্জর, সম্বর, বন্ধ এবং মুক্তি। জীব জ্ঞানাদিগুণযুক্ত। জীবের ভোগ্য পদার্থসকলই অজীব। জীব যাহা দ্বারা বিষয়ে নিবিষ্ট হন, সেই ইন্দ্রিয়গণের নাম আস্রব।

যদ্দ্বারা বিবেক আচ্ছাদিত হয়, সেই অবিবেকই সম্বর। যাহাদ্বারা কামক্রোধাদি জীর্ণতা প্রাপ্ত হয়, তাহা নির্জর। কর্ম্মাষ্টক দ্বারা সম্পাদিত জনম-মরণ-প্রবাহের নাম বন্ধ। উক্ত অষ্ট কর্ম্মের মধ্যে ৪টি পাপবিশেষরূপ ঘাতিকর্ম্ম ও চারিটি পুণ্যবিশেষ স্বরূপ অঘাতিকর্ম্ম। ঘাতিকর্ম্মের দ্বারা জীবের স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান, অবলোকন, বীর্য্য ও সুখ তিরোহিত হয়। আর অঘাতিকর্ম্ম দ্বারা জীবের শরীর-সংস্থিতি, তাহার অভিমান, এবং তৎকৃত সুখে ও দুঃখে অপেক্ষা ও উপেক্ষার সাধন হয়। স্বীয় শাস্ত্রকথিত সাধন দ্বারা উক্ত অষ্ট কর্ম্ম হইতে মোক্ষপ্রাপ্তি হইলে স্বাভাবিক আত্ম-স্বরূপের আবির্ভাব হয়। তখন জীব ঊর্দ্ধগতি লাভ করিয়া অলোক নামক অন্তরীক্ষে অবস্থান অথবা মোক্ষ লাভ করেন। সম্যক প্রকার জ্ঞান, সম্যকরূপে সন্দর্শন ও উত্তম চরিত্রতাই মোক্ষের প্রধান উপায়। জৈনগণ সপ্তভঙ্গী ন্যায় দ্বারা সমস্ত পদার্থ স্থাপন করেন—১ "স্যাৎ অস্তি" যদি কোনমতে থাকে, তবে আছে। ২ "স্যান্নাস্তি" যদি কোন প্রকারে থাকে, তবে নাই। ৩ "স্যাদবক্তব্যঃ" যদি কোন মতে থাকে, তবে তাহা অকথ্য। ৪ "স্যাদস্তি চ নাস্তি চ" যদি কোন প্রকারে থাকে, তাহা হইলে আছে কিম্বা নাই। ৫ "স্যাদস্তি চাবক্তব্যশ্চ" যদি কোন মতে থাকে, তবে আছে, কিন্তু উহা অকথ্যই। ৬ "স্যান্নাস্তি চাবক্তব্যশ্চ" যদি কোন মতে না থাকে, তবে উহা নাই,

অথচ উহা অবক্তব্য। ৭ "স্যাদস্তি চ নাস্তি চাবক্তব্যশ্চ" যদি কোন প্রকারে থাকে, তাহা হইলে আছে, যদি কোন মতে না থাকে, তবে নাই; অথচ উহা অব্যক্তই।

এই মতের খণ্ডন—

নৈকস্মিন্নসম্ভবাৎ ॥৩৩॥ এবং চাত্মা কাৎস্ন্যম্ ॥৩৪॥ ন চ পর্য্যায়াদপ্যবিরোধো বিকারাদিভ্যঃ ॥৩৫॥ অন্ত্যাবস্থিতেশ্চোভয়নিত্যত্বাদবিশেষাৎ ॥৩৬॥

অসম্ভাবনা বশতঃ এক বস্তুতে এককালীন বিরুদ্ধ ধর্ম্মের সমাবেশ হইতে পারে না। এক বস্তুতে এককালে শীত ও উষ্ণ থাকে না। আবার সত্ত্ব-অসত্ত্ব পক্ষেও স্বর্গ, নরক কিম্বা মুক্তি অথবা তজ্জন্য সাধনবিধি ব্যর্থ হইয়া পড়ে। ভেদের ন্যায় অভেদেরও অস্তিত্ববশতঃ প্রবৃত্তিও আবশ্যক হইয়া পড়ে। জীবকে শরীরপরিমিত বলিলে বালদেহপরিমিত জীবের যুবাদি শরীরে পর্য্যাপ্তি ঘটে না। কোন মানব-শরীর-পরিমিত জীব হস্তিদেহ প্রাপ্ত হইলে উক্ত শরীরে সর্ব্বাঙ্গীন সুখ-দুঃখের অনুপলব্ধি এবং মশকাদি দেহে তাহার অসমাবেশ ঘটে। জীবের অনন্তাবয়বত্ব অঙ্গীকার করিয়া বালক ও যুবাদির শরীর কিম্বা গজ তুরগাদির দেহ-প্রাপ্তিতে তাহার অবয়বের অপগম ও উপগমরূপ বৈপরীত্য দ্বারা তত্তদ্দেহ-পরিমিতত্বের সামঞ্জস্য জ্ঞান করাও যুক্তি-সঙ্গত হয় না। তাহা হইলে বিকারাদি অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে। আবার মুক্তিকালে শরীরের পরমাণুরূপত্ব বা বিভুরূপত্ব

হইবে, তাহাও নির্ণয় করা অসম্ভব। উহাদের মুক্তিপ্রাপ্তি ও সংসারাবস্থা একই প্রকার। আর সর্ব্বদা ঊর্দ্ধগতি এবং অলোক নামক আকাশে নিরাশ্রয়ে অবস্থান দুঃখ-জনক ও অসম্ভব হয়। আর ঐ ঊর্দ্ধগতিকে নিত্যও বলা যায় না। কারণ কর্ম্মের ধ্বংস হইলে ঊর্দ্ধগতি হইতে অধোগতি ঘটিবে। অতএব এই মত অসঙ্গত।

পাশুপত মতের খণ্ডন—

পত্যুরসামঞ্জস্যাৎ ॥ ৩৭ ॥ সম্বন্ধানুপপত্তেশ্চ ॥ ৩৮ ॥ অধিষ্ঠানানুপপত্তেশ্চ ॥ ৩৯ ॥ করণবচ্চেন্ন ভোগাদিভ্যঃ ॥ ৪০ ॥ অন্তবত্ত্বমসর্ব্বজ্ঞতা বা ॥ ৪১ ॥

পাশুপত মতে কারণ, কার্য্য, যোগ, বিধি এবং দুঃখান্ত—পঞ্চ পদার্থ। শৈব, সৌর, গাণপত্য ইহারা পাশুপত মতাবলম্বী। পশুপদবাচ্য জীবগণের পাশ-বিমোচনার্থ পশুপতি কর্ত্তৃক আদিষ্ট মতই পাশুপত মত। এই মতে পশুপতিই সংসারের নিমিত্ত কারণ। মহদাদি পদার্থ সকলই কার্য্য। ওঁকার পূর্ব্বক ধ্যানাদির নামই যোগ। ত্রৈকালিক স্নানাদিই বিধি এবং মুক্তিই দুঃখনিবৃত্তি। গাণপতদিগের মতে গণপতি ও সৌরদিগের মতে সূর্য্যই জগৎকর্ত্তা। তাহা-দিগের হইতেই প্রকৃতি ও কাল দ্বারা ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হয়। ঐ সকল দেবতার উপাসনা দ্বারাই জগদীশ্বরের সামীপ্য লাভ হয়। এই সমস্ত সিদ্ধান্ত বেদ-বিরুদ্ধ। বেদে একমাত্র বিষ্ণুরই জগৎকর্ত্তৃত্ব ও অন্যান্য দেবগণের তদধীনত্ব উপদিষ্ট।

বিষ্ণুকর্ত্তৃক আদিষ্ট বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম, জ্ঞান এবং ভক্তিই মুক্তি-লাভের উপায়। বিষ্ণুই একমাত্র আদিকর্ত্তা এবং অন্যান্য দেবতা বা বস্তু সকলের তাঁহা হইতেই জন্ম শ্রুত হয়। ঐ সকল বিরুদ্ধবাদী ব্যক্তি অনুমান দ্বারা সংসারের নিমিত্ত কারণস্বরূপ যে জগদীশ্বর কল্পনা করেন, তাহা সম্বন্ধাদি বিচারসঙ্গত না হওয়ায় অযুক্ত।

অতঃপর শাক্ত মতের নিরাস—

উৎপত্ত্যসম্ভবাৎ ॥ ৪২ ॥ ন চ কর্ত্তুঃ করণম্ ॥ ৪৩ ॥

শাক্তমতে শক্তিই সর্ব্বজ্ঞত্বাদিগুণবিশিষ্টা এবং তাঁহা হইতেই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি। ইহাও বেদবিরুদ্ধ। অনুমান দ্বারাই শক্তির কারণত্ব কল্পনা করা হয়। এ বিষয়ে লৌকিক যুক্তিও প্রযুক্ত হইতেছে—কেবলমাত্র শক্তি হইতে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের উদ্ভব সম্ভব হয় না। পুরুষ সংসর্গ ব্যতীত কেবলমাত্র স্ত্রী হইতে অপত্যাদির উদ্ভব কেহ দেখে নাই। শক্তির অনুগ্রাহক পুরুষ অবশ্যই স্বীকার্য্য। পুরুষ কর্ত্তৃক অনুগৃহীতা শক্তিকে কর্ত্রী বলিলে দোষ হয় না। শক্তির অনুগ্রাহক পুরুষ অঙ্গীকার করিলেও ব্রহ্মাণ্ড-উদ্ভবের উপযোগী ইন্দ্রিয়াদি স্বীকার না করিলে পুরুষের অনুগ্রাহকতা উপপন্ন হয় না। অতএব শ্রুতি-যুক্তিবিরুদ্ধ বলিয়া শক্তিবাদ তুচ্ছ। শ্রুতি, স্মৃতি এবং যুক্তি জগদীশ্বরেরই শ্রেষ্ঠত্ব ও জগৎকর্ত্তৃত্বাদি নির্দ্দেশ করিয়া

থাকেন। সুতরাং শ্রেয়ঃপন্থী ব্যক্তি অন্যান্য বর্ত্ম পরিহার করিয়া বেদান্তমার্গই অবলম্বন করিবেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়—তৃতীয় পাদ

ছান্দোগ্যে উক্ত হইয়াছে—তিনি সঙ্কল্প করিলেন, আমি বহু হইব, তিনি তেজের সৃষ্টি করিলেন, তিনি সলিল সৃষ্টি করিলেন, তিনি অন্ন সৃষ্টি করিলেন ইত্যাদি। কিন্তু তাহাতে আকাশের উল্লেখ নাই। তাহা হইলে আকাশের উৎপত্তি নাই, উহা কি নিত্য—এইরূপ আশঙ্কার সমাধানার্থ কহিতেছেন—

ন বিয়দশ্রুতেঃ ॥ ১ ॥ অস্তি তু ॥ ২ ॥ গৌণ্যসম্ভবাচ্ছব্দাচ্চ ॥ ৩ ॥ স্যাচ্চৈকস্য ব্রহ্মশব্দবৎ ॥৪॥ প্রতিজ্ঞাহানিরব্যতিরেকাচ্ছব্দেভ্যঃ ॥ ৫ ॥ যাবদ্বিকারন্তু বিভাগো লোকবৎ ॥ ৬ ॥

আকাশের উদ্ভব সম্বন্ধে ছান্দোগ্যে উক্তি না থাকিলেও তৈত্তিরীয়ে লক্ষিত হয়—ব্রহ্ম হইতে আকাশ সমুৎপন্ন হইয়াছে। এখানে সংশয়—ঐ সমস্ত বচন গৌণ। কারণ নিরাকার আকাশের উদ্ভব অসম্ভব। অন্তরীক্ষ যদি কার্য্য হয়, তবে তাহার কারণ হইবে কে? কারণ ব্যতীত কার্য্য হইতে পারে না। বিশেষতঃ বৃহদারণ্যকে আকাশকে নিত্য বলিয়াছে। উহার নিরসনার্থ বলিতেছেন—ব্রহ্ম সকলেরই হেতু হওয়ায় ব্রহ্ম ব্যতীত আকাশাদি ভিন্ন পদার্থের নিত্যতা

স্বীকারে সৃষ্টির আদিতে উহাদের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়। তদ্দ্বারা সৃষ্টির আদিতে কেবল ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুই ছিল না ইত্যাদি বাক্যের অসার্থকতা আসিয়া পড়ে। ইহারা সকলে চৈত্রের পুত্র বলিয়া তন্মধ্যে কাহারও কাহারও চৈত্র হইতে উদ্ভব জানাইলে যেমন সকলেরই উদ্ভব চৈত্র হইতে জানা যায়,—এইরূপ লৌকিক দৃষ্টান্তের ন্যায় শ্রুতিতেও "ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং" ইত্যাদি শ্রুতিতে সকলেই ব্রহ্ম হইতে উদ্ভূত বলিয়া কীর্ত্তন করাতে আকাশাদিরও উৎপত্তি বলা হইয়াছে।

এতেন মাতরিশ্বা ব্যাখ্যাতঃ ॥৭॥ অসম্ভবস্তু সতোঽনুপপত্তেঃ ॥ ৮ ॥ তেজোঽতস্তথা হ্যাহ ॥ ৯ ॥

এই অন্তরীক্ষের কার্য্যত্বকথনে তাহার আশ্রিত অনিলেরও কার্য্যত্ব বলা হইয়াছে। এক্ষণে সন্দেহ এই যে, সৎস্বরূপ ব্রহ্ম সমুৎপন্ন হন কিনা? তদুত্তরে বলিতেছেন, উপপত্তি (প্রমাণের) অভাবে তাহা অঙ্গীকার করা যায় না। শ্রুতি বলিয়াছেন, তিনি কারণের কারণ, তিনি লোকপালদিগেরও প্রভু, তাঁহার কারণ অথবা প্রভু নাই।

তিনি তেজের সৃষ্টি করিয়াছেন ইত্যাদি শ্রুতি হইতে ব্রহ্ম হইতেই তেজেরও সৃষ্টি বিদিত হওয়া যায়। আবার "বায়োরগ্নিঃ" ইত্যাদি বাক্য হইতে বায়ু হইতেই তেজের উৎপত্তি জানা যায়। এস্থানে উহা গৌণ বলিয়া জানিতে

হইবে, মুখ্যার্থ গ্রহণই ন্যায়সঙ্গত। **অতঃপর জলের** উৎপত্তি কহিতেছেন—

আপঃ ॥ ১০ ॥ পৃথিব্যধিকাররূপশব্দান্তরেভ্যঃ ॥ ১১ ॥ তদভিধ্যানাদেব তু তল্লিঙ্গাৎ সঃ ॥ ১২ ॥ বিপর্য্যয়েণ তু ক্রমোঽত উপপদ্যতে চ ॥১৩॥ অন্তরা বিজ্ঞানমনসী ক্রমেণ তল্লিঙ্গাদিতি চেন্নাবিশেষাৎ ॥ ১৪ ॥ চরাচর-ব্যপাশ্রয়স্তু স্যাৎ তদ্ব্যপদেশোঽভাক্ত স্তদ্ভাবভাবিত্বাৎ ॥ ১৫ ॥

বহ্নি হইতে সলিলের উদ্ভব—এইরূপ বেদবাক্য আছে। বিবাদ-নিরসনার্থ আকাশাদি ক্রমে তত্ত্ব-সৃষ্টির বিচার করা হইয়াছে, সৃষ্টির পূর্ব্বে তেজ প্রভৃতি স্থূল বস্তু অথবা প্রধানাদি সূক্ষ্ম বস্তু কিছুই ছিল না। কেবলমাত্র ব্রহ্মই ছিলেন। তাঁহা হইতে ত্রিগুণময় অব্যক্ত, অব্যক্ত হইতে মহত্তত্ত্ব, তাহা হইতে অহঙ্কার, অহঙ্কার হইতে অন্তরীক্ষ, তাহা হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অনল, অগ্নি হইতে সলিল এবং তাহা হইতে পৃথিবীর উৎপত্তি। আবার সকল ভূতের ধ্বংসে পৃথিবী সলিলে, সলিল অগ্নিতে, তেজ বায়ুতে, বায়ু আকাশে, আকাশ অহঙ্কারে, অহঙ্কার মহত্তত্ত্বে, মহত্তত্ত্ব অব্যক্তে এবং অব্যক্ত ব্রহ্মে বিলীন হয়। ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুই থাকে না। সেই ব্রহ্মই তম আদি শক্তির মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া ঐ সকলকে প্রধানাদি রূপে পরিণামিত করেন। যস্য পৃথিবী শরীরম্ ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা তাহা নির্ণয় করে। বিপরীত ক্রমে কোন বিষয় লক্ষিত হইলে

তাহাও ব্রহ্মহেতুকই জানিতে হইবে। কারণ সর্ব্বেশ্বরের সর্ব্ব-উপাদানত্ব-সর্ব্বস্রষ্টৃত্বাদি শ্রুতিসিদ্ধ। তদ্‌ব্যতীত জড় প্রধানাদির তত্তৎ পরিণাম অসম্ভব। সহপাঠরূপ লিঙ্গ হইতে অর্থাৎ উহাদিগের সহিত একত্র পাঠরূপ জ্ঞান হইতে ভূত এবং প্রাণের অন্তরালে উক্ত ক্রমেই বিজ্ঞান ও মন সমুৎপন্ন হয়, ইহাই প্রতীয়মান হয়। তিনি বহু হইব কামনা করিলেন। ইঁহা হইতেই প্রাণের উদ্ভব এবং আমিই সকলের উৎপত্তির কারণ ইত্যাদি বাক্য হইতে জগদীশ্বরই সকলের হেতু বলিয়া প্রতীত হয়। তদ্ভাব-ভাবিত্ব প্রযুক্ত চরাচরবাচী শব্দসকল ভগবানেই মুখ্য হইবে, গৌণ নহে। কারণ, শব্দসকলের ভগবদ্‌বাচক ভাব শাস্ত্র শ্রবণের পরই হইয়া থাকে। বাসুদেবই পরম পুরুষ, তাঁহা হইতে অতিরিক্ত আর কিছুই নাই। যাঁহা হইতে সমস্ত বস্তু সমুৎপন্ন, তিনিই মূল কারণ বলিয়া তাঁহার সমুৎপত্তি অঙ্গীকৃত হয় না।

এখন জীবের উৎপত্তি নিরাকৃত হইতেছে—

নাত্মা শ্রুতের্নিত্যত্বাচ্চ তাভ্যঃ ॥ ১৬ ॥ জ্ঞোহত এব ॥ ১৭ ॥ উৎক্রান্তিগত্যাগতীনাম্ ॥ ১৮ ॥ স্বাত্মনা চোত্তরয়োঃ ॥ ১৯ ॥ নাণুরতচ্ছ্রুতেরিতি চেন্নেতরাধিকারাৎ ॥ ২০ ॥ স্বশব্দোন্মানাভ্যাঞ্চ ॥ ২১ ॥

উপনিষদে আত্মা নিত্য, অজ, শাশ্বত ইত্যাতি বাক্যে জীবের উৎপত্তি শুনা যায় না। জীব জন্মসময়ে দেহ প্রাপ্ত

হয়, আবার মৃত্যু সময়ে দেহ হইতে উৎক্রমণ করে ইত্যাদি বাক্য শ্রুতি হইতে জানা যায়। আত্মা জ্ঞানস্বরূপ ও জ্ঞাতৃ-স্বরূপ এবং জীব অণু-পরিমাণ। বায়ু যেরূপ গন্ধযুক্ত বস্তু হইতে গন্ধের সহিত গমন করে, তদ্রূপ জীবও উৎক্রমণ (মৃত্যু) সময়ে প্রাণ ও ইন্দ্রিয়গণের সহিতই উৎক্রান্ত হয়।

এই জীব অণু পরিমিত। আত্মা "মহান্" শব্দ ভগবৎপর অর্থে জানিতে হইবে। এক্ষণে এই অণু জীবের সকল শরীরে উপলব্ধি কি প্রকারে সম্ভব? তদুত্তর—

অবিরোধশ্চন্দনবৎ ॥ ২২ ॥ অবস্থিতিবৈশেষ্যাদিতি চেন্নাভ্যুপগমাৎ হৃদি হি ॥ ২৩ ॥ গুণাদ্বালোকবৎ ॥ ২৪ ॥ ব্যতিরেকেণ গন্ধবৎ তথাহি দর্শয়তি ॥ ২৫ ॥ পৃথগুপ-দেশাৎ ॥ ২৬ ॥ তদ্গুণসারত্বাৎ তদ্ব্যপদেশঃ প্রাজ্ঞবৎ ॥ যাবদাত্মভাবিত্বাচ্চ ন দোষস্তদ্দর্শনাৎ ॥২৮॥ পুংস্ত্বাদিবত্ত্বস্য সতোঽভিব্যক্তিযোগাৎ ॥ ২৯॥ নিত্যোপলব্ধ্যনুপলব্ধি-প্রসঙ্গোঽন্যতর নিয়মো চান্যথা ॥ ৩০ ॥

হরিচন্দনবিন্দু যেমন দেহের একদেশে অবস্থিত হইয়াও সমস্ত শরীরের শান্তিদায়করূপে অনুভূত হয় এবং সূর্য্য প্রভৃতির আলোক একস্থানে স্থিত হইয়াও প্রভাদ্বারা সমস্ত খগোল ব্যাপ্ত করে, জীবও তদ্রূপ সকল দেহব্যাপক হইয়া থাকে। এক্ষণে সন্দেহ এই যে, জীবের ধর্ম্মাত্মক জ্ঞান নিত্য কি অনিত্য? উত্তর—তাহা নিত্যই। ভগবদ্বৈমুখ্যবশতঃ

উহা সংবৃত হয়। তাহার সাম্মুখ্যে পুনরায় বোধের আবির্ভাব হয়। জীব জ্ঞাতা হইলেও জ্ঞানস্বরূপ। প্রকাশ-স্বরূপ হইয়াও সূর্য্য যেরূপ প্রকাশক হইয়া থাকেন, জীবও অনাদিকাল হইতেই সেইরূপ। সুষুপ্তিতে উহার অদর্শন-হেতু তাহাকে অনিত্য বলা অনুচিত। কারণ সুষুপ্তিতে সংবৃত থাকিলেও জাগরে প্রকাশিত হয়। বাল্যাবস্থায় সূক্ষ্মভাবে অবস্থিত পুরুষত্বাদি যেমন যৌবনে প্রকটিত হয়, জীবজ্ঞানও তদ্রূপ। সুষুপ্তিদশায় জীবচৈতন্য থাকিলেও তাহার অভিব্যক্তি থাকে না। বিষয়ের অভাবই উহার হেতু। ইন্দ্রিয়-সংযোগরূপ কারণ-সামগ্রীই বোধের প্রকাশক। অতএব বোধস্বরূপ অণু জীব নিত্য জ্ঞানাদি-গুণসমন্বিত। জীবের অণুস্বরূপত্বে সর্ব্বাঙ্গীন সুখ-দুঃখাদির অনুপলব্ধি হয় না। আত্মা জ্ঞান মাত্র ও বিভু—এই মতে করণের যোগে উপলব্ধি ও তদযোগে অনুপলব্ধি প্রসঙ্গ হয়, কিন্তু আত্মার প্রভুত্বপ্রযুক্ত সর্ব্বকালে সর্ব্বদেহের সহিত যোগবশতঃ সর্ব্ব-স্থানেই ভোগের প্রাপ্তি হইয়া থাকে। অদৃষ্টবিশেষ হইতে ভোগব্যবস্থা এবং সঙ্কল্পবিশেষ হইতে অদৃষ্ট ব্যবস্থা।

এক্ষণে সংশয় এই—জীব কর্ত্তা কি না? জীব অজ্ঞতা বশতঃ প্রকৃতিগত কর্ত্তৃত্ব আপনাতে অধ্যস্ত করিয়া থাকে। বস্তুতঃ প্রকৃতিই কর্ত্রী, জীব কর্ত্তা নহে। জীব কর্ম্মফলের ভোক্তামাত্র। উত্তরে বলিতেছেন—

কর্ত্তা শাস্ত্রার্থবত্ত্বাৎ ॥ ৩১ ॥ বিহারোপদেশাৎ ॥ ৩২ ॥

উপাদানাৎ ॥ ৩৩ ॥ ব্যপদেশাচ্চ ক্রিয়ায়াং ন চেন্নির্দ্দেশ-বিপর্য্যয়ঃ ॥ ৩৪ ॥ উপলব্ধিবদনিয়মঃ ॥ ৩৫ ॥ শক্তি-বিপর্য্যয়াৎ ॥ ৩৬ ॥ সমাধ্যভাবাচ্চ ॥ ৩৭ ॥ যথা তক্ষো-ভয়থা ॥ ৩৮ ॥ পরাত্তু তৎ শ্রুতেঃ ॥ ৩৯ ॥ কৃতপ্রযত্না-পেক্ষস্তু বিহিতপ্রতিষিদ্ধাবৈয়র্থ্যাদিভ্যঃ ॥ ৪০ ॥

জীবই কর্ত্তা, গুণ কর্ত্তা নহে। স্বর্গকাম ব্যক্তি যজ্ঞ করিবেন ইত্যাদি শাস্ত্রের চেতন কর্ত্তাতেই সার্থকতা। শাস্ত্র ফলহেতুত্ব-জ্ঞান উৎপাদন করিয়া কর্ম্মে উহাদিগের ফলাদিভোক্তা পুরুষকে প্রবর্ত্তিত করেন। বিহারের উপদেশ-হেতু জীবেরই কর্ত্তৃত্ব অঙ্গীকৃত। উপাদান হইতেও জীবের কর্ত্তৃত্ব নির্ণীত হয়। ক্রিয়াতে মুখ্যভাবে ব্যপদেশবশতঃ জীবেরই কর্ত্তৃত্ব সিদ্ধান্তিত। প্রকৃতির কর্ত্তৃত্বে পুরুষনিষ্ঠ ভোক্তৃত্বশক্তির বিশৃঙ্খলতা ঘটে। কর্ত্তা হইতে অতিরিক্ত ভোক্তার অসম্ভাবনাবশতঃ পুরুষের শক্তিও প্রকৃতিগত হইয়া পড়ে। প্রকৃতি-কর্ত্তৃবাদে মুক্তির সাধনভূত সমাধিরও অভাব ঘটে। আমি প্রকৃতি হইতে ভেদযুক্ত—এই প্রকার জ্ঞানেই সমাধি দৃষ্ট হয়। প্রকৃতির কর্ত্তৃত্বে সমাধি সম্ভবপর হয় না। জীবের কর্ত্তৃত্ব করণযোগেও নিজ শক্তিদ্বারাই হইয়া থাকে। যেমন সূত্রধর ইন্ধনছেদন-কর্ম্মে বাস্যাদি দ্বারাও কর্ত্তা হয় এবং বাস্যাদি ধারণে নিজ শক্তি দ্বারাও কর্ত্তা হয়, জীবও তদ্রূপ অন্নের গ্রহণাদিতে প্রাণাদি দ্বারা কর্ত্তা হন এবং প্রাণাদির গ্রহণে নিজ শক্তি দ্বারাও কর্ত্তা

হইয়া থাকেন। জীবের কর্ত্তৃত্ব ঈশ্বরাধীন। জগদীশ্বর জীবগণের অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া উহাদিগকে কার্য্যে নিযুক্ত করেন। এক্ষণে আশঙ্কা এই—জীবের কর্ত্তৃত্ব ঈশ্বরের আয়ত্তাধীন হইলে বিধিনিষেধ শাস্ত্রসকল ব্যর্থ হইয়া পড়ে। তৎ সমাধান—জীবকৃত ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম লক্ষণপ্রযত্ন অপেক্ষা করিয়াই জগদীশ্বর তাহাদিগকে কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করিয়া থাকেন। জলধর যেমন বীজ হইতে সমুৎপন্ন বৃক্ষলতাদির সাধারণ নিমিত্ত হইয়া থাকে, জলদাতা না থাকিলে উহাদের রসপ্রসূনাদির বিষমত্তা সম্ভবিত হয় না, আবার বীজ না থাকিলে উহারা উৎপন্ন হইতে পারে না, সেইরূপ জগদীশ্বরও জীবকৃত কার্য্যানুসারেই তাহাদিগকেই ফলাদি দান করিয়া থাকেন। জগদীশ্বর যদি বিধিতে বা নিষেধে কাষ্ঠ-লোষ্ট্রাদির ন্যায় জীবগণকে নিয়োগ করেন, তাহা হইলে ঐ সমস্ত শাস্ত্রের প্রমাণতার হানি হয়। এ কারণ জীব প্রযোজ্যকর্ত্তা এবং ঈশ্বর প্রযোজককর্ত্তা। ঈশ্বরের অনুমোদন ব্যতিরেকে জীবের কর্ত্তৃত্ব সিদ্ধ হয় না।

এক্ষণে সংশয় এই—মায়াদ্বারা পরিচ্ছিন্নই জীব অথবা সূর্য্য হইতে কিরণের ন্যায় ব্রহ্ম হইতে বিচ্ছিন্ন অংশই জীব? তদুত্তরে—

অংশো নানাব্যপদেশাদন্যথা চাপি দাসকিতবাদিত্বমধীয়ত একে ॥ ৪১ ॥ মন্ত্রবর্ণাৎ ॥ ৪২ ॥ অপি স্মর্য্যতে ॥

প্রকাশাদিবন্নৈবং পরঃ ॥ ৪৪ ॥ স্মরন্তি চ ॥ ৪৫ ॥ অনুজ্ঞা-পরিহারৌ দেহসম্বন্ধাৎ জ্যোতিরাদিবৎ ॥ ৪৬ ॥ অসন্ততেশ্চাব্যতিকরঃ ॥ ৪৭ ॥ আভাস এব চ ॥ ৪৮ ॥ অদৃষ্টা নিয়মাৎ ॥ ৪৯ ॥ অভিসন্ধ্যাদিষ্বপি চৈবম্ ॥ ৫০ ॥ প্রদেশাদিতি চেন্নান্তর্ভাবাৎ ॥ ৫১ ॥

অংশুমানের অংশুর ন্যায় জীব জগদীশ্বরের অংশ। নানা সম্বন্ধের ব্যপদেশহেতু ব্রহ্ম হইতে বিভিন্ন হইয়াও জীব তৎসম্বন্ধাপেক্ষী। ব্রহ্মই দাসাদিরূপ জীব, একথা কেহ কেহ বলেন। স্বরূপের অভেদে ঐ কথা সম্ভব হয় না। কেহ কখনও আপনি আপনার সৃজ্য বা ব্যাপ্য হইতে পারে না। আবার চৈতন্যঘন বস্তুর স্বরূপতঃ দাসাদি ভাবও সম্ভব হয় না। তাহা হইলে বৈরাগ্যোপদেশের ব্যর্থতা ঘটে।

ব্রহ্মের মায়াদ্বারা পরিচ্ছেদও বলা যায় না। কারণ তিনি মায়ার অগোচর। ব্রহ্মের শক্তিভূত জীব তাঁহার একদেশ বলিয়াই অংশরূপে উক্ত হয়। পাদোঽস্য সর্ব্বাভূতানি ইত্যাদি মন্ত্রও জীবের ব্রহ্মাংশত্বই নিরূপণ করে। পাদশব্দে অংশই বোধ্য। স্মৃতিতে "মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ" ভগবদুক্তিতেও জীবের অংশত্ব উক্ত। অংশ হইলেও জীব মৎস্যাদি অংশাবতারের সদৃশ নহে। তজ্জন্য মহাবারাহে—স্বাংশশ্চাথ বিভিন্নাংশ ইতি দ্বেধাংশ ইষ্যতে। অংশিনো যত্তু সামর্থ্যং যৎ স্বরূপং যথাস্থিতিঃ॥ তদেব নাণুমাত্রোঽপি ভেদঃ স্বাংশাংশিনোঃ ক্বচিৎ।

বিভিন্নাংশোঽল্পশক্তিঃ স্যাৎ কিঞ্চিৎসামর্থ্যমাত্রযুক্ ॥ স্বাংশ ও বিভিন্নাংশভেদে অংশ দুই প্রকার। অংশীর ন্যায় অংশেরও সামর্থ্য, স্বরূপ ও স্থিতি। কিন্তু বিভিন্নাংশ অপেক্ষাকৃত ঊনশক্তিমান্, সামর্থ্যেও হীন।

অদৃষ্টের অনিয়মপ্রযুক্ত জীব সকলের পরস্পর সমতাও অস্বীকার্য্য। স্বর্গাদি প্রাপ্তিও অদৃষ্টসাপেক্ষ।

দ্বিতীয় অধ্যায়—চতুর্থ পাদ

এই পাদে প্রাণবিষয়ক শ্রুতিবিরোধ পরিহার করা হইতেছে।

তথা প্রাণাঃ ॥ ১ ॥ গৌণ্যসম্ভবাৎ ॥ ২ ॥ তৎ প্রাক্ শ্রুতেশ্চ ॥ ৩ ॥

প্রাণ দুই প্রকার—গৌণ ও মুখ্য। নেত্রাদি একাদশ ইন্দ্রিয়কে গৌণ এবং প্রাণাপানাদি-পঞ্চককে মুখ্যপ্রাণ বলে। পরমেশ্বর হইতে আকাশাদির ন্যায় প্রাণেরও উৎপত্তি হয়। সৃষ্টির অগ্রে একত্বেরই অবধারণ হয়। কিন্তু শ্রুতিতে "এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ" অর্থাৎ "ইহা হইতে প্রাণ, মন ও ইন্দ্রিয় সকলের জন্ম হয়" ইত্যাদি বাক্য বহুত্বের পরিচায়ক। বহুত্ব শ্রুতি গৌণী। কারণ সৃষ্টির পূর্ব্বে বহুত্বের প্রকাশ ছিল না।

তৎপূর্ব্বকত্বাদ্বাচঃ ॥ ৪ ॥ সপ্তগতের্বিশেষিতত্বাচ্চ ॥ ৫ ॥

তৎকালে পদার্থ সমূহের অভাবহেতু তদুপকরণভূত

ইন্দ্রিয়-পটলের অভাব হওয়ায় প্রাণশব্দ ব্রহ্মবোধকই হইতেছে। প্রাণ সপ্ত। ইন্দ্রিয় পঞ্চক, বুদ্ধি ও মন এই সপ্ত সংখ্যক ইন্দ্রিয় সূচিত হয়।

হস্তাদয়স্তু স্থিতেঽতো নৈবম্॥ ৬॥

সপ্তাতিরিক্ত করাদি প্রাণ স্বীকার করিতে হইতেছে। কারণ জীব-শরীর থাকাকালে ভোগ-সাধনার্থ করাদি স্বীকার করিতে হয়। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, একটী অন্তরিন্দ্রিয়, সাকল্যে একাদশ ইন্দ্রিয়। অখিলজ্ঞানার্থ অন্তরিন্দ্রিয়কে মন বলে। উহার সঙ্কল্প, অধ্যবসায়, অভিমান ও চিন্তারূপ কর্ম্মের ভেদনিবন্ধন উহাই মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্তরূপে কথিত হয়। মন সঙ্কল্পাত্মক, বুদ্ধি অধ্যবসায়াত্মক, অহঙ্কার অভিমানাত্মক এবং চিত্ত চিন্তাত্মক।

অণবশ্চ॥ ৭॥ শ্রেষ্ঠশ্চ॥ ৮॥

এই একাদশ ইন্দ্রিয় অনুরূপ। শরীরের স্থিতির হেতু প্রাণের শ্রেষ্ঠতাও কথিত হইয়াছে।

ন বায়ুক্রিয়ে পৃথগুপদেশাৎ॥ ৯॥ চক্ষুরাদিবৎ তু তৎসহ শিষ্টাদিভ্যঃ॥১০॥ অকরণত্বাচ্চ ন দোষস্তথা হি দর্শয়তি॥ ১১॥

পৃথক উপদেশহেতু প্রাণকে বায়ু বা তাহার স্পন্দনরূপ ক্রিয়া বুঝিতে হইবে না। অনুশাসন নিবন্ধন প্রাণও চক্ষুরাদিবৎ জীবের উপকারী। তাহা হইলে চক্ষুরাদিবৎ প্রাণেরও ক্রিয়া স্বীকার্য্য। কিন্তু তাহা ত দৃষ্ট হয় না।

তজ্জন্য বলিতেছেন, অকরণতানিবন্ধন দোষ হইতে পারে না। প্রাণের দেহেন্দ্রিয়াদি-ধারণরূপ পরমকার্য্য দৃষ্ট হয়।

পঞ্চবৃত্তি মনোবৎ ব্যপদিশ্যতে ॥ ১২ ॥ অণুশ্চ ॥ ১৩ ॥ শ্রেষ্ঠোঽপ্যণুরেব উৎক্রান্তিশ্রুতেঃ। ব্যাপ্তিশ্রুতিস্তু সর্ব্বেষাং প্রাণিনাং প্রাণাধীনস্থিতিকতয়া নেয়া ॥ ১৪ ॥

একমাত্র প্রাণই পঞ্চভাগে বিদ্যমান থাকিয়া বিলক্ষণ ক্রিয়া সম্পাদন করে। মনোবৎ উহাদেরও ভেদব্যপদেশ মাত্র। প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান ও সমান—সকলেই প্রাণ। ঐ প্রাণ অণু। উৎক্রান্তি-শ্রুতিতে শ্রেষ্ঠ প্রাণকে অণু বলিয়াছেন। নিখিল প্রাণীরই প্রাণাধীন স্থিতিবশতঃ ব্যাপ্তি শ্রুতি লক্ষিত হয়।

জ্যোতিরাদ্যধিষ্ঠানস্তু তদামননাৎ ॥ ১৪ ॥

উহাদিগের মুখ্য প্রবর্ত্তক জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মকেই বুঝিতে হইবে।

প্রাণবতা শব্দাৎ ॥১৫॥ তস্য চ নিত্যত্বাৎ ॥১৬॥

প্রাণযুক্ত জীব ঐ সমস্ত ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা। উল্লিখিত অধিষ্ঠানের নিত্যতা হেতু পরমেশ্বরেরই মুখ্য অধিষ্ঠান স্বীকার্য্য।

ত ইন্দ্রিয়াণি তদ্ব্যপদেশাদন্যত্র শ্রেষ্ঠাৎ ॥ ১৭ ॥ ভেদশ্রুতেঃ ॥ ১৮ ॥ বৈলক্ষণ্যাচ্চ ॥ ১৯ ॥

তদ্ব্যপদেশ নিবন্ধন প্রাণশব্দে মুখ্যেতর ইন্দ্রিয়গ্রামই

বুঝাইতেছে। উঁহাদের তত্ত্বান্তরতাহেতু ভেদ শ্রুত হয়। সুতরাং ইন্দ্রিয়সকল পৃথক্ তত্ত্ব।

সংজ্ঞামূর্ত্তিক্লৃপ্তিস্তু ত্রিবৃৎকুর্ব্বত উপদেশাৎ ॥ ২০ ॥ মাংসাদিভৌমং যথা শব্দমিতরয়োশ্চ ॥ ২১ ॥ বৈশেষ্যাত্তু তদ্বাদাস্তদ্বাদঃ । ২২ ॥

ত্রিবৃৎকরণ ও নামরূপের সৃজন পরমেশ্বরের কার্য্য। ত্রিবৃৎকরণ = বস্তুত্রয়ের এক একটীকে অগ্রে সমান দুই দুই অংশে বিভক্ত করিতে হইবে। পরে ঐ তিনটীর প্রথমার্দ্ধাংশে দ্বিতীয় ও তৃতীয়কে তুল্য দুই অংশে বিভক্ত করতঃ তাহার মুখ্যার্দ্ধ ত্যাগ করিয়া অন্য অর্দ্ধাংশ দুইটী একত্র করিলেই ত্রিবৃৎকরণ হইল। এই ত্রিবৃৎকরণকেই পঞ্চীকরণের উপলক্ষণ জানিতে হইবে। মূর্ত্তি শব্দে দেহ। শরীরান্তর্বর্ত্তী মাংস প্রভৃতি পদার্থ ভৌম, শোণিত ও অস্থি জলীয় ও তৈজস। যাহা কঠিন, তাহাই ভৌম; যাহা তরল, তাহাই জলীয় এবং যাহা উষ্ণ, তাহাই তৈজস। এই প্রকারে সকল ভৌতিক পদার্থই তিন প্রকার স্থিরীকৃত হইলে ইহা পার্থিব, ইহা জলীয় ইত্যাদি ভেদের হেতু কি? তদুত্তর—আধিক্য নিবন্ধন ভেদ-ব্যপদেশ অর্থাৎ যে দ্রব্যে যে ভূতের আধিক্য থাকে, তাহাকে সেই নামে অভিহিত করা হয়।

তৃতীয় অধ্যায়—প্রথম পাদ

এই অধ্যায়ে ব্রহ্মলাভের সাধন সকল নির্ণয় করা হইতেছে। সাধনের মধ্যে ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য বিষয়ে বিরাগ এবং ব্রহ্মবিষয়ে স্পৃহাই মুখ্য সাধন। এখানে সন্দেহ—জীব পরলোকগামী হইবার সময়ে সূক্ষ্মভূত হইতে বিযুক্ত হয় অথবা তৎসহই গমন করে? উত্তর—

তদন্তর-প্রতিপত্তৌ সংপরিষ্বক্তঃ প্রশ্ননিরূপণাভ্যাম্ ॥১॥ ত্র্যাত্মকত্বাৎ তু ভূয়স্ত্বাৎ ॥২॥ প্রাণগতেশ্চ ॥৩॥ অগ্ন্যাদি-গতিশ্রুতেরিতি চেন্ন ভাক্তত্বাৎ ॥৪॥ প্রথমেঽশ্রবণাদিতি চেন্ন তা এব হ্যুপপত্তেঃ ॥৫॥ অশ্রুতত্বাদিতি চেন্ন ইষ্টাদি-কারিণাং প্রতীতেঃ ॥৬॥ ভাক্তং চানাত্মবিত্ত্বাৎ তথাহি দর্শয়তি ॥ ৭ ॥ কৃতাত্যয়েঽনুশয়বান্ দৃষ্টস্মৃতিভ্যাম্ ॥ ৮ ॥ যথেতমনেবঞ্চ ॥৯॥ চরণাদিতি চেন্ন তদুপলক্ষণার্থেতি কার্ষ্ণাজিনিঃ ॥১০॥

ছান্দোগ্যে এই প্রকার উক্ত হইয়াছে—এই সংসারে অগ্নি ৫টী—স্বর্গ, মেঘ, পৃথিবী, পুরুষ ও স্ত্রী। শ্রদ্ধা, সোম, বৃষ্টি, অন্ন ও বীর্য্য এই পাঁচটী ঐ পঞ্চাগ্নির আহুতি জানিবে। দেবতারা উহার হোতা। মৃত জীবের ইন্দ্রিয়গ্রাম দেবতা বলিয়া অভিহিত। তাহারা সুরপুরাগ্নিতে শ্রদ্ধাকে আহুতি দেন। সেই শ্রদ্ধাই স্বর্গভোগোপযোগী সোমরাজ্যখ্য দিব্য শরীররূপে পরিণত হয়। ভোগাবসানে আবার ঐ শরীর

পর্জন্যানলে হুত হইয়া বর্ষারূপে পরিণত হয়। উহাই পৃথ্বীরূপ অনলে হুত হইয়া অন্নাকারে পরিণত হয়। সেই অন্ন পুরুষানলে বীর্য্যরূপ পরিগ্রহ করে। নারীরূপ বহ্নিতে রেতঃ পুরুষাকার প্রাপ্ত হয়। পঞ্চম বহ্নিতে এইরূপে হুত জলের পুরুষ-যোনি ধারণ ঘটে। এই প্রতীতিনিবন্ধন সূক্ষ্মভূত সকলের সহিতই জীবের গতি সিদ্ধ হইল। মরণ সময়ে পুরুষের বাক্য বহ্নিতে, প্রাণ বায়ুতে, চক্ষু সূর্য্যে, মন চন্দ্রে, কর্ণ দিকে, দেহ পৃথিবীতে, আত্মা অন্তরীক্ষে, লোম ওষধিতে, কেশ সকল বৃক্ষে এবং জলে রক্ত ও বীর্য্য নিহিত হয়,—এই শ্রুতির উক্তি গৌণ মাত্র। কেননা ঐ গতির বিষয়ে চাক্ষুষ প্রমাণ নাই। মরণ সময়ে বাগাদির নিরস্ততাই শ্রুতির তাৎপর্য্য। প্রথমাহুতিতে জলাদি ভূতের সহিত জীবের গমন স্বীকার করিলেও জলকে প্রথমাহুতি বলা হয় নাই। শ্রদ্ধা প্রথমাহুতি বলিয়া উল্লিখিত। ঐ শ্রদ্ধা মানসবৃত্তি বলিয়া উহার জলত্ব অসম্ভব। পঞ্চাগ্নিতে জলরূপ হোমই উক্ত হইয়াছে। আর শ্রদ্ধাকে প্রথম হোম বলা হইয়াছে। যদি শ্রদ্ধাশব্দে জলার্থ গ্রহণ না হয়, তাহা হইলে উভয়ের বিসদৃশ ভাব ঘটে। ফলকথা শ্রদ্ধা মনোবৃত্তি নহে। মন হইতে নিষ্কাশন করিয়া শ্রদ্ধার হোম-কার্য্য ঘটে। অতএব জলের সহিত মিলিত হইয়াই জীবের গতি হইয়া থাকে। যে সকল জীব ইষ্টাদি কর্ম্ম করে, তাহাদের চন্দ্রলোকে গতি হয়; যাহারা

ইষ্টাপূর্ত্তির উপাসনা করে, ধূমে তাহাদের প্রবেশ হয়। কর্ম্মাবলম্বীদিগের ধূমপথ সংযোগে স্বর্গাদি গমনের পর ভোগাবসানে অফলোন্মুখ কর্ম্মের সহিত মর্ত্ত্যলোকে পুনরাবৃত্তি ঘটে। জীবের পুনরাবৃত্তি সময়ে উত্তম আচরণ নিবন্ধন উত্তম (ব্রাহ্মণাদি) যোনি এবং কুৎসিত আচরণ জন্য কুৎসিৎ (কুকুর, শূকরাদি) যোনি প্রাপ্তি ঘটে। অবরোহণ সময়েও ধূম ও আকাশের পথেই পূর্ব্বের ন্যায় অবরোহণ ঘটে। আচরণের ক্রমানুসারে দেহ ধারণ ঘটে। কাষ্ণাজিনি শ্রুতিকথিত চরণ শব্দে অনুশয়কে লক্ষ্য করিয়াছেন।

আনর্থক্যমিতি চেন্ন তদপেক্ষত্বাৎ ॥১১॥ সুকৃতদুষ্কৃতে এব তু বাদরিঃ ॥১২॥ অনিষ্টাদিকারিণামপি চ শ্রুতম্ ॥১৩॥

কর্ম্ম আচারের অধীন। আচারের বিফলতা ঘটে না। সদাচার-বর্জ্জিত ব্যক্তি কোনকালে কর্ম্মের অধিকারী হয় না। মনু বলেন—"সন্ধ্যাহীনোঽশুচির্নিত্যমনর্হঃ সর্ব্বকর্ম্মসু।" সন্ধ্যাহীন ব্যক্তি নিত্য অপবিত্র এবং সকল কর্ম্মেই অনধিকারী। বাদরি মুনির অভিপ্রায় চরণশব্দে সুকৃত ও দুষ্কৃত উভয়ই প্রতীত হইয়া থাকে। ইষ্ট (যজ্ঞাদি) কর্ম্মানুষ্ঠায়ী জনগণের ন্যায় অনিষ্টকারী জীবদিগেরও আরোহণ ও অবরোহণ ঘটে। তাহাদের গতি কি চন্দ্রলোকে না যমলোকে, তাহাই নির্ণয় করা হইতেছে—

সংযমনে ত্বনুভূয়েতরেষামারোহাবরোহৌ তদ্গতিদর্শনাৎ ॥১৪॥ স্মরন্তি চ ॥১৫॥ অপিসপ্ত ॥১৬॥ তত্রাপি চ

তদ্ব্যাপারাদবিরোধঃ ॥ ১৭ ॥ বিদ্যাকর্ম্মণোরিতি তু প্রকৃতত্বাৎ ॥১৮॥ ন তৃতীয়ে তথোপলব্ধেঃ ॥১৯॥ স্মর্য্যতে চ লোকে ॥২০॥ দর্শনাচ্চ ॥২১॥ তৃতীয় শব্দাদবরোধঃ সংশোকজস্য ॥২২॥

অনিষ্টকর্ম্মকারিগণ **সংযমন** নামক যমপুরে গমনপূর্ব্বক তথায় যমদণ্ড ভোগ করিয়া পুনর্ব্বার এখানে আগমন করে। সুতরাং তাহাদেরও আরোহণ ও অবরোহণ প্রমাণিত। নচিকেতার প্রতি যমরাজের উক্তি—যাহারা বালক (অজ্ঞ), প্রমাদী এবং ধনমদমত্ত, তাহারা হরিলোক-প্রাপ্তির উপায়-স্বরূপ সৎকর্ম্মাদির অনুষ্ঠান করে না। তাহাদের ধারণা—এই লোকই সত্য, পরলোকের অস্তিত্ব নাই। এই প্রকার অন্ধ বিশ্বাসের বাধ্য হইয়া পুনঃ পুনঃ উৎপত্তি ও মৃত্যু নিবন্ধন তাহারা আমার অধীনতায় আবদ্ধ থাকে। স্মৃতিতে (শ্রীমদ্ভাগবতে) উক্তি আছে—পাপীলোক মৃত্যুর পর যমরাজ্যে যাইবার সময় পথিমধ্যে বারংবার উত্থিত ও পতিত হইয়া যমরাজ নিকটে উপনীত হয় এবং তাঁহার বশ্যতাবদ্ধ হইয়া শাস্তিভোগ করে। রৌরব, মহান্, বহ্নি, বৈতরণী ও কুম্ভীপাক এই পাঁচটী অনিত্য এবং তামিশ্র ও অন্ধতামিশ্র দুইটী নিত্য নরকের কথা মহাভারতে বর্ণিত। পাপীদিগের ঐ নরক সকল ফলভোগ-ভূমি। এতদ্ব্যতীত অপর এক বিংশতি নরকের বর্ণনাও পাওয়া যায়।

বিদ্যা ও কর্ম্মের দ্বারা দেবযান ও পিতৃযান-পথের কথা

শুনা যায়। ক্ষুদ্র দংশ-মশকাদি ভূতগণের এই উভয় পথে গতি ঘটে না। বারংবার জন্ম-মৃত্যুই তাহাদের তৃতীয় স্থান প্রাপ্তি। ঐ সকল ভূতের উৎপত্তি-বিষয়ে ত্রিবিধ বীজ দৃষ্ট হইয়া থাকে। উহারা উদ্ভিজ্জ, অণ্ডজ ও জরায়ুজ বলিয়া গণ্য। উদ্ভিজ্জ ও স্বেদজের পঞ্চমাহুতির অপেক্ষা নাই। যাহাদিগকে চন্দ্রলোকে আরোহণ ও অবরোহণ করিতে হয়, তাহাদেরই পঞ্চমাহুতির প্রয়োজন। উপরিলিখিত ত্রিবীজের মধ্যে স্বেদজের উল্লেখ না থাকায় তৃতীয় উদ্ভিজ্জ শব্দের দ্বারাই স্বেদজের উল্লেখ জানিতে হইবে। ইহাদের ভূমি ও জল হইতে উৎপত্তি।

তৎস্বাভাব্যাপত্তিরুপপত্তেঃ ॥ ২৩ ॥ নাতিচিরেণ বিশেষাৎ ॥ ২৪ ॥ অন্যাধিষ্ঠিতে পূর্ব্ববদভিলাপাৎ ॥ ২৫ ॥ অশুদ্ধমিতি চেন্ন শব্দাৎ ॥২৬॥ রেতঃ সিগ্‌যোগোঽথ ॥২৭॥ যোনেঃ শরীরম্ ॥২৮॥

চন্দ্রলোকে ভোগের উদ্দেশে জলময় শরীর উদ্ভূত হয়, উহা সূর্য্যকিরণ-তাপ মিশ্রিত তুষারখণ্ডের ন্যায় ক্ষণকালজাত শোকাগ্নি দ্বারা লয় প্রাপ্ত হইয়া সূক্ষ্মতা নিবন্ধন আকাশ সদৃশ হইয়া থাকে। পরে বায়ুর বশ্য হয়। অনন্তর ধূমাদির সহিত সংমিলিত হয়। আকাশাদি হইতে অবরোহণ বিলম্ব ঘটে না। বর্ষাবসানে ব্রীহি যব, ওষধি, বৃক্ষ, তিল, মাষাদির উৎপত্তি হয়। স্বর্গভ্রষ্ট জীবের ঐ সকলে মুখ্য জন্ম ঘটে না। কারণ ঐ সকল দেহে অন্য জীবের অধিষ্ঠান

আছে। সুতরাং স্বর্গ হইতে স্খলিত জীবের ভোগের জন্য ব্রীহি-আদি জন্ম হয় না, কিন্তু উহা সংশ্লেষ মাত্র। যদি বলা যায়, স্বর্গাদিফলদায়ক ইষ্টাদিকর্ম্ম অশুদ্ধ; তাহা নহে। যজ্ঞকার্য্যে হিংসা পাপ নহে। ব্রীহ্যাদি জন্ম প্রাপ্তির পর রেতঃসিক্ পুরুষে সংযোগ ঘটিয়া থাকে। যে ব্যক্তি অন্ন ভোজন বা রেতঃ সিঞ্চন করে, অনুশায়ী জীব তদ্‌ভাব প্রাপ্ত হয়। অনুশয়ী জীব পিতৃশরীর হইতে মাতৃযোনিতে গমন করিয়া মুখ্য দেহ ধারণ করে। অতএব এই দুঃখময় সংসারে বিরক্ত হইয়া আনন্দময় শ্রীহরির ধ্যান করাই সুধীগণের কর্ত্তব্য।

তৃতীয় অধ্যায়—দ্বিতীয় পাদ

সন্ধ্যে সৃষ্টিরাহ হি ৷১॥ নির্ম্মাতারং চৈকে পুত্রা-**দয়শ্চ ৷২॥** মায়ামাত্রন্তু কাৎস্নেনানভিব্যক্তস্বরূপত্বাৎ ৷৩॥ **সূচকশ্চ হি শ্রুতেরাচক্ষতে চ তদ্বিদঃ ॥৪॥** পরাভিধ্যানাত্তু তিরোহিতং ততো হ্যস্য বন্ধবিপর্য্যয়ৌ ৷৫॥ দেহযোগাদ্বা সোঽপি ৷৬॥

জাগ্রত ও সুষুপ্তির মধ্যবর্ত্তী বলিয়া স্বপ্নস্থানের নাম সন্ধ্য-স্থান। এ অবস্থায় রথাদি-সৃষ্টি ঈশ্বরকর্ত্তৃত্বাধীন। অল্পাল্প কর্ম্মানুযায়ী ফলভোগের জন্য পরমাত্মা স্বপ্নদ্রষ্টা পুরুষের দ্রষ্টব্য অল্পকালস্থায়ী রথাদির সৃষ্টি করিয়া থাকেন। যৎকালে জীব নিদ্রাভোগ করে, তখন পরমাত্মা জীবের

কর্ম্মানুসারে তাহাদের পুত্রাদি কামনার উৎপত্তি করিয়া থাকেন। অনভিব্যক্তস্বরূপা অতর্ক্যা মায়াই স্বাপ্নিক সৃষ্টির উপকরণ।

স্বপ্ন শুভাশুভের সংসূচক। কাম্যকর্ম্মে স্বপ্নাবস্থায় স্ত্রী দর্শন হইলে সমৃদ্ধি প্রাপ্তি ঘটে। কৃষ্ণদন্ত কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ দেখিলে তাহার হস্তে স্বপ্নদর্শনকারী হত হইয়া থাকে। স্বপ্নকালে গজারোহণ শুভ, আবার গর্দ্দভে আরোহণ অশুভসূচক। বিশ্বামিত্র মুনি স্বপ্নে শিবের নিকট হইতে রামরক্ষা-মন্ত্র স্তব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। স্বপ্নকালে মন্ত্র-ঔষধাদি প্রাপ্তি দর্শনে তাহার সত্যতা সপ্রমাণ হইতেছে। ঈশ্বরই স্বপ্নাদি বুদ্ধিকর্ত্তা ও তৎতিরস্কর্ত্তা। কঠে উল্লেখ আছে, যে ব্যক্তি স্বপ্নান্ত ও জাগরিতান্ত উভয় সৃষ্টি দর্শন করেন, তাঁহকে চিন্তা করিলে জীবকে শোকের মুখ দেখিতে হয় না। এতদ্বারা সপ্রমাণ হইতেছে যে, স্বপ্নের ন্যায় জাগর অবস্থাও পরমেশ্বর কর্তৃক ঘটিয়া থাকে।

এক্ষণে সুষুপ্তির স্থান নির্দ্ধারিত হইতেছে—

তদভাবো নাড়ীষু তচ্ছ্রুতেরাত্মনি চ ॥ ৭ ॥ অতঃ প্রবোধোঽস্মাৎ ॥ ৮ ॥ স এব তু কর্ম্মানুস্মৃতিশব্দবিধিভ্যঃ ॥ ৯ ॥ মুগ্ধেঽসংপ্রাপ্তিঃ বিশেষাৎ ॥ ১০ ॥

সুষুপ্তি কেবল জাগর ও স্বপ্নের অভাব। যে প্রকার দ্বার দ্বারা প্রাসাদে প্রবেশপূর্ব্বক লোকে পর্য্যঙ্কশায়ী হয়, তদ্রূপ দ্বারস্বরূপ নাড়ীর সাহায্যে প্রবেশ করিয়া পুরীতদ্‌বর্ত্তী

ব্রহ্মে অবস্থান ঘটে। ব্রহ্মই একমাত্র সুষুপ্তির স্থান। অতএব ব্রহ্ম হইতেই প্রবোধের উদয় হইয়া থাকে। যখন ব্রহ্মই সুপ্তিস্থান এবং নাড়ীসকল দ্বার মাত্র, তখন স্বপ্নাবসানে ব্রহ্ম হইতেই জাগরণ ঘটে। কর্ম্ম, অনুস্মৃতি, শব্দ ও বিধিদ্বারা উত্থান জানা যায়। কর্ম্মশব্দের অর্থ—নিদ্রিতাবস্থার পূর্ব্বে অনুষ্ঠিত লৌকিক কর্ম্মাদি। অনুস্মৃতির অর্থ—যে আমার নিদ্রা ঘটিয়াছিল, সেই আমি নিদ্রা হইতে উঠিয়াছি। যদি সুপ্ত ব্যক্তির মুক্তি স্বীকার করা যায়, তবে পূর্ব্বোক্ত বিধিসমূহ ব্যর্থ হইয়া যায়। যেমন লবণজলপূর্ণ ঘটের মুখ আবৃত করিয়া গঙ্গাজলে নিক্ষেপ ও তাহা হইতে উদ্ধার করিলে লবণজলে গঙ্গাজলের আস্বাদ অনুভূত হয় না, সেইরূপ বাসনাবদ্ধ জীব নিদ্রিত ও নিশ্চলেন্দ্রিয় হইয়া বিশ্রামস্থান ব্রহ্মকে আয়ত্ত করিতে পারিলেও তাহার উত্থান ভোগের জন্যই হইয়া থাকে, কিন্তু তাহার ব্রহ্মসারূপ্য প্রাপ্তি ঘটে না বাসনার অন্ত হয় না বলিয়া। মূর্চ্ছাবস্থায় ব্রহ্মপ্রাপ্তি অর্দ্ধপ্রাপ্তি মাত্র। উক্ত অবস্থায় ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে বিষয়-অদর্শন জন্য উহা জাগর বলিয়া গণ্য হয় না। সংজ্ঞার অভাবহেতু স্বপ্ন বা সুষুপ্তিও নহে।

ন স্থানতোঽপি পরস্যোভয়লিঙ্গং সর্ব্বত্র হি ॥ ১১ ॥ ন ভেদাদিতি চেন্ন প্রত্যেকমতদ্বচনাৎ ॥১২॥ অপি চৈবমেকে ॥ ১৩ ॥ অরূপবদেব তৎ প্রধানত্বাৎ ॥ ১৪ ॥ প্রকাশবচ্চা-বৈয়র্থ্যম্ ॥ ১৫ ॥ আহ চ তন্মাত্রম্ ॥ ১৬ ॥ দর্শয়তি চাথো

অপি স্মর্য্যতে ॥ ১৭ ॥ অতএব চোপমা সূর্য্যকাদিবৎ॥ ১৮ ॥ অম্বুবদগ্রহণাৎ তু ন তথাত্বম্ ॥ ১৯॥ বৃদ্ধিহ্রাসভাক্ত্বমন্তর্ভাবাদুভয়সামঞ্জস্যাদেবম্ ॥ ২০ ॥ দর্শনাচ্চ ॥ ২১ ॥ প্রকৃতৈতাবত্ত্বং হি প্রতিষেধতি ততো ব্রবীতি চ ভূয়ঃ ॥ ২২ ॥ তদব্যক্তমাহ হি ॥২৩॥ অপি সংরাধনে প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাম্ ॥ ২৪ ॥ প্রকাশবচ্চাবৈশেষ্যাৎ ॥ ২৫ ॥ প্রকাশশ্চ কর্ম্মণ্যভ্যাসাৎ ॥ ২৬ ॥ অতোঽনন্তেন তথাহি লিঙ্গম্ ॥ ২৭ ॥ উভয়ব্যপদেশাত্ত্বহিকুণ্ডলবৎ ॥ ২৮ ॥ প্রকাশাশ্রয়বদ্বা তেজস্ত্বাৎ ॥ ২৯ ॥ পূর্ব্ববদ্বা ॥ ৩০ ॥ প্রতিষেধাচ্চ ॥ ৩১ ॥

এক্ষণে নানারূপ প্রকাশ সত্ত্বে ভগবান্ নিজ স্বরূপের একতা ত্যাগ করেন না, এজন্য তাঁহার অচিন্ত্যশক্তিত্ব প্রদর্শিত হইতেছে। তাঁহার স্থান ও স্বরূপভেদে রূপের ভিন্নতা ঘটে না, পরন্তু সকল স্থানে এক স্বরূপেরই প্রকাশ হয়। ভেদ স্বীকার করিলে অভেদ উক্তি অযৌক্তিক, কিন্তু তাঁহার সম্বন্ধে অযৌক্তিক নহে। একই পরমেশ্বর সর্ব্বত্র বিদ্যমান, কিন্তু এক হইয়াও ঐশ্বর্য্য প্রভাবে সূর্য্যের ন্যায় বহুরূপে প্রতিভাত হন। আত্মাই ভগবানের নিত্য বিগ্রহ। তিনি স্বয়ংই বিগ্রহ, সুতরাং ঐরূপই প্রধান। বিগ্রহ ভিন্ন ধ্যান ঘটে না। গোপালতাপনীতে ব্রহ্মকে সৎপুণ্ডরীকনয়ন, নবনীরদবপু, বিদ্যুদম্বর, দ্বিভুজ, বনমালা-বিভূষিত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ঈশ্বরে দেহ-দেহীর

ভিন্নতা নাই। প্রকৃতির অতীত পরমাত্মা সাক্ষাৎ গোপাল-মূর্ত্তিতে নিজ স্বরূপ প্রদর্শন করিয়া থাকেন। ঐ মূর্ত্তত্ব ভক্তিপূর্ণ হৃদয়েরই অনুভাব্য। উপাস্য ঈশ্বর হইতে উপাসক জীব ভিন্ন। দূরস্থিত জলাদিতে পরিচ্ছিন্ন সূর্য্যাদির আভাসের ন্যায় পরমাত্মার আভাসস্বরূপ জীব—একথা বলা অযুক্ত। কারণ তিনি অপরিচ্ছিন্ন বস্তু। পরমাত্মা জীব হইতে পৃথক্ বলিয়া সূর্য্যাদির ন্যায় উপমা দ্বারা পরমাত্মার সহিত জীব-সাদৃশ্য প্রদর্শিত হইয়াছে। অতএব জীব কখনই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব হইতে পারে না। সূর্য্য স্বরূপতঃ জলাদি উপাধিতে নির্লিপ্ত; কিন্তু তৎপ্রতিবিম্ব (জলাদিতে পতিত ছায়া সূর্য্যসকল) জলাদি-উপাধি-ধর্ম্ম-সংযুক্ত, সেইজন্য হ্রাসবৃদ্ধিভাগী এবং পরতন্ত্র। এইরূপ বিভু পরমাত্মা স্বতন্ত্র, প্রকৃতি তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। কিন্তু তাঁহার অংশভূত জীবসকল অণুপরিমিত, প্রকৃতি ধর্ম্মে পরিলিপ্ত ও পরতন্ত্র। তিনি প্রপঞ্চবিরহিত ব্যাপক চৈতন্যস্বরূপ বলিয়া চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহেন; এজন্য গীতায় তাঁহাকে অব্যক্ত ও অক্ষর পুরুষ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। প্রত্যক্ চৈতন্যস্বরূপ হইলেও তাঁহাকে জ্ঞান ও ভক্তিদ্বারা লাভ করিতে পারা যায়। অগ্নি যেমন সূক্ষ্মরূপে অব্যক্ত, স্থূলরূপে দৃশ্যমান, ঈশ্বর তাদৃশ নহেন। তাঁহাতে অগ্নির ন্যায় স্থূল-সূক্ষ্মের কোন প্রকার বিশেষ নাই। তিনি সর্ব্বত্র প্রকাশমান। ধ্যান-সমন্বিত

অর্চ্চনাদি ক্রিয়ার অভ্যাস দ্বারাই তাঁহার প্রকাশ হইয়া থাকে। তিনি অন্ত, অনন্ত, অপরিচ্ছিন্ন ও ব্যাপক হইলেও ভক্তিদ্বারা প্রসন্ন হইয়া নিজ ভক্তের নিকট স্বরূপ প্রকাশ করিয়া থাকেন। সর্প কুণ্ডলযুক্ত হইলেও কুণ্ডলকে যেমন সর্পের বিশেষণ বলা হয়, সেইরূপ ব্রহ্ম জ্ঞান ও আনন্দযুক্ত হইলেও আনন্দকে ব্রহ্মের বিশেষণ বলা হয়। উভয় পক্ষই সত্য। তাঁহার শক্তি অচিন্ত্য বলিয়া ইহা সম্ভব। প্রকাশবিশিষ্ট সূর্য্য যেমন প্রকাশের আশ্রয়, সেইরূপ জ্ঞানাত্মা হরিও জ্ঞানের আশ্রয়।

পরমতঃ সেতুন্মানসম্বন্ধ-ভেদব্যপদেশেভ্যঃ ॥ ৩২ ॥

সামান্যাত্তু ॥ ৩৩ ॥

জীবানন্দ অপেক্ষা ব্রহ্মানন্দ জাতি ও পরিমাণ বিষয়ে অতি উৎকৃষ্ট। পরমাত্মা ঈশ্বর, সেতু ও ধারক। অন্য আনন্দাদি ব্রহ্মানন্দের কণিকারূপ অংশমাত্র।

বুদ্ধ্যর্থঃ পাদবৎ ॥ ৩৪ ॥

নিখিল জগৎ তাঁহার পাদস্বরূপ বলিলে সকল পদার্থই ঈশ্বর সম্বন্ধীয় এইরূপ বোধ জন্মিয়া অন্যের প্রতি দ্বেষ ভাব থাকে না।

স্থানবিশেষাৎ প্রকাশাদিবৎ ॥ ৩৫ ॥ উপপত্তেশ্চ ॥৩৬॥ তথান্যপ্রতিষেধাৎ ॥ ৩৭ ॥ অনেন সর্ব্বগতত্বমায়া-মশব্দাদিভ্যঃ ॥ ৩৮ ॥ ফলমতঃ উপপত্তেঃ ॥ ৩৯ ॥

শ্রুতত্বাচ্চ ॥ ৪০ ॥ ধর্ম্মং জৈমিনিরত এব ॥ ৪১ ॥ পূর্ব্বন্তু বাদরায়ণো হেতুব্যপদেশাৎ ॥ ৪২ ॥

যদিও ব্রহ্মের একই মাত্র স্বরূপ, তথাপি স্থান, ধাম এবং ভক্তজনবিশেষে ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য প্রকাশ বশতঃ শান্ত, দাস্য, সখ্যাদি ঈশ্বরের প্রকাশ-তারতম্য হইয়া থাকে। তিনিই সর্ব্বপ্রধান। তাঁহা অপেক্ষা প্রধান আর কেহ নাই। তিনি মধ্যমাকারযুক্ত হইলেও সর্ব্বব্যাপী। আয়ামাদি শব্দ সকল ব্যাপ্তির বোধক। পরমেশ্বর যজ্ঞাদি সকল কর্ম্মের ফলদাতা। তিনি সর্ব্বজ্ঞ এবং সর্ব্বশক্তিমান। যজ্ঞাদি ক্রিয়াদ্বারা আরাধিত হইয়া তিনি উপাসকগণকে অনুরূপ ফলদানে সমর্থ। পুণ্য ও পাপানুষ্ঠানকারী জীবকে পুণ্যলোক ও পাপলোক অর্পণ করেন।

তৃতীয় অধ্যায়—তৃতীয় পাদ

ভগবানের সর্ব্ববেদবেদ্যত্ব-নির্ণয়—

সর্ব্ববেদান্তপ্রত্যয়ং চোদনাদ্যবিশেষাৎ ॥ ১ ॥ ভেদাদিতি চেন্নৈকস্যামপি ॥ ২ ॥ স্বাধ্যায়স্য তথাত্বেন হি সমাচারেঽধিকারাচ্চ ॥ ৩ ॥ সববচ্চ তন্নিয়মঃ ॥ ৪ ॥ দর্শয়তি চ ॥ ৫ ॥

বিধিবাক্যের সর্ব্বত্র একরূপতাহেতু সর্ব্ববেদনির্ণয়োৎপাদ্য জ্ঞানই ব্রহ্ম। "আত্মাকেই উপাসনা করিবে" ইত্যাদি

বেদবাক্যে যে বিধি ও যুক্তির প্রয়োগ করা হইয়াছে, সর্ব্বত্রই তাহার সাদৃশ্য দৃষ্ট হইয়া থাকে। কোথাও বিজ্ঞানানন্দ-স্বরূপ, কোথাও বা সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্ববিৎ এই অর্থভেদ প্রযুক্ত অধিকার-ভেদ স্বীকার করা যায় না। একই শাখাতে কোথাও সত্য, জ্ঞান, অনন্তস্বরূপ, কোথাও বা আনন্দস্বরূপ ব্রহ্ম অভিহিত হইয়াছেন। এক শাখানিষ্ঠ পুরুষসকল যেমন ঐসকল ভেদের মীমাংসা করিয়া থাকেন, তদ্রূপ সর্ব্বশাখাগত ভেদেরও মীমাংসা করিতে হইবে। স্বাধ্যায়ের বিধি সকল বেদের অধ্যয়নেই প্রযুক্ত। আচার সম্বন্ধেও ঐরূপ বিধি। সকল শাখায় সকল কর্ম্মেই সকলের অধিকার আছে, তবে অশক্তের জন্য শাখাভেদ ও ক্রিয়াভেদের কল্পনা।

সৌর্য্য হইতে শতৌদন পর্য্যন্ত সপ্তহোমের নাম 'সব'। সবের ন্যায় ঐ নিয়ম জানিতে হইবে। নদীসকলের জল যেরূপ শক্তি অনুসারে সাগরে মিলিত হয়, সেইরূপ নিখিল বেদবাক্যই পুরুষের শক্তি অনুসারে ব্রহ্মজ্ঞানে পর্য্যবসিত হয়। "সর্ব্ববেদ যাঁহার পদ ব্যক্ত করেন" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য সকল শ্রীহরির সর্ব্ববেদবেদ্যত্ব প্রদর্শন করিয়া থাকে।

এখন সংশয় এই—তিনি কোথাও তমালশ্যামল, পীতবসন, গোপগোপী পরিবৃত, কোথাও জানকীশোভিত বামভাগ, ধনুর্ধারী, কোথাও বা ব্রহ্মার ও ভয়দত্ব নৃসিংহরূপ

ইত্যাদি স্থলে দেবতার গুণভেদে উপাসনার ভেদ হইবে কিনা তদুত্তর—

উপসংহারোঽর্থাভেদাদ্বিধিশেষবৎ সমানে চ ॥ ৭ ॥ ন বা প্রকরণভেদাৎ পরোবরীয়স্ত্বাদিবৎ ॥ ৮ ॥ সংজ্ঞাতশ্চেত্তদুক্তমস্তি তু তদপি ॥ ৯ ॥

উপাস্য ব্রহ্ম যদি এক হইলেন, তাহা হইলে উপাসনাও তুল্যই হইল, সুতরাং গুণের উপসংহারে কোন দোষ হয় না। কোন বিশেষ বচন না থাকায় উপসংহারের অন্যথাত্ব প্রতীত হইতে পারে না। দৃঢ় ভক্তিবিশিষ্ট ভক্তগণ বহু শাখা অধ্যয়ন করিয়াও নিজ ইষ্ট উপনিষৎ আলোচনা করিয়া সেই সেই প্রকাশিত গুণ সকলেরই ধ্যান করিয়া থাকেন। মনোজ্ঞ শ্রীকৃষ্ণাদিরূপের একান্ত ভক্তগণ নৃসিংহাদি রূপনিষ্ঠ ভাবের এবং নৃসিংহ ভক্তগণ শ্রীকৃষ্ণনিষ্ঠ বংশী-বেত্রাদিযুক্ত ভাবের চিন্তা করেন না। আত্মনিষ্ঠ ভক্তের ভক্তি অপেক্ষা একান্ত ভক্তের ভক্তির দৃঢ়তাহেতু শ্রেষ্ঠতা। রূপ-বিশেষে যাঁহাদের চিত্ত একান্ত আসক্ত, তাঁহারাই একান্ত ভক্ত।

ব্যাপ্তেশ্চ সমঞ্জসম্ ॥১০॥ সর্ব্বাভেদাদন্যত্রেমে ॥ ১১ ॥ আনন্দাদয়ঃ প্রধানস্য ॥ ১২ ॥

ঈশ্বর এক হইয়াও বিভিন্ন রূপের বিভিন্ন বয়া ধর্ম্মাদি প্রকাশ করিয়া থাকেন। সুতরাং প্রভুতাদ্বারা একরস প্রযুক্ত তাঁহার বাল্যাদিগুণসকল সেই সেই পরিকর-যোগে

চিন্তনীয় হইয়া থাকেন। শ্রীহরি, তাঁহার পরিকর ও তাঁহার কর্ম্মাংশ সকলের অভেদ বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। তিনি পূর্ণানন্দ, পূর্ণজ্ঞান ও ভক্তবাৎসল্যাদি ধর্ম্মসমূহের একান্ত আশ্রয়।

প্রিয়শিরস্ত্বাদ্য প্রাপ্তিরুপচয়াপচয়ৌ হি ভেদে ॥ ১৩ ॥ ইতরেত্বর্থসামান্যাৎ ॥ ১৪ ॥ আধ্যানায় প্রয়োজনাভাবাৎ ॥ ১৫ ॥ আত্মশব্দাচ্চ ॥ ১৬ ॥ আত্মগৃহীতিতরবদুত্তরাৎ ॥ ১৭ ॥ অন্বয়াদিতিচেৎ স্যাদবধারণাৎ ॥ ১৮ ॥

প্রিয়শিরস্ত্বাদি বেদবাক্য হইতে আনন্দাত্মক বিষ্ণুর শির প্রিয় ইত্যাদি ধর্ম্মের কথা শ্রুত হয়। বিশেষ কথিত বাক্যে মোদ প্রমোদ শব্দদ্বয় দ্বারা আনন্দের বৃদ্ধি ও হ্রাস মাত্র প্রতীত হয়। ঐ সমস্ত অনিত্য কল্পনাবিশিষ্ট রূপ-গুণাদির উপসংহার অনাবশ্যক। কিন্তু অন্যত্র চিৎসুখত্ব, জগৎকারণত্ব ও পারমৈশ্বর্য্যাদিরূপ ব্রহ্মধর্ম্মের উপসংহার কর্ত্তব্য। আধ্যান অর্থাৎ সম্যক্‌রূপে অনুচিন্তনের জন্য যে সকল রূপক উপদেশ কৃত হইয়াছে, তাহাদের উপসংহার প্রয়োজন নাই। আনন্দাত্মক ব্রহ্ম আত্মশব্দেই নির্দ্দিষ্ট। স্থূলবুদ্ধি জনগণের জন্যই রূপকের উপদেশ। চেতন জীবাদিতে আত্মশব্দের প্রয়োগ থাকিলেও আত্মশব্দে ব্রহ্মই উদ্দিষ্ট। আত্মা প্রাণময় ইত্যাদি বাক্যে জীবে আত্মশব্দের অন্বয় দর্শনে উত্তরত্র আত্মা বা ইদমগ্রআসীৎ ইত্যাদি বাক্যে পরমাত্মা বলিয়া স্থিরীকৃত হইবে না।

এরূপ বলা অসঙ্গত। কারণ আত্মা হইতে আকাশাদির উৎপত্তি উক্ত হইয়াছে। অতএব উক্ত শব্দের পরমাত্ম-নিষ্ঠত্বই যুক্ত।

কার্য্যাখ্যানাদপূর্ব্বম্ ॥ ১৯ ॥

শ্রুতিতে নারায়ণকে পিতা, মাতা, ভ্রাতা, সুহৃৎ, গতি প্রভৃতি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অতএব পূর্ণানন্দাদি গুণসদৃশ পিতৃত্বাদি-গুণ সমূহও ভগবানেতে ভাবনা করিবে।

সমান এবঞ্চাভেদাৎ ॥ ২০ ॥ সম্বন্ধাদেবমন্যত্র ॥ ২১ ॥ ন চাবিশেষাৎ ॥ ২২ ॥ দর্শয়তি চ ॥ ২৩ ॥ সংভৃতিদ্যু-ব্যাপ্ত্যপি চাতঃ ॥ ২৪ ॥ পুরুষবিদ্যায়ামিব চেতরেষামনা-ম্নানাৎ ॥ ২৫ ॥ বেধাদ্যর্থভেদাৎ ॥ ২৬ ॥

ঈশ্বরের মূর্ত্তির অন্তর্গত নেত্রাদি ইন্দ্রিয়সকল বিরুদ্ধ লক্ষণযুক্ত বোধ হইলেও ঐসকল তুল্য ও অভিন্ন বলিয়া মানিয়া পরিপূর্ণ মুর্ত্তির উপাসনাতেই মুক্তি। প্রত্যক্ষরূপ ঈশ্বরের প্রকাশে যে যে গুণের উপসংহার করা হইবে, আবেশাবতারেও তাহা উচিত কি না ? তদুত্তর—তাহা উচিত নহে। কারণ ঈশ্বরাবেশ হইলেও জীবত্ব-লক্ষণ ধর্ম্মে অপর জীবের সহিত তাঁহাদের পার্থক্য নাই। সংভৃতি অর্থাৎ পূর্ণতা ও দ্যুব্যাপ্তি অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপকতা গুণদ্বয় আবেশে নাই। আবার পরমেশ্বরের সর্ব্বভূতো-পাদানত্ব ও সর্ব্বনিয়ামকত্বাদি-গুণের অবস্থান আবেশা-বতারে অসম্ভব। প্রাণিগণের ক্লেশজনক বেধাদিগুণ অর্থাৎ

অগ্নে! তুমি নিজ তেজ দ্বারা রাক্ষসগণের মর্ম্মস্থান ভেদ কর" ইত্যাদি বাক্য উপাসনার যোগ্য নহে। যেহেতু মোক্ষাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি হিংসাশূন্য।

হানৌ তুপায়নশব্দশেষত্বাৎ কুশাচ্ছন্দস্তত্যুপগানবত্তদুক্তম্ ॥ ২৭ ॥ সাম্পরায়ে তর্ত্তব্যাভাবাৎ তথা হ্যন্যে ॥ ২৮॥

নিয়ত বেদপাঠের পর কুশ লইয়া কিঞ্চিৎ ইচ্ছার সহিত যে স্তুতিগান, দেহাদি মোহপাশবিনাশে শাস্ত্রযুক্তিদ্বারা তত্ত্বচিন্তাও তদ্রূপ অর্থাৎ তাহা নিজ ইচ্ছার উপর নির্ভর করে মাত্র। অনুরাগী ভক্তের ঈশ্বর চিন্তন ইচ্ছাকৃত। ঈশ্বরে প্রেম জন্মিলে পাশ বিনষ্ট হয়। তখন বিধিভক্তের ন্যায় জ্ঞান-বৈরাগ্যাদি সাধনের আবশ্যকতা থাকে না। তবে ভক্তির অঙ্গস্বরূপ জ্ঞান-বৈরাগ্য-ত্যাগের উপদেশ নাই।

ছন্দত উভয়াবিরোধাৎ ॥ ২৯ ॥ গতেরর্থবত্ত্বমুভয়থান্যথা হি বিরোধঃ ॥ ৩০ ॥ উপলক্ষণস্তল্লক্ষণার্থোপলব্ধেলে´াকবৎ ॥ ৩১ ॥

ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য এই উভয়বিধ উপাসনা অনাদিকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। জীবগণের যদৃচ্ছাক্রমে সৎপ্রসঙ্গ হইলে তাঁহারা গুরূপদিষ্ট পথে অনুগামী হন। উক্ত দ্বিবিধ ভক্তি দ্বারাই ভগবৎপ্রাপ্তি হইলেও দুই প্রকার সাধনা ও প্রাপ্তির প্রভেদ আছে। রুচিপথানুবর্ত্তি

হরিভজন করাই প্রধান। রুচিভক্ত ঈশ্বরের সেবাদ্বারা তাঁহাকে বশীভূত করিয়া থাকেন।

অনিয়মঃ সর্ব্বেষামবিরোধাচ্ছব্দানুমানাভ্যাম্ ॥৩২॥ যাবদধিকারমবস্থিতিরাধিকারিকাণাম্ ॥ ৩৩ ॥

ধ্যানাদি সমস্ত বিধির অনুষ্ঠানই যে মুক্তির সাধন, এরূপ নিয়ম নাই, বরং প্রত্যেকের পৃথক্ সাধনতা দেখিতে পাওয়া যায়। প্রত্যেক সাধনদ্বারাই অমৃতত্ব লাভ স্বীকার্য্য। ব্রহ্মবিদ্যা হইলেই যে সকলের মোক্ষ হয়, তাহা নহে। ব্রহ্মবিদ্যা দ্বারা সঞ্চিত কর্ম্মের নাশ হইলেই মোক্ষ হয়। ব্রহ্মাদি অধিকারীদিগের কর্ম্মক্ষয় না হওয়ায় অধিকার পর্য্যন্ত অপেক্ষা থাকে। ঐসকলের ক্ষয় হইলে মুক্তি ও পরমপদ লাভ হয়। ইন্দ্রাদি দেবগণ নিজ নিজ অধিকারান্তে ব্রহ্মাদি দেবগণের পদ প্রাপ্ত হন। তদধিকার-শেষে মুক্তি আদি লাভ হয়।

অক্ষরধিয়াং ত্ববরোধঃ সামান্যতদ্ভাবাভ্যামৌপসদবৎ তদুক্তম্ ॥ ৩৪ ॥ ইয়দামননাৎ ॥ ৩৫ ॥

অক্ষর ব্রহ্মবিষয়ক অস্থূল, অণনু, অহ্রস্ব ইত্যাদি জ্ঞান সমস্ত ব্রহ্মোপাসনাতেই কর্ত্তব্য। ঐ জ্ঞানদ্বারা ব্রহ্ম হইতে ব্রহ্মেতর পদার্থের পার্থক্য অনুভূত এবং সকল হেয় বস্তু হইতে ব্রহ্মের অসাধারণত্ব প্রমাণিত হয়। ঐ স্থলে ভগবানের বিগ্রহরূপত্বাদি ধর্ম্ম সকল অবশ্যই চিন্তা করিতে হইবে।

অন্তরা ভূতগ্রামবৎ স্বাত্মনঃ ॥ ৩৬ ॥ অন্যথা ভেদানুপপত্তিরিতি চেন্নোপদেশান্তরবৎ ॥ ৩৭ ॥ ব্যতিহারো বিশিংষন্তি হীতরবৎ ॥ ৩৮ ॥ সৈব হি সত্যাদয়ঃ ॥ ৩৯ ॥

ভক্তগণের চক্ষে ভগবানের নিবাসস্থান পরব্যোমপুর প্রাকৃত জীবনিবাসের ন্যায়ই বোধ হয়। অধিষ্ঠাতা ও অধিষ্ঠানের ভেদ না থাকিলেও বিশেষ করণের হেতু ভেদবৎ উপপন্ন হয়। চিদানন্দবিগ্রহ হরি নিজ অধিষ্ঠান হইতে অভিন্ন বলিয়া চিন্তনীয়। অতএব তাঁহার অধিষ্ঠানও ধ্যেয় পদার্থ। ভগবানের পরাশক্তি তাঁহা হইতে অভিন্ন। অতএব সত্য। ভগবৎ শব্দের অর্থ—ভকার-অর্থে সংভর্ত্তা ও ভর্ত্তা। গকারের অর্থ নেতা, গময়িতা ও স্রষ্টা। যে অক্ষর পুরুষে সমস্ত ভূতের অবস্থিতি এবং যিনি অখিল ভূতে বাস করেন; তিনিই বকারের প্রতিপাদ্য; ভগশব্দদ্বারা সমগ্র ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, যশঃ, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও শ্রী বুঝায়।

এক্ষণে শ্রীবিশিষ্টতারূপ গুণের উপসংহার করিতেছেন —যজুর্বেদে শ্রীশ্চ তে লক্ষ্মীশ্চ পত্ন্যৌ অর্থাৎ শ্রী ও লক্ষ্মী নাম্নী দুইটী পত্নী কথিতা হইয়াছেন। শ্রী রমাদেবী এবং লক্ষ্মী ভগবৎসম্বন্ধিনী সম্পৎ। কেহ কেহ বলেন—শ্রী বাগ্‌দেবী এবং লক্ষ্মী রমাদেবী। ঐ শ্রী নিত্যা না অনিত্যা? তদুত্তর—

কামাদীতরত্র তত্র চায়তনাদিভ্যঃ ॥ ৪০ ॥ আদরাদলোপঃ ॥ ৪১ ॥ উপস্থিতেঽতস্তদ্বচনাৎ ॥ ৪২ ॥

কাম অর্থে রিরংসা, আদি অর্থে তদনুগুণের পরিচর্য্যা। আয় অর্থে প্রাপ্তি এবং তন অর্থে ভক্তমোক্ষানন্দ বিস্তার। এই উভয় অর্থে শ্রীর পরাত্ব প্রতিপন্ন। সুতরাং পরাই শ্রী এবং উহা নিত্যা। শ্রী পরমাত্মা হইতে অভিন্না হইলেও বিচিত্র গুণাকরত্বহেতু পরমেশ্বরে আদরের জন্য শ্রীর পরমেশ্বরে ভক্তির অসম্ভাবনা নাই।

যদিও শক্তি ও শক্তিমানে কোন ভেদ নাই, তথাপি শক্তির আশ্রয় পুরুষোত্তমস্বরূপে এবং শক্তি স্ত্রীরত্নস্বরূপে উপস্থিত হন বলিয়া পুরুষের আত্মারামত্ব এবং পূর্ত্তির অনুগুণ কামাদির প্রকাশ সম্ভব। যিনি কামসহকারে কামনা করেন, তিনি কামী; আর যিনি অকামে কামনা করেন, তিনি অকামী। অকাম শব্দের অর্থ কামতুল্য প্রেমসহকারে। ঐ প্রেম আত্মানুভব-লক্ষণ। যে কামনা আত্মানুভব লক্ষণ সহকারে কৃত হয়, তাহাতে আত্মারামত্ব ও পূর্ণত্বের ব্যত্যয় হয় না। পরাশক্তিই জ্ঞান, সুখ, কারুণ্য, ঐশ্বর্য্য, মাধুর্য্যাদিরূপে স্ফুরিতা হন। যখন শব্দাকারে স্ফুরিতা হন, তখন নামরূপা; ধরিত্রীর আকারে স্ফুরিতা হইলে ধামরূপা এবং হ্লাদিনীসার-সমবেত সম্বিদাত্মক যুবতীরত্নরূপে প্রকাশিতা হইলে শ্রীরাধারূপা হন। স্বরূপ-গত ভেদ না থাকিলেও বিশেষ বিজৃম্ভিত ভেদকার্য্যদ্বারা বিভাবের ভেদ বিভাবিত হওয়ায় অভিলাষ সিদ্ধ হইয়া থাকে।

গোপাল তাপনীতে উক্ত হইয়াছে—শ্রীকৃষ্ণই পরদেবতা, তাঁহারই ধ্যান করিবে, রতি করিবে, ভজন করিবে, যজন করিবে ইত্যাদি স্থলে সংশয় এই যে, এই রূপ ব্যতীত অন্য রূপে উপাসনা সম্ভব কি না? তদুত্তর—

তন্নির্দ্ধারণানিয়মস্তদ্দৃষ্টেঃ পৃথগ্ হ্যপ্রতিবন্ধঃ ফলম্ ॥ ৪৩ ॥

কেবল যে কৃষ্ণরূপেই উপাসনা করিতে হইবে, শ্রীরামাদি রূপে নহে, এমন কোন নিয়ম নাই। তিনি বিভিন্নরূপে বিভিন্ন ভক্তের উপাস্য হইয়া থাকেন।

প্রদানবদেব তদুক্তম্ ॥ ৪৪ ॥ লিঙ্গভূয়স্ত্বাত্তদ্ধি বলীয়স্তদপি। ৪৫ ॥ পূর্ব্ববিকল্পঃ প্রকরণাৎ স্যাৎ ক্রিয়ামানসবৎ ॥ ৪৬ ॥ অতিদেশাচ্চ ॥ ৪৭ ॥

বেদের অনেক স্থলেই উক্ত হইয়াছে—ভগবত্তত্ত্ববিজ্ঞানলাভার্থ গুরুর অনুগ্রহই বলবান। তথাপি গুরুপাদপদ্ম হইতে শ্রবণাদি নিতান্ত আবশ্যক।

একদা মুনিগণ ব্রহ্মার নিকট প্রশ্ন করেন—সর্ব্বারাধ্যত্বাদিগুণ কাহার? ব্রহ্মা বলেন—শ্রীকৃষ্ণই তাদৃশ গুণ সম্পন্ন এবং ভক্তিই তাঁহাকে পাইবার একমাত্র উপায়। রজোগুণের অতীত যিনি, তিনিই আমি—এই ভাবনা করিলে মুক্তি, ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হইবেন। ইহাই অভেদ চিন্তা। ইহা ভক্তিরই বিকল্প ভাব। ঐহিক পারত্রিক সমস্ত অবস্থা ত্যাগ করিয়া ঈশ্বরে মনঃকল্পনার নামই ভজন।

ইহাই নিষ্কাম কর্ম্ম। সেবাপূজাদিকার্য্য এবং মানসানুস্মরণের ন্যায় এই চিন্তা ভক্তিরই অবস্থান্তর। সমস্তই ব্রহ্মের অধীন বলিয়া ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন বোধ। ব্রহ্মায়ত্তবৃত্তিকত্বাদি দ্বারা ভেদে অভেদ জ্ঞান হয়। গোপীদিগের শ্রীকৃষ্ণলীলানুকরণও এই প্রকার।

বিদ্যৈব তু তন্নির্দ্ধারণাৎ ॥ ৪৮ ॥ দর্শনাচ্চ ॥ ৪৯ ॥ শ্রুত্যাদিবলীয়স্ত্বাচ্চ ন বাধঃ ॥ ৫০ ॥ অনুবন্ধাদিভ্যঃ ॥৫১॥

শাস্ত্রজ্ঞান পূর্ব্বক উপাসনাকেই বিদ্যা কহে। তাদৃশী বিদ্যা হইতেই মোক্ষ হয়। বিদ্যাশব্দের অর্থ জ্ঞানপূর্ব্বিকা ভক্তি। বিদ্যা দ্বারা ঈশ্বর সাক্ষাৎকার হইলেই মুক্তি। শ্রুতিতে জানাইয়াছেন—কর্ম্মের দ্বারা নিষ্কর্ম্ম-সিদ্ধি হয় না। গুরু-কৃপাসহকৃত ঈশ্বরোপাসনাই মুক্তির কারণ বলিয়া নিশ্চিত; সুতরাং মহৎ উপাসনাই কর্ত্তব্য বলিয়া শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট।

কেহ কেহ বলেন, বিভিন্ন পথ দিয়া কোন নগরে গমন করিলে যেমন বিভিন্ন পথে গমনজনিত নগর দর্শনের ভেদ হয় না, তদ্রূপ বিভিন্ন উপায়ে উপাসনা দ্বারা ব্রহ্মপ্রাপ্তিরূপ ফলের তারতম্য হয় না। তন্নিরাসার্থ বলিতেছেন—

প্রজ্ঞান্তরপৃথক্ত্ববদ্দৃষ্টিশ্চ তদুক্তম্ ॥ ৫২ ॥

প্রভেদ অনুসারে উপাসনায় ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারের প্রভেদ হয়। বেদে যজ্ঞানুসারে ফলের বিভিন্নতা কথিত হইয়াছে। অতএব উপাসনানুসারে ঈশ্বর দর্শন ও তদনুরূপ মুক্তি লাভ ঘটে। উপাসনায় বিশুদ্ধতা না হইলে ফল হয় না।

পুনশ্চ সংশয়—জ্ঞান ব্যতিরেকে ব্রহ্ম দর্শন হয় না। কিন্তু ঈশ্বরের প্রকটলীলা কালে জ্ঞানহীন ব্যক্তিও তাঁহার দর্শন পাইয়া থাকে। তন্নিরসনার্থ বলিতেছেন—

ন সামান্যাদপ্যুপলব্ধের্মৃত্যুবন্ন হি লোকাপত্তিঃ ॥ ৫৩॥

সামান্য দর্শনে মুক্তি হয় না। যেমন মৃত্যু হইলেই মোক্ষ হয় না, সামান্য দর্শনেও তদ্রূপ। নৃগরাজ ও সুদর্শন বিদ্যাধরের সামান্য দর্শনে স্বর্গাদি ফল প্রাপ্তি হইয়াছিল। দর্শন দুই প্রকার—আবৃত বিষয় ও অনাবৃত বিষয়। পুণ্যের উদয়ে প্রথম প্রকার দর্শন হয়। তাহাতে বিষয়তত্ত্ব আবৃত থাকে। তদ্দ্বারা স্বর্গলাভ ঘটে। আর ব্রহ্মবিদ্যাদ্বারা লিঙ্গশরীর নষ্ট হইলে পরমশ্রেষ্ঠত্ব এবং চিৎসুখবিগ্রহত্ব-দর্শনই অনাবৃত বিষয়রূপ আন্তর দর্শন। তদ্দ্বারা মোক্ষ লাভ ঘটে। ঈশ্বর প্রকটলীলায় অসুর বিনাশ করিলে তদ্দর্শনেই অসুরগণের মুক্তি হয়—এই শাস্ত্রবাক্যের তাৎপর্য্য—ভগবানের চক্রাদিদ্বারা স্পৃষ্ট হইলে উহাদের লিঙ্গ শরীরের নাশ হয়। তাহাতে তাহাদের দৃষ্টির আবরণ খুলিয়া গিয়া প্রকৃত স্বরূপ দর্শন দ্বারা মুক্ত হয়।

মুণ্ডকে লিখিত আছে—আত্মাকে প্রবচন, মেধা বা বহু শ্রবণ দ্বারাও লাভ করা যায় না। কিন্তু তিনি যাহাকে বরণ অর্থাৎ স্বীকার করেন, তাঁহাকে নিজ তনু দান করেন। এস্থলে সন্দেহ—ঈশ্বরকৃত বরণ হইতেই ঈশ্বর দর্শন অথবা জ্ঞানভক্তিবলে ঈশ্বর দর্শন লাভ হয়? উত্তর—

পরেণ চ শব্দস্য তাদ্বিধ্যং ভূয়স্ত্বাৎ ত্বনুবন্ধঃ ॥ ৫৪ ॥

ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারের বিষয়ে তদীয় বরণ অর্থাৎ অনুগ্রহই কারণ বলাতে তদ্ভক্তিই তদ্দর্শনের কারণরূপে সঙ্গতি হইয়াছে। মুণ্ডকে বলিয়াছেন—বলহীন, প্রমাদী, তপস্বী বা অবধূতলিঙ্গধারী ব্যক্তি আত্মদর্শন পায় না, যিনি এই সকল উপায়ে যত্ন করেন, তিনিই ব্রহ্মধামে গমন করেন। এই সকল উপায় বলাতে বল ও অপ্রমাদকে সাধনরূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। ভক্তিই বল। গীতাতে "সেই পরম পুরুষ অনন্যভক্তি লভ্য" বলিয়া উক্তি দেখা যায়। কঠে বলিয়াছেন—"দুশ্চরিত্র, অশান্ত, অসমাহিত এবং অস্থিরচিত্ত ব্যক্তি প্রজ্ঞান দ্বারাও ভগবানকে লাভ করিতে পারে না।" যে ক্রমানুসারে ভগবদ্দর্শন হয়, তাহা এই—প্রথমে সাধুসঙ্গ ও সাধুসেবা, তদ্দ্বারা স্ব-স্বরূপ ও পরমাত্মস্বরূপবোধ, তদুভয়ের সম্বন্ধজ্ঞান, পরে অন্য বিষয়ে বিতৃষ্ণা সহকারে ভগবদ্ভক্তি। তদ্দ্বারা ভগবদ্দর্শন।

কেহ কেহ বলেন, শরীরে আত্মরূপী বিষ্ণু উপাস্য। জঠরে, হৃদয়ে ও ব্রহ্মরন্ধ্রে তিনি আছেন। ঐ সকল স্থানে তাঁহাকে উপাসনা দ্বারা প্রসন্ন করিতে পারিলে মুক্তিলাভ হয়। এরূপ জঠরাদিতে তিনি উপাস্য কি না? তদুত্তর—

এক আত্মনঃ শরীরে ভাবাৎ ॥ ৫৫ ॥

স্থূলবুদ্ধি লোকেরাই হৃদয়দহরে ভগবানের উপাসনা

করে। জঠরাদি প্রাকৃত পদার্থ, উহাতে ভগবানের অনস্তিত্ব হেতু উপাসনা সম্ভব হয় না।

যজ্ঞানুসারে ফল হয় —এই বাক্যে মাধুর্য্যগুণক ও ঐশ্বর্য্য-গুণক ভেদে দুই প্রকার উপাসনা কথিত। এখানে সন্দেহ— উপাসনা দ্বারা যে গুণযুক্তভাবে স্বরূপের চিন্তা করা যায়, তদ্দ্বারা তৎস্বরূপের লাভ হয়, কি চিন্তিত গুণের অতিরিক্ত স্বরূপেরও লাভ হয় ? তদুত্তর—

ব্যতিরেকস্তদ্ভাবভাবিত্বান্ন তূপলব্ধিবৎ ॥ ৫৬ ॥
অঙ্গাববদ্ধাস্ত ন শাখাসু হি প্রতিবেদম্ ॥ ৫৭ ॥

চিন্তিতের অতিরিক্ত গুণ পাওয়া যায় না। যেহেতু প্রাপ্তিতে তাহারই উদ্দেশ্য থাকে। চিন্তার অভাবহেতু চিন্তাতিরিক্ত গুণের উদয় সম্ভব হয় না।

মন্ত্রাদিবৎ বাবিরোধঃ ॥ ৫৮ ॥

সেই সেই বিষয়ের ভক্তি-প্রবর্ত্তনের জন্য মন্ত্রের ন্যায় তৎসঙ্কল্প বুঝিতে হইবে। যেমন এক মন্ত্র বহু কর্ম্মে প্রয়োগ হইয়া থাকে, তদ্রূপ যদ্‌গুণবিশিষ্টভাবে উপাসনা, তদ্‌গুণ-বিশিষ্টভাবেরই প্রাপ্তি জানিতে হইবে।

যিনি এক হইয়াও বহুধা প্রকাশিত হন, সেই ব্রহ্মের সকল উপাসনাতেই স্বরূপগত ও গুণগত বহুত্ব-ভাবনা করিতে হইবে কি না, তন্নিরসনার্থ কহিতেছেন—

ভূম্নঃ ক্রতুবৎ জায়স্ত্বম্ তথাহি দর্শয়তি ॥ ৫৯ ॥
নানাশব্দাদিভেদাৎ ॥ ৬০ ॥

যেমন যাগসকল আরম্ভ হইতে অবভৃথ স্নান পর্য্যন্ত ক্রতুত্বে প্রধান, তদ্রূপ ভগবানের বহুত্ব-গুণ সকল গুণের অনুগমন করে বলিয়া উহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্ব্বদা চিন্তনীয়। উপাস্যবোধক নৃসিংহাদি শব্দ, মন্ত্র, আকৃতি ও ক্রিয়ার পার্থক্যহেতু স্বরূপগত ঐক্য থাকিলেও উপাসনার ভেদ স্বীকার্য্য। অতএব উপাসনা ভিন্ন ভিন্ন প্রকার।

এখন সংশয় এই যে, তত্তদুপাসক ঐ সকল প্রকার উপাসনা করিবে, কি কোন একটি করিবে? তদুত্তর—

বিকল্পোঽবিশিষ্টফলত্বাৎ ॥ ৬১ ॥ কাম্যাস্তু যথাকামং সমুচ্চীয়েরন্ন বা পূর্ব্বহেত্বভাবাৎ ॥ ৬২ ॥

যাদৃশ সৎসঙ্গানুযায়ী ভগবৎসঙ্কল্প হইতে যাদৃশ উপাসনা পাওয়া যায়, সেইরূপেই অনুষ্ঠান কর্ত্তব্য, অন্য অনুষ্ঠানের আবশ্যক নাই। কাম্য উপাসনায় ব্রহ্ম সাক্ষাৎ-কারের অপেক্ষা নাই। কামনানুসারে ফলের তারতম্য থাকায় কামী-ব্যক্তির উপাসনা ভিন্ন প্রকার। তাহারা সর্ব্বপ্রকার সকাম উপাসনাই করিতে পারে। মোক্ষা-কাঙ্ক্ষীর কামের অপেক্ষা নাই।

পুনশ্চ সন্দেহ—অঙ্গী ভগবানের অঙ্গসকলের পৃথক ধ্যান কর্ত্তব্য কি না? উত্তর—

অঙ্গেষু যথাশ্রয়ভাবঃ ॥ ৬৩ ॥ শিষ্টেশ্চ ॥ ৬৪ ॥ সমাহারাৎ ॥ ৬৫ ॥ গুণসাধারণ্য শ্রুতেশ্চ ॥ ৬৬ ॥ ন বা তৎসহভাবাশ্রুতেঃ ॥ ৬৭ ॥ দর্শনাচ্চ ॥ ৬৮ ॥

যে অঙ্গ যে গুণের আধার, সেই অঙ্গে সেই গুণ ধ্যান করা আবশ্যক। ব্রহ্মা নিজ শিষ্যগণকে ঐ সকল অঙ্গগুণ-চিন্তনের উপদেশ দিয়াছেন। এই হেতু ঐ সকল অঙ্গগুণ-চিন্তনীয়। ভগবানের সকল অঙ্গেই সকল গুণ চিন্তা করা যাইতে পারে। যেহেতু বেদে তাঁহার সর্ব্বত্রই হস্তপদাদির সত্তা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। স্মৃতিতেও কথিত হইয়াছে—ভগবানের সকল অঙ্গই জগতের দর্শন, পালন ও লয় সম্পাদন করে। আবার বিচারান্তর দেখাইতেছেন—ভগবানের যে অঙ্গে যে গুণের উল্লেখ আছে, সেই অঙ্গে সেই গুণেরই চিন্তা করিতে হইবে। এই হেতু সকল অঙ্গে সকল গুণ চিন্তা করিতে হইবে না। বিশেষতঃ শ্রীমুখেই মৃদু হাস্যাদি আছে, অন্যত্র নাই।

তৃতীয় অধ্যায়—চতুর্থ পাদ

এক্ষণে সংশয়—বিদ্যা কেবল মোক্ষেরই কারণ অথবা তদ্দ্বারা স্বর্গাদিও প্রাপ্তি হয়?

পুরুষার্থোঽতঃ শব্দাদিতি বাদরায়ণঃ ॥ ১ ॥ শেষত্বাৎ পুরুষার্থবাদো যথান্যেষ্বিতি জৈমিনিঃ ॥ ২ ॥ আচার-দর্শনাৎ ॥ ৩ ॥ তচ্ছ্রুতেঃ ॥ ৪ ॥ সমন্বারম্ভণাৎ ॥ ৫ ॥ তদ্বতো বিধানাৎ ॥ ৬ ॥ নিয়মাচ্চ ॥ ৭ ॥ অধিকো-

পদেশাৎ তু বাদরায়ণস্যৈবং তদ্দর্শনাৎ ॥ ৮ ॥ তুল্যন্তু দর্শনম্ ॥ ৯ ॥ অসার্ব্বত্রিকী ॥ ১০ ॥

বিদ্যা হইতে সকল পুরুষার্থই প্রাপ্তি হইতে পারে। শ্রীহরি বিদ্যা দ্বারা তুষ্ট হইয়া ভক্তকে আত্মদান করিয়া থাকেন। অন্য ফলের ইচ্ছা হইলে তাহাও প্রাপ্তি ঘটে। উপাসক জীব উপাস্য বিষ্ণুর স্বরূপ ও সম্বন্ধ জ্ঞাত হইয়া শাস্ত্রবিধি অনুসারে আরাধনায় প্রবৃত্ত হয়। ঐ কর্ম্ম দ্বারা পাপ নাশ এবং শুভাদৃষ্ট জন্মে। তদ্দ্বারা স্বর্গ ও মুক্তি লাভ হয়। বিদ্যা বিষয়ে যে ফলশ্রুতি দেখা যায়, তাহা অর্থবাদ মাত্র—ইহা জৈমিনির মত। বর্ণাশ্রমবিহিত আচার দ্বারাই পরম পুরুষ বিষ্ণুর উপাসনা করা যায়, ভগবৎপরিতোষের অন্য পন্থা নাই—এ প্রকার বচনও শুনা যায়। ছান্দোগ্যে উক্ত হইয়াছে যে, শাস্ত্র অনুযায়ী শ্রদ্ধার সহিত যে কর্ম্ম করা যায়, তাহাই বলবত্তর। ইহাতে বিদ্যার কর্ম্মাঙ্গত্বই শ্রুত হয়। বিশেষতঃ বিদ্যা ও কর্ম্মের সাহিত্য ব্যতিরেকে অন্য ফল দৃষ্ট হয় না। এই হেতু কর্ম্মই একান্ত অনুষ্ঠেয়। ব্রহ্মজ্ঞানবিশিষ্ট ব্রাহ্মণকেই দর্শ ও পৌর্ণমাস যজ্ঞে ব্রহ্মারূপে বরণের কথা তৈত্তিরীয়কে উক্ত হইয়াছে। সুতরাং ব্রহ্মজ্ঞান থাকাতেই যখন ঋত্বিক্-কর্ম্মে অধিকার হইতেছে, তখন বিদ্যা কর্ম্মেরই অঙ্গ। জ্ঞানী ব্যক্তি যাবজ্জীবন কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে, ইহাই নিয়ম। বাদরায়ণের মত—জ্ঞান হইলে কর্ম্মের অধিকার জন্মে। জ্ঞান কর্ম্মের অগ্রবর্ত্তী এবং

কর্ম্ম জ্ঞানের পরবর্ত্তী। বিদ্যা অর্থাৎ জ্ঞানের উদয়ে কর্ম্ম-ত্যাগই কর্ত্তব্য। তবে বিদ্বান্ ব্যক্তির কর্ম্মাচরণ লোক-সংগ্রহের জন্য। আর অবিদ্বানের কর্ম্ম চিত্তশুদ্ধি-নিমিত্ত। ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন লোকের কর্ম্মানুষ্ঠানে বাধা নাই। এই প্রকার শ্রুতি সর্ব্বত্র সঙ্গতা নহে। কর্ম্মপদ্ধতি-বিষয়া বলিয়া বিদ্যাকে কর্ম্মের অঙ্গরূপে স্বীকার করা যায় না।

বিভাগঃ শতবৎ ॥ ১১ ॥ অধ্যয়নমাত্রবতঃ ॥ ১২ ॥ নাবিশেষাৎ ॥ ১৩ ॥ স্তুতয়েঽনুমতির্বা ॥ ১৪ ॥ কাম-কারেণ চৈকে ॥ ১৫ ॥ উপমর্দ্দঞ্চ ॥ ১৬ ॥ ঊর্দ্ধরেতঃসু চ শব্দে হি ॥ ১৭ ॥

বিদ্যা ও কর্ম্মের মিলনে ফলোদয়-বিষয়ক প্রমাণ-দৃষ্টে উভয়কৃত ফলের বিচার আবশ্যক। যে প্রকার গাভী ও ছাগ মূল্য শত মুদ্রা হইলে গাভী মূল্য নবতি মুদ্রা ও ছাগ মূল্য দশ মুদ্রা, সেইরূপ জীবের বিদ্যা ও কর্ম্মের ফলোৎপত্তির মূল্য জানিতে হইবে। এস্থলে ব্রহ্মবিৎ শব্দে বেদাধ্যয়ন মাত্র নিষ্ঠই বুঝিতে হইবে। যাবজ্জীবন কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে হইবে—এই শ্রুতির বিশিষ্টতা নাই, তৎপ্রতিপক্ষীয় শ্রুতিও আছে। যাবজ্জীবন কর্ম্মানুষ্ঠান শুদ্ধ বিদ্যার স্তুতিমাত্র। বিদ্যার এমনই মাহাত্ম্য যে যাবজ্জীবন কর্ম্মানুষ্ঠান করিলেও বিদ্বান্ ব্যক্তি কর্ম্মে লিপ্ত হন না। "জ্ঞানী লোক দোষ-বুদ্ধিতে কর্ম্ম হইতে নিরস্ত বা গুণ বুদ্ধিতে তাহাতে নিরত হন না। জ্ঞানাগ্নি সমস্ত কর্ম্মই ভস্মীভূত করে।" এই

স্মৃতিবচনে জ্ঞানীর সঞ্চিত বা প্রারব্ধ সকল কর্ম্মেরই নাশ দেখা যায়। ঊর্দ্ধরেতা জনগণের জ্ঞানোৎপত্তিতে যথেচ্ছাচারের কথা শুনা যায় অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি যথেচ্ছাচার করিতে পারেন। ইহা বৃহদারণ্যকের মত। গীতায়ও কহিয়াছেন—"জ্ঞানী ব্যক্তি লোক সংগ্রহার্থ অসক্ত হইয়া কর্ম্মানুষ্ঠান করিবেন।" এস্থলে সঙ্গতি এই—যাঁহারা প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন গৃহস্থ, তাঁহারা লোক সংগ্রহের জন্য বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবেন। যতিদিগের স্বেচ্ছাচারে কোন দোষ বর্ত্তিতে পারে না।

পরামর্শং জৈমিনিরচোদনা চাপবদতি হি ॥ ১৮ ॥ অনুষ্ঠেয়ং বাদরায়ণঃ সাম্যশ্রুতেঃ ॥ ১৯ ॥ বিধির্বা ধারণবৎ ॥ ২০ ॥ স্তুতিমাত্রমুপাদানাদিতি চেন্নাপূর্ব্বত্বাৎ ॥ ২১ ॥

জৈমিনি বলেন, নিয়ম প্রযুক্ত স্বেচ্ছানুসারে বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠানই কামাচার। বিদ্বান ব্যক্তি কর্ম্ম ত্যাগ করিবেন, ইহা বিধিবাক্য নহে।

বিধিসম্মত কর্ম্মই জ্ঞানী ব্যক্তি করিবেন, ইহা বাদরায়ণের মত। স্মৃতিতেও উক্ত হইয়াছে, জ্ঞানী ব্যক্তি শৌচ, আচমন, স্নানাদি কর্ম্ম সকল বিধি-অনুগত হইয়া করেন না। ইচ্ছাপূর্ব্বক অনুষ্ঠান করেন। উক্ত বাক্য বিধি নহে, জ্ঞানীদিগের স্তুতিমাত্র। যেমন প্রিয় পাত্রকে "যাহা ইচ্ছা তাহাই কর" বলিলে তাহার প্রশংসা মাত্র করা হয়। কিন্তু যথেচ্ছাচারে অনুমতি দেওয়া হয় না। তদ্রূপ উক্ত

স্বেচ্ছাচারোক্তি জ্ঞানীর পক্ষে প্রশংসা মাত্র। যেহেতু ব্রহ্মানুভবী জ্ঞানীর বিষয়ে কথিত কামচার অপূর্ব্ব বিধি, কেবল প্রশংসা নহে।

ভাবশব্দাচ্চ ॥ ২২ ॥ পারিপ্লবার্থা ইতি চেন্ন বিশেষিতত্বাৎ ॥ ২৩ ॥ তথা চৈকবাক্যতোপবন্ধাৎ ॥ ২৪ ॥ অতএব চাগ্নীন্ধনাদ্যনপেক্ষা ॥ ২৫ ॥ সর্ব্বাপেক্ষা চ যজ্ঞাদি শ্রুতিরশ্ববৎ ॥ ২৬ ॥

ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষে সমস্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠানাবকাশ না থাকায় কেবল লোক সংগ্রহার্থ কিঞ্চিৎ কর্ম্মের অনুষ্ঠান-কথিত হইয়াছে। উপনিষদের উপাখ্যান-সমূহ ব্রহ্মবিদ্যা বিষয়ক, কিন্তু অস্থিরার্থক অর্থাৎ সংশয়প্রকাশক বলিয়া পারিপ্লবার্থক বলা যায় না। যদি উহা অস্থিরার্থক নহে প্রতিপাদিত হইল, তবে উহাদিগকে বিদ্যার প্রতিপত্তির উপযোগী বলাই যুক্তিযুক্ত। বিদ্যার স্বাধীনত্ব সপ্রমাণ করিতে উহার ফল সম্বন্ধে যজ্ঞাদি কর্ম্মের অপেক্ষা নাই। বিদ্যার উৎপত্তি বিষয়ে যজ্ঞ ও শমদমাদির আবশ্যকতা শ্রুত হয়। গমন বিষয়ে যেমন অশ্বাদির অপেক্ষা দৃষ্ট হয়, তদ্রূপ বিদ্যার উৎপত্তিতে যজ্ঞাদির অপেক্ষা দেখা যায়।

যজ্ঞাদি দ্বারাই যদি বিদ্যা হয়, তবে শমদমাদির অপেক্ষা কি? তদুত্তর—

শমদমাদ্যুপেতস্তু স্যাৎ তথাপি তু তদ্বিধেস্তদঙ্গতয়া তেষামবশ্যানুষ্ঠেয়ত্বাৎ ॥ ২৭ ॥

যজ্ঞাদি দ্বারা যদিও বিশুদ্ধ ব্যক্তির বিদ্যা লাভ হয়, তথাপি বিদ্যার্থী শমদমাদিযুক্ত হইবেন। উহা বিদ্যারই অঙ্গ, অতএব অবশ্য অনুষ্ঠেয়।

অতঃপর জ্ঞানীর নিষিদ্ধাচার নিবারিত হইতেছে—

সর্ব্বান্নানুমতিশ্চ প্রাণাত্যয়ে তদ্দর্শনাৎ ॥ ২৮ ॥ অবাধাচ্চ ॥ ২৯ ॥ অপি স্মর্য্যতে ॥ ৩০ ॥ শব্দশ্চাতো কামচারে।

অন্নের অভাবে যেখানে প্রাণ-ত্যাগের সম্ভাবনা, তথায়ই সর্ব্বান্ন-ভোজনের অনুজ্ঞাসূচক বাক্য দেখা যায়। কিন্তু উহা বিধি নহে। ছান্দোগ্যে উল্লিখিত চাক্রায়ণ ঋষি প্রাণরক্ষার জন্য চণ্ডালের উচ্ছিষ্ট কুল্মাষ (অর্দ্ধ সিদ্ধ মাষকলাই) ভক্ষণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তৎপ্রদত্ত জল পান করেন নাই। কারণ তখন তাঁহার প্রাণরক্ষা হইয়াছিল। আপৎকালে সর্ব্বান্নভোজন বিদ্বানের পক্ষে দোষাবহ নহে। বিদ্বানের মন নির্ম্মল। নির্ম্মলান্তঃকরণের কোন কার্য্যে বাধা নাই। জীবিতাত্যয়মাপন্নো যোহন্নমত্তি যতস্তত ঃলিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা। স্মৃতিতেও দেখা যায়,—যেমন জল পদ্মপত্রে লিপ্ত হয় না, সেইরূপ প্রাণ-নাশ-সম্ভাবনায় যে কোন লোকের অন্ন ভোজনে পাপ হয় না। আপৎকাল ব্যতীত বিদ্বান্ ব্যক্তির কামচারে অর্থাৎ স্বেচ্ছাচারিতায় প্রবৃত্ত হওয়া অকর্ত্তব্য। কারণ, ছান্দোগ্যে আছে,—আহার-শুদ্ধিতে সত্ত্বশুদ্ধি, সত্ত্ব-শুদ্ধিতে ধ্রুবাস্মৃতি এবং তাহা হইতে সর্ব্ববন্ধনের নাশ হয়।

বিহিতত্বাচ্চাশ্রমকর্ম্মাপি ॥ ৩২ ॥ সহকারিত্বেন ॥ ৩৩ ॥ সর্ব্বথাপি তত্র বোভয়লিঙ্গাৎ ॥৩৪॥ অনভিভবঞ্চ দর্শয়তি ॥ ৩৫ ॥ অন্তরা চাপি তু তদ্‌দৃষ্টেঃ ॥ ৩৬ ॥ অপি স্মর্য্যতে ॥ ৩৭ ॥ বিশেষানুগ্রহশ্চ ॥ ৩৮ ॥

বিদ্যাবৃদ্ধির জন্য বিদ্বান ব্যক্তিরও নিজ আশ্রমবিহিত কর্ম্মই কর্ত্তব্য। ঐ সকল কর্ম্ম বিদ্যার সহকারিভাবেই অনুষ্ঠিত হইবে, মুক্তিহেতু নহে। এই উপদেশ স্বনিষ্ঠের জন্য। স্বধর্ম্মানুরোধ ত্যাগ করিয়া নিয়ত ভগবদ্ধর্ম্মেরই অনুষ্ঠান পরিনিষ্ঠিতের কর্ত্তব্য কিন্তু স্বধর্ম্মানুষ্ঠান গৌণভাবে কর্ত্তব্য। ইহা শ্রুতি স্মৃতি উভয়েরই উপদেশ। তাহাদের ভাগবত ধর্ম্মের অনুষ্ঠান হেতু আশ্রম ধর্ম্মের অননুষ্ঠানে দোষ হয় না। স্বভাবতঃ বিরক্ত (নিরপেক্ষ) পুরুষগণ আশ্রম-ধর্ম্মে না থাকিলেও পূর্ব্বজন্মের অনুষ্ঠিত ধর্ম্ম, সত্য, জপাদি দ্বারা বিশুদ্ধতা-প্রযুক্ত বিদ্যালাভে সমর্থ হন। স্মৃতিতেও এইরূপ উক্ত হয়—যাহারা সৎপুরুষের মুখ হইতে ভগবৎ-কথামৃত কর্ণপুটে পান করেন, তাঁহাদের চিত্তশুদ্ধি ও ভগবৎ-পাদপদ্ম লাভ হয়। গীতাতেও উক্তি আছে—যে সকল ব্যক্তি মদ্গত চিত্ত ও মদ্গতপ্রাণ হইয়া সর্ব্বদা সাধুসঙ্গে অবস্থান করেন, আমার কথায়ই থাকেন এবং আমাকে তুষ্ট করিয়া তাহাতেই আনন্দ ভোগ করেন, সেই প্রীতিপূর্ব্বক ভজন-কারিগণ যাহাতে আমাকে প্রাপ্ত হইতে পারেন, আমি সেই

প্রকার বুদ্ধিযোগ প্রদান করিয়া থাকি। ইহা তাঁহাদের প্রতি ভগবানের বিশেষ কৃপা।

অতস্ত্বিতরৎ জ্যায়ো লিঙ্গাচ্চ ॥ ৩৯ ॥ তদ্ভূতস্য তু নাতদ্ভাবো জৈমিনেরপি নিয়মাতদ্রূপাভাবেভ্যঃ ॥ ৪০ ॥ ন চাধিকারিকমপি পতনানুমানাৎ তদ্‌যোগাৎ ॥ ৪১ ॥ উপপূর্ব্বমপি ত্বেকে ভাবমশনবৎ তদুক্তম্ ॥ ৪২ ॥ বহিস্তু-ভয়থা স্মৃতেরাচারাচ্চ ॥ ৪৩ ॥ স্বামিনঃ ফলশ্রুতেরিতি আত্রেয় ॥ ৪৪ ॥

অনাদি প্রবৃত্তিশীল জীবের প্রবৃত্তি সঙ্কোচ করিবার জন্যই বেদে আশ্রমের বিধি নির্দ্দিষ্ট। কিন্তু যাঁহাদের প্রবৃত্তি ক্ষয় হওয়ায় একমাত্র ব্রহ্মে রত, তাঁহাদের আশ্রম-বিধির প্রয়োজন নাই। জৈমিনির মত—ব্রহ্মের প্রতি অনন্যরতি ব্যক্তি পুনরায় সংসারাশ্রমে লিপ্ত হইতে পারে না। কারণ, ব্রহ্ম ব্যতীত কোন বিষয়ে তাঁহাদের বাসনা থাকে না। পতনের সম্ভাবনা বশতঃ তাঁহারা ইন্দ্রাদি-পদের কামনা করেন না। তাঁহাদের ব্রহ্মসুখ ভিন্ন অন্য কোন ভোগ নাই। উক্ত ভাবই তাঁহাদিগের ভোগ। তাঁহারা প্রপঞ্চে থাকিয়াও তাহার বহির্দ্দেশে অবস্থিত। স্মৃতিতে উক্ত আছে—যে সকল ভক্ত প্রেমরজ্জুতে ভগবানের পাদপদ্ম বন্ধন করিয়াছেন, ভগবান কখনই তাঁহাদিগকে ত্যাগ করেন না। তাঁহাদের সহিত ভগবানেরও সেইরূপ আচরণ কথিত হইয়াছে। ভগবান বলেন—আমি নিরপেক্ষ, শান্ত,

সমদর্শী ভক্তের অনুগমন করি এবং তাহাদের পদরেণু দ্বারা সর্ব্বত্র পবিত্র করিয়া থাকি। উভয় হেতু দ্বারা ভগবান ও ভক্তের অন্তর ও বহিঃসংশ্লেষ কথিত হইয়াছে। আত্রেয় মুনি বলেন—সর্ব্বেশ্বর হইতেই ভক্তগণের দেহযাত্রা নির্ব্বাহিত হয়।

আর্ত্তিজ্যমিত্যৌড়ুলোমিস্তস্মৈ হি পরিক্রীয়তে ॥ ৪৫ ॥ শ্রুতেশ্চ ॥ ৪৬ ॥

ঔড়ুলোমি বলেন, ভগবান নিরপেক্ষ ভক্তগণের ভক্তি দ্বারা পরিক্রীত হইয়া স্বয়ং ভক্তের দেহযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। যজমান দক্ষিণাদ্বারা পুরোহিতকে বশীভূত করার ন্যায় ভক্ত ভক্তিবলে ভগবানকে বশীভূত করেন।

সহকার্য্যন্তরবিধিঃ পক্ষেণ তৃতীয়ং তদ্বতো বিধ্যাদিবৎ ॥ ৪৭ ॥ কৃৎস্নভাবাত্তু গৃহিণোপসংহারঃ ॥ ৪৮ ॥ মৌনবদিতরেষামপ্যুপদেশাৎ ॥ ৪৯ ॥

যজ্ঞ ও শমদমাদি বিদ্যার সহকারী রূপে পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। এক্ষণে তৃতীয় অনুষ্ঠানের কথা বলিতেছেন—বেদাধ্যয়নান্তে গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া বিধিপূর্ব্বক গার্হস্থ্য-ধর্ম্মের অধিকারীই মোক্ষলাভ করিতে পারেন। গার্হস্থ্য-ধর্ম্মে অহিংসা ও ইন্দ্রিয়-দমনাদি বিভিন্ন আশ্রমের ধর্ম্ম সকলও দেখা যায়। যখন যাঁহার বিরাগ হইবে, তখনই তিনি মুনি হইতে পারেন অর্থাৎ প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিতে পারেন।

অনাবিষ্কুর্ব্বন্নন্বয়াৎ ॥ ৫০ ॥

ভগবান্ বলিয়াছেন—তপোরহিত, ভক্তিহীন, সৎসেবা-রহিত ব্যক্তি এবং যাহারা আমার উপর মায়িকগুণ আরোপ দ্বারা অসূয়া করে, তাহাদিগকে এই গুহ্য উপদেশ প্রদর্শন করিও না। যোগ্যস্থলেই উপদেশ ফলপ্রদ হয়।

ঐহিকমপ্রস্তুত প্রতিবন্ধে তদ্দর্শনাৎ ॥ ৫১ ॥

প্রতিবন্ধের অভাব হইলে ইহ জন্মেই বিদ্যা জন্মে। কিন্তু প্রতিবন্ধ থাকিলে জন্মান্তর অপেক্ষা করে। নচিকেতা, বামদেব প্রভৃতিই তৎপ্রমাণ।

এবং মুক্তিফলানিয়মস্তদবস্থাবধৃতেস্তদবস্থাবধৃতেঃ ॥৫২॥

যেমন বিদ্যাসাধনসম্পন্ন মুমুক্ষু ব্যক্তির বিদ্যালক্ষণ ফলের উৎপত্তি এই জন্মেই হইবে, এইরূপ কোন নিয়ম নাই, সেইরূপ বিদ্যাসম্পন্ন ব্যক্তির মোক্ষলক্ষণ ফলে শরীর পাতেরও কোন নিয়ম নাই, কিন্তু প্রারব্ধ ক্ষয়াবসানেই ঘটে ; প্রারব্ধ থাকিলে শরীরান্তর-ধারণে মুক্তি, নচেৎ প্রারব্ধাভাবে সেই শরীরেই মুক্তি ঘটে।

চতুর্থ অধ্যায়—প্রথম পাদ

অগ্নিষ্টোমাদিযজ্ঞের একবার মাত্র অনুষ্ঠানে স্বর্গাদি-লাভের ন্যায় একবার মাত্র শ্রবণ-মননাদি দ্বারা আত্মদর্শন হয় কি না? তদুত্তর—

আবৃত্তিরসকৃদুপদেশাৎ ॥ ১ ॥ লিঙ্গাচ্চ ॥ ২ ॥

শ্রবণাদির পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠানের উপদেশ আছে। আত্মসাক্ষাৎকার না হওয়া পর্য্যন্ত উহা অনুষ্ঠিত হওয়া কর্ত্তব্য। ভৃগু ব্রহ্মকে জানিয়াও নিজ পিতৃদেব বরুণের নিকট পুনঃ পুনঃ আলোচনার জন্য গিয়াছিলেন।

এখানে প্রশ্ন—উপাসনা ঈশ্বর বুদ্ধিতে বা আত্মবুদ্ধিতে হইবে? তদুত্তর—

আত্মেতি তূপগচ্ছন্তি গ্রাহয়ন্তি চ ॥ ৩ ॥ ন প্রতীকে ন হি সঃ ॥ ৪ ॥ ব্রহ্মদৃষ্টিরুৎকর্ষাৎ ॥ ৫ ॥

আত্মশব্দে বিজ্ঞানানন্দস্বরূপ বিভুবস্তুই বুঝিতে হইবে। তত্ত্বজ্ঞগণ তাঁহাকেই আত্মা বলিয়া জানেন এবং শিষ্যগণকেও সেইভাবেই গ্রহণ করাইয়া থাকেন। জীব অবিদ্যাযুক্ত হইয়া নিজেকেই চিন্তা করিবে, ইহা অসঙ্গত। প্রতীকে অর্থাৎ মন প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ে কখনই আত্মবোধ করিবে না। ইন্দ্রিয় ঈশ্বর নহে। তাহার অধিষ্ঠানই ঈশ্বর। অনন্ত কল্যাণগুণময় বলিয়া তাঁহার উৎকর্ষ আছে। পুরুষসূক্তের উক্তি—চন্দ্রমা মন হইতে, সূর্য্য চক্ষু হইতে, কর্ণ হইতে বায়ু এবং মুখ হইতে অগ্নি জন্মিয়াছে। এখানে ভগবানের চক্ষু প্রভৃতিতে আদিত্যাদির হেতুত্ব বোধ করা হইবে কি না? তদুত্তর—

আদিত্যাদিমতয়শ্চাঙ্গ উপপত্তেঃ ॥ ৬ ॥

তাদৃশ হেতুত্ব-বোধ সঙ্গতই। কারণ উহা দ্বারা বিষ্ণুর উৎকর্ষই সিদ্ধ হয়। শ্বেতাশ্বতরে আছে—দেহ, মস্তক ও

গ্রীবা সম ও সরল ভাবে স্থাপন করিয়া ইন্দ্রিয় সকলকে আত্মাতে সন্নিবেশিত করিয়া বিদ্বান ব্যক্তি ব্রহ্মরূপ উড়ুপ দ্বারা সংসারস্রোত হইতে উত্তীর্ণ হন। এই শ্রুতিবাক্যে ভগবদুপাসনায় আসনের আবশ্যকতা আছে কি না ? উত্তর—

আসীনঃ সম্ভবাৎ ॥৭॥ ধ্যানাচ্চ ॥৮॥ অচলত্বাপেক্ষ্য ॥৯॥ স্মরন্তি চ ॥১০॥

আসন ব্যতিরেকে চিত্তের একাগ্রতা হয় না। শয়ন, উত্থান বা গমনাদিতে চিত্তবিক্ষেপ নিবারণ করা যায় না। ধ্যানযোগের অনুগত হইবার কথাও শুনা যায়। সুতরাং আসন ব্যতিরেকে ধ্যান সম্ভব হয় না। বিজাতীয় চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া অব্যবহিত এক-চিন্তনের নাম ধ্যান। ধ্যানে অচঞ্চলতারও অপেক্ষা আছে। শ্রীগীতাতে উক্ত হইয়াছে—অনতিউচ্চ অনতিনিম্ন পবিত্রস্থানে কুশাসনের উপর মৃগচর্ম্ম ও চৈল আসন পাতিয়া তদুপরি স্থিরভাবে বসিয়া একাগ্রমনে চিত্ত ও ইন্দ্রিয়-ক্রিয়া সংযত পূর্ব্বক আত্মযোগ অভ্যাস করিবে। কায়, শির ও গ্রীবা সমভাবে রাখিয়া অচল ভাবে নাসিকার অগ্রভাগ দৃষ্টি করিবে। অন্য কোন দিকে চাহিবে না।

উপাসনায় দিক, দেশ, কাল নিয়ম আছে কিনা ? উত্তর—

যত্রৈকাগ্রতা তত্রাবিশেষাৎ ॥ ১১ ॥ আপ্রায়ণাৎ তত্রাপি হি দৃষ্টম্ ॥ ১২ ॥

যেখানে যেদিকে যে সময় চিত্তের একাগ্রতা হয়, সেই স্থানাদিতেই শ্রীহরির উপাসনা করিবে, ইহাতে দিনাদিরও নিয়ম নাই। স্মৃতিতেও উক্ত হইয়াছে—সেই দেশ, সেই কাল, সেই অবস্থিতিতে, সেই ভোগেই সেবা করিবে, যাহাতে মন প্রসন্ন হয়। মনঃপ্রসাদনের জন্যই দেশকালাদির ব্যবস্থা। কতদিন উপাসনা করিবে ? তদুত্তরে বলিতেছেন। মুক্তিলাভ না হওয়া পর্য্যন্ত উপাসনা করিবে।

তদধিগম উত্তরপূর্ব্বাঘয়োরশ্লেষবিনাশৌ তদ্ব্যপদেশাৎ ॥১৩॥ ইতরস্যাপ্যেবমশ্লেষঃ পাতে তু ॥১৪॥ অনারব্ধকার্য্যে এব তু পূর্ব্বে তদবধেঃ ॥১৫॥

বিদ্যা প্রভাবে উত্তর পূর্ব্ব সমস্ত পাপের অশ্লেষে বিনাশ হয়। পাপের ন্যায় পুণ্যেরও অশ্লেষে বিনাশ হয়। পূর্ব্ব সঞ্চিত অনারব্ধ কার্য্যও বিদ্যাবলে নষ্ট হয়। প্রদীপ্ত বহ্নি যেমন বিবিধ ইন্ধন দগ্ধ করে, বিদ্যাও সেইরূপ সর্ব্বকর্ম্ম নিঃশেষে দগ্ধ করে।

অগ্নিহোত্রাদি তু তৎকার্য্যায়ৈব তদ্দর্শনাৎ ॥১৬॥

অতোঽন্যাপি হ্যেকেষামুভয়োঃ ॥১৭॥

অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম অন্য কর্ম্মের ন্যায় নষ্ট হয় না। কারণ উহার কার্য্য বিদ্যারূপ ফল উৎপাদন করা। কাম্য কর্ম্মেরই নাশ হয়। কোন কোন পরমাতুর ভক্তের ভোগ ব্যতিরেকে প্রারব্ধ পাপপুণ্যেরও বিশ্লেষ হইয়া থাকে।

যদেব বিদ্যয়েতি হি ॥১৮॥ ভোগেন ত্বিতরে ক্ষপয়িত্বাথ সম্পদ্যতে ॥১৯॥

বিদ্যার সামর্থ্য প্রবল, তদুপরি ভগবৎকৃপা; ইহাতে জীবের প্রারব্ধাভাব হইবে, তাহাতে বিচিত্রতা কি? এইরূপ ব্যক্তি স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরের ক্ষয় সাধন করিয়া পার্ষদ শরীর প্রাপ্ত হইয়া সর্ব্বপ্রকারে সম্পন্ন হইয়া থাকেন। তিনি সর্ব্বপ্রকার কামনা সকল ব্রহ্মের সহ ভোগ করিয়া থাকেন।

চতুর্থ অধ্যায়—দ্বিতীয় পাদ

ছান্দোগ্যে আছে,—পুরুষের মৃত্যুকালে বাক্য মনে, মন প্রাণে, প্রাণ তেজ ও তেজ পরদেবতায় সম্পন্ন হয়। এখানে সংশয়—বাক্‌সম্পত্তি বৃত্তিবশে সম্পন্ন হয়, অথবা স্বরূপে? উত্তর—

বাঙ্‌মনসি দর্শনাচ্ছব্দাচ্চ ॥১॥ অতএব সর্ব্বাণ্যনু ॥২॥ তন্মনঃ প্রাণ উত্তরাৎ ॥৩॥ সোঽধ্যক্ষে তদুপগমাদিভ্যঃ ॥৪॥ ভূতেষু তচ্ছ্রুতেঃ ॥৫॥ নৈকস্মিন্ দর্শয়তো হি ॥৬॥

বাক্ স্বরূপেই মনে সম্পন্ন হয়। বাগাদির উপরতিতেই মনের প্রবৃত্তি। অতএব সকল ইন্দ্রিয়ই মনে লীন হয়। বাক্য যেমন মনেতেই লয় হয়, অগ্নিতে হয় না, সেইরূপ শ্রোত্রাদি সকল ইন্দ্রিয়ই মনে সংযুক্ত হয়। অস্তগমনকালে সূর্য্যরশ্মি সকল সূর্য্যে একীভূত হওয়ার ন্যায় ইন্দ্রিয়দের মনে

লীনতা। সর্ব্বেন্দ্রিয় সহ মন প্রাণে সম্পন্ন হয়। প্রাণ দেহ ও ইন্দ্রিয়বর্গের অধিষ্ঠাতা জীবে সম্পন্ন হয়। বৃহদারণ্যকে আছে—শরীররক্ষক, যোদ্ধা, সারথি ও সেনাপতিগণ যেমন রাজার অনুগমন করে, তদ্রূপ সকল ইন্দ্রিয় প্রাণের সহিত গমন করে। জীব পঞ্চভূতে সম্পন্ন হয়। কারণ শ্রুতিতে ইহার সর্ব্বভূতময়ত্ব শ্রুত হয়। একমাত্র তেজেই জীবের অবস্থান মন্তব্য নহে।

এই ভূতাশ্রয়ত্ব কি কেবল অজ্ঞদিগের না বিজ্ঞদিগেরও হয়? উত্তর—

সমানা চাসৃত্যুপক্রমাদমৃতত্বং চানুপোষ্য ॥৭॥ তদাপীতেঃ সংসারব্যপদেশাৎ ॥৮॥ সূক্ষ্ম-প্রমাণতশ্চ তথোপলব্ধেঃ ॥৯॥ নোপমর্দ্দেনাতঃ ॥১০॥ তস্যৈব চোপপত্তেরূষ্মা ॥১১॥

নাড়ী-প্রবেশের পূর্ব্বে অজ্ঞ ও বিজ্ঞ উভয়েরই উৎক্রান্তি অভিন্ন। নাড়ী-প্রবেশদশায় বিশেষত্ব আছে। অজ্ঞের শত নাড়ী উৎক্রমণ করিয়া গতি, বিজ্ঞেরও একশতের অধিক। ছান্দোগ্যে আছে—হৃদয়ে একশত এক নাড়ী, তন্মধ্যে একটী মস্তক হইতে অভিনিঃসৃত, সেই ঊর্দ্ধ নাড়ী-উৎক্রমণে অমৃতত্ব লাভ হয়। অন্যগুলি (সুষুম্না ভিন্ন) সংসার-গতিপ্রদ। বিজ্ঞের ঊর্দ্ধনাড়ী ও অবিজ্ঞের শত নাড়ী দিয়া গমন। ব্রহ্মসাক্ষাৎকার পর্য্যন্তই শরীর-সম্বন্ধ-লক্ষণ সংসার। বিজ্ঞের দেবযান-পথে পরম-ব্যোমপদে গমন হয়। এই প্রপঞ্চলোকে বিদ্বান্ ব্যক্তির শরীর-সম্বন্ধ দগ্ধ হয় না।

কারণ সূক্ষ্ম শরীর অনুবর্ত্তী হয়। দেহসম্বন্ধ দগ্ধ না হইলেও বিদ্বান ব্যক্তির অমৃতত্ব সিদ্ধ। দেহসম্বন্ধ-বিনাশে অমৃতত্ব লাভ হয় না। মৃত্যুর পূর্ব্বে স্থূলদেহে যে উষ্মা (তাপ) উপলব্ধি হয়, তাহা সূক্ষ্মদেহেরই ধর্ম্ম।

প্রতিষেধাদিতি চেন্ন শারীরাৎ ॥১২॥ স্পষ্টো হ্যেকেষাম্ ॥১৩॥ স্মর্য্যতে চ ॥১৪॥

অকাম, আপ্তকাম বা নিষ্কামের প্রাণ উৎক্রান্ত হয় না, সে ব্যক্তি ব্রহ্ম সদৃশ হইয়া ব্রহ্ম লাভ করে—শ্রুতিতে এইরূপ দেখা যায়। দেহ হইতে প্রাণের উৎক্রমণ নিষিদ্ধ হয় নাই। শরীরী জীব হইতেই উৎক্রান্তির প্রতিষেধ। মাধ্যন্দিন শাখায় শরীরী জীব হইতে প্রাণোৎক্রান্তির স্পষ্ট নিষেধ দেখা যায়। স্মৃতিতেও দেখা যায়—নাড়ী সকলের মধ্যে একটি নাড়ী উর্দ্ধদিকে অবস্থিত। উহা সূর্য্যমণ্ডল ভেদপূর্ব্বক ব্রহ্মলোক অতিক্রম করিয়াছে। বিদ্বান্‌গণ সেই পথে পরমগতি প্রাপ্ত হন।

তানি পরে তথা হ্যাহ ॥ ১৫ ॥ অবিভাগো বচনাৎ ॥ ১৬ ॥ গতানুস্মৃতিযোগাচ্চ হার্দ্দানুগৃহীতঃ শতাধিকয়া ॥ ১৭ ॥ রশ্ম্যনুসারী ॥ ১৮ ॥ নিশি নেতি চেন্ন সম্বন্ধস্য যাবদ্দেহভাবিত্বাদ্দর্শয়তি চ ॥ ১৯ ॥

সেই সেন্দ্রিয় প্রাণ-ভূত সকল সর্ব্বাত্মভূত ব্রহ্মেই সম্পন্ন হয়। পরমাত্মায় প্রাণাদির অবিভাগ বা তদাত্মভাবই সঙ্গত। কিন্তু শতাধিক সুষুম্না নাড়ী দিয়াই নিষ্ক্রমণ করেন।

বিদ্যার শেষভূত যে গতি, আতিবাহিক দেবতারা সেই সেই পদে লইয়া যান। স্মৃতিতেও আছে—সেই আকৃষ্ট পুরুষের হৃদয়মন্দিরের দ্বার ভগবৎকৃপায় প্রকাশিত হয়। অনন্তর বাগাদি ইন্দ্রিয়বর্গ উপসংহৃত হওয়ায় উৎক্রমণকালে ব্রহ্ম-লোকজ্যোতিঃ হৃদয়ে প্রকাশিত হয়। যখনই মৃত্যু হউক না কেন, বিদ্বান ব্যক্তি রশ্মি অনুসারে গমন করেন। রাত্রিতে মরিলে রবি-রশ্মির অভাবে রশ্মির অনুসরণ হয় না, তাহা নহে। যে পর্য্যন্ত দেহ আছে, সে পর্য্যন্ত তাহার সম্বন্ধও আছে, যখনই মৃত্যু হউক না কেন, তাহা ঘটিবেই। যে পর্য্যন্ত শরীর থাকে, তাবৎকাল রবি-রশ্মির স্বতন্ত্রতা ঘটে না।

উত্তরায়ণে ব্রহ্মলোক-গমনের কথা শ্রুতিস্মৃতিতে আছে। ভীষ্মাদির তাহার জন্য প্রতীক্ষা দেখা যায়। কিন্তু দক্ষিণায়ণে মৃত বিদ্বানগণ বিদ্যাফল প্রাপ্ত হন কি না? এই সংশয়ের উত্তর—

অতশ্চায়নেঽপি দক্ষিণে ॥ ২০ ॥ যোগিনঃ প্রতি স্মর্য্যতে স্মার্ত্তে চৈতে ॥ ২১ ।

বিদ্যার পাক্ষিক ফল নাই। প্রতিবন্ধক কর্ম্মের ক্ষয়ে দক্ষিণায়ণে মরিলেও বিদ্বানগণ বিদ্যাফল পাইয়া থাকেন। ভীষ্মের যে প্রতীক্ষা, তাহা পিতৃদত্ত স্বচ্ছন্দ মৃত্যুর খ্যাপন ও আচার-পালন জন্য। গীতাতে শুক্ল কৃষ্ণ দ্বিবিধ গতির উল্লেখ করিয়া একটিতে অনাবৃত্তি ও অন্যটিতে আবৃত্তির কথা

আছে। ইহাতে ফলপ্রাধান্য-উক্তিতে দিবারাত্রি ভেদে কালবিশেষ মোক্ষের জন্য নির্দ্দিষ্ট। কিন্তু উহাতেই আবার আছে—এই দুই প্রকার পথ জানিয়া যোগিগণ কিছুতেই মুগ্ধ হন না। উহাতে বিদ্বানগণের ফলবিশেষের নিয়মাভাব জানিতে হইবে। ঐ সকল উক্তি অজ্ঞদিগের জন্য। বিজ্ঞব্যক্তি যখনই দেহত্যাগ করুন, শ্রীহরিকে প্রাপ্ত হন।
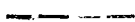
চতুর্থ অধ্যায়—তৃতীয় পাদ

ছান্দোগ্যে আছে—ব্রহ্মোপাসকগণের মৃত্যু হইলে তাঁহাদের পুত্র শিষ্যাদি যদি শব-সংস্কার কার্য্য না করেন, তাহা হইলেও সেই উপাসক দেহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া অর্চ্চিরাদি-পথে শ্রীহরির সহিত মিলিত হন। প্রথমে অর্চ্চিরাদি দেবতা, তাহা হইতে অহরাদি, তৎপরে ক্রমশঃ পক্ষাভিমানী, উত্তরায়ণাদি-অভিমানী দেবতা, অনন্তর বৎসর, আদিত্য, চন্দ্রমা ও পরে বিদ্যুৎলোকে গমন হয়। এইস্থানে স্থিতিকালে ব্রহ্মলোক হইতে আগত অমানব পুরুষ ইঁহাদিগকে ব্রহ্মলোকে লইয়া যান। এই দেবপথ ব্রহ্মপথ। এই পথে গমনে পুনরাগমন করিতে হয় না। কৌষীতকী ব্রাহ্মণে উল্লেখ দেখা যায়—দেবযান-পথে আসিয়া প্রথমে অগ্নিলোকে, পরে বায়ু, বরুণ, ইন্দ্র ও প্রজাপতি লোক হইয়া ব্রহ্মলোকে গমন করে। ইহাতে সংশয় এই—ব্রহ্মলোকগমনের পথ বিভিন্ন না একই? উত্তর—

অর্চ্চিরাদিনা তৎপ্রথিতেঃ ॥ ১ ॥ বায়ুমব্দাদবিশেষ-বিশেষাভ্যাং ॥ ২ ॥ তড়িতোঽপি বরুণঃ সম্বন্ধাৎ ॥ ৩ ॥ আতিবাহিকাস্তল্লিঙ্গাৎ ॥ ৪ ॥ উভয়ব্যামোহাৎ তৎসিদ্ধেঃ ॥ ৫ ॥ বৈদ্যুতেনৈব ততস্তৎ শ্রুতেঃ ॥ ৬ ॥

সকল বিদ্বানেরই অর্চ্চিরাদি পথে ব্রহ্মলোক গমন প্রথিত আছে। বাক্যান্তর-পঠিত বায়ু প্রভৃতির অর্চ্চিমার্গে সন্নিবেশের মীমাংসা এই যে, এই পথেই দেবগণের গৃহ। অপরে বলেন,—দেবলোক ব্রহ্মপথের সোপান-বিশেষ। সেই দেবলোক সংবৎসরের পরে ও বায়ুর পূর্ব্বে। চন্দ্রের পর যে বিদ্যুৎ লোকের উল্লেখ, এই তড়িতের পর বরুণ নিবেশিত করা যায়। কারণ বিদ্যুৎ-বরুণে সম্বন্ধ আছে। বিদ্যুৎ হইয়াই বৃষ্টি হয়। বরুণের পর ইন্দ্র ও প্রজাপতি নির্দ্দিষ্ট। অতএব অর্চ্চি হইতে প্রজাপতি পর্য্যন্ত দ্বাদশ বা ত্রয়োদশ পর্ব্ব এই ব্রহ্মলোক-গমন-পদ্ধতি। এই অতিবাহ (প্রশংসনীয় বহন)-কার্য্যে পুরুষোত্তম অর্চ্চিরাদি দেবগণকে নিযুক্ত করিয়াছেন। উঁহারা চিহ্ন বা ব্যক্তি বলিয়া প্রতিপন্ন হন না। আতিবাহিক শব্দে যাত্রীদের বাহকত্ব বুঝায়। সুতরাং চিহ্ন বা ব্যক্তিনির্দ্দেশ উভয়ই অসঙ্গত। কিন্তু উঁহাদের আতিবাহিকত্ব শ্রুতিপ্রসিদ্ধ। বিদ্যুৎলোক-প্রাপ্তির পর ভগবৎপার্ষদ দ্বারা ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয়—ইহাই শ্রুতিবাক্য।

কার্য্যং বাদরিরস্য গত্যুপপত্তেঃ ॥ ৭ ॥ বিশেষিতত্বাচ্চ ॥ ৮ ॥ সামীপ্যাত্তু তদ্ব্যপদেশঃ ॥ ৯ ॥

বাদরি মতে (কার্য্যব্রহ্ম) চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মলোকেই গমন বুঝায়। ছান্দোগ্যে প্রজাপতি ধামে প্রাপ্তির বিশেষত্বই উক্ত হইয়াছে। বৃহদারণ্যকে যে অপুনরাবৃত্তির উল্লেখ আছে, তাহা ভগবৎসামীপ্য অভিপ্রায়েই জানিতে হইবে। বিদ্বান-গণ কার্য্য-ব্রহ্ম (চতুর্ম্মুখ) ব্রহ্মাকে পাইয়া তাঁহার সহিত পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন। তাহা হইলে আর পুনরাবৃত্তি হয় না।

কার্য্যাত্যয়ে তদধ্যক্ষেণ সহাতঃ পরমভিধানাৎ ॥ ১০ ॥ স্মৃতেশ্চ ॥ ১১ ॥ পরং জৈমিনির্মুখ্যত্বাৎ ॥ ১২ ॥ দর্শনাচ্চ ॥ ১৩ ॥ ন চ কার্য্যে প্রতিপত্ত্যভিসন্ধিঃ ॥ ১৪ ॥

কার্য্যব্রহ্ম (চতুর্ম্মুখ) লোকের বিলয় হইলে তাহার অধ্যক্ষ চতুর্ম্মুখের সহিত পরব্রহ্মপ্রাপ্তিই শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট। স্মৃতিতেও আছে—মহাপ্রলয়ে তাঁহারা সকলে ব্রহ্মার সহিত শ্রীহরিতে একান্তনিষ্ঠ হইয়া পরমপদ প্রাপ্ত হন।

জৈমিনি-মতে ব্রহ্ম বলিতে পরব্রহ্মই মুখ্যার্থ। দহর-বিদ্যাশ্রুতিতেও দেখা যায়—উপাসক জীব শরীর হইতে সমুত্থিত হইয়া ব্রহ্মলোকে গমন করে। এই গতি পর-ব্রহ্মপ্রাপক। কারণ, গন্তব্য ধামে অমৃতত্ব ও স্বরূপাভি-নিষ্পত্তি দেখা যায়। প্রতিপত্তি অর্থে জ্ঞান এবং অভিসন্ধি অর্থে ইচ্ছা। বিদ্বানের কার্য্যব্রহ্ম বিষয়ে জ্ঞান পূর্ব্বিকা ইচ্ছা নাই। অতএব পরব্রহ্ম লোকে গমনই সিদ্ধান্ত।

অপ্রতীকালম্বনান্নয়তীতি বাদরায়ণ উভয়থা চ দোষাৎ তৎক্রতুশ্চ ॥ ১৫ ॥

ভগবান্ বাদরায়ণ বলেন—নামাদির উপাসক-ব্রহ্মোপাসক সকলেই ভগবদ্ধামে নীত হন। পঞ্চাগ্নি বিদ্যাবানগণের কেহ কেহ স্বাত্মানুসন্ধিপ্রভাবে সত্যলোক প্রাপ্ত হন। পঞ্চাগ্নিবিদ্যাতেই পরম পদ লাভ ঘটে না। সত্যলোকের উপরে ব্রহ্মলোকে তাহাদের ব্রহ্মবিদ্যা সিদ্ধ হইলে অপুনরাবৃত্তি হয়।

বিশেষঞ্চ দর্শয়তি ॥ ১৬ ॥

ব্রহ্মবিদ্‌গণের আতিবাহিক দেবতা দ্বারা যে ব্রহ্মপ্রাপ্তি, তাহা সমান। কিন্তু পরমার্ত্ত ভক্ত ভগবৎপ্রাপ্তির বিলম্ব সহ্য করিতে না পারিলে ভগবান্ স্বয়ং তাঁহাদিগকে নিজ ধামে উপনীত করেন। বরাহ পুরাণে শ্রীভগবানের উক্তি—আমি নিরপেক্ষ ভক্তগণকে অর্চ্চিরাদি গতি ব্যতীতও গরুড় স্কন্ধে আরোহণ করাইয়া যথেচ্ছ ও অবাধে পরমধামে উপনীত করি।

চতুর্থ অধ্যায়—চতুর্থ পাদ

স্বরূপাবির্ভাব বিচারিত হইতেছে—

সম্পদ্যাবির্ভাবঃ স্বেন শব্দাৎ ॥১॥ মুক্তঃ প্রতিজ্ঞানাৎ ॥২॥

জ্ঞানবৈরাগ্যযুক্ত ভক্তিবলে পরমজ্যোতি উপসম্পন্ন জীবের কর্ম্মবন্ধবিনির্ম্মুক্ত গুণাষ্টকবিশিষ্ট স্বরূপোদয়-লক্ষণ অবস্থানের নাম স্বরূপাবির্ভাব। শুদ্ধ জীবস্বরূপের গুণাষ্টক

অপহত-পাপ্মা, বিজর, বিমৃত্যু, বিশোক, বিজিঘৎস, অপিপাস, সত্যকাম ও সত্যসঙ্কল্প। স্বেন-শব্দ স্বরূপশব্দের বিশেষণ। স্বরূপ শব্দে স্বকীয়রূপত্ব। আবার স্বেন শব্দে বুঝা যায় যে, ঐ রূপ আগন্তুক নহে, প্রকৃতিবদ্ধ হইবার পূর্ব্বেও ছিল। তাহাতে রসরূপী ব্রহ্মকে পাইয়া জীব আনন্দাতিশয্য লাভ করেন। স্বরূপাভিনিষ্পন্ন ভাবই মুক্তাবস্থা। কর্ম্মসম্বন্ধ ও কর্ম্মশরীরাদি বিনির্ম্মুক্ত অবস্থাই মুক্তি।

এস্থলে সংশয়—আদিত্যমণ্ডলই সেই জ্যোতিঃ অথবা পরব্রহ্ম? উত্তর—

আত্মা প্রকরণাৎ ॥ ৩ ॥

আত্মাই সেই জ্যোতিঃ। সেই আত্মা পরম জ্যোতিঃ উত্তম পুরুষ হরি।

পরমজ্যোতি-উপসম্পন্ন মুক্ত জীবের অবস্থান কোথায়? এই সংশয়ের মীমাংসা—

অবিভাগেন দৃষ্টত্বাৎ ॥ ৪ ॥ ব্রাহ্মেণ জৈমিনিরূপ-ন্যাসাদিভ্যঃ ॥ ৫ ॥

নদী সকল নামরূপ ত্যাগ করিয়া সমুদ্রে প্রবেশের ন্যায় বিদ্বান জীব নামরূপবিহীন ও বিমুক্ত হইয়া পরাৎপর দিব্য পুরুষকে প্রাপ্ত হন। সাযুজ্য শব্দে সহযোগ। তথায়ও অন্তঃস্ফূর্ত্তি দ্বারা মহিমা-সংযোগে তাঁহার অবস্থান। দৃষ্টান্ত দ্বারা স্বরূপভেদ করা যায় না। একজলে জলান্ত-

রের একীভাবে ব্যবহারেও অন্তর্ভেদ থাকে। তাহা না হইলে উহার হ্রাসবৃদ্ধি হইত না।

জৈমিনির মন্তব্য—ব্রহ্মদ্বারা নিবৃত্ত জীব অপহতপাপ্মত্বাদি গুণবিশিষ্ট হইয়া আবির্ভূত হন। প্রজাপতিবাক্যে ভগবানের গুণসমূহ জীবে উপন্যস্ত হয়। সেই বিশিষ্ট গুণযুক্ত হওয়ায় মুক্তব্যবহারে আহার-ক্রীড়াদি বুঝায়।

চিতি তন্মাত্রেণ তদাত্মকত্বাদিত্যৌড়ুলোমিঃ ॥ ৬ ॥

ঔড়ুলোমির মত—ব্রহ্মধ্যানে অবিদ্যাবিমুক্ত জীব চিদ্রূপ ব্রহ্মে উপসম্পন্ন হওয়ায় চিন্মাত্রে আবির্ভূত হন। বৃহদারণ্যকের বর্ণনে লবণ-মূর্ত্তিবিশেষ যেমন অন্তরে বাহিরে বিজাতীয় রসশূন্য একমাত্র লবণরস, সেইরূপ এই আত্মা অন্তরে বাহিরে একমাত্র প্রজ্ঞান-ঘন।

এবমপ্যুপন্যাসাৎ পূর্ব্বভাবাদবিরোধং বাদরায়ণঃ ॥ ৭ ॥ সঙ্কল্পাদেব তচ্ছ্রুতেঃ ॥ ৮ ॥ অতএব চানন্যাধিপতিঃ ॥ ৯ ॥ অভাবে বাদরিরাহ হ্যেবং ॥ ১০ ॥ আহ হ্যেবং জৈমিনির্বিকল্পামননাৎ ॥ ১১ ॥

ভগবান বাদরায়ণের মত—প্রজাপতির বাক্যে চিন্ময়-স্বরূপে উপন্যাস এবং জৈমিনীর মতে অষ্টগুণবিশিষ্টত্ব, এতদুভয়ই বিমুক্ত জীবে সম্ভব। প্রজ্ঞান-ঘন অর্থে নির্গুণ চিন্মাত্রস্বরূপ। যেমন সৈন্ধবরস ঘনীভূত হইলে দর্শনাদি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপ ও কাঠিন্যাদি হইতে পারে, তাহাতে বিরোধ নাই, তদ্রূপ অপহতপাপ্মত্বাদি গুণাষ্টকদ্বারা বিশিষ্ট জ্ঞানস্বরূপ

জীবের আবির্ভাব হয়। মুক্ত পুরুষের সত্যসঙ্কল্পত্ব—ছান্দোগ্যে আছে, সেই মুক্ত জীব ব্রহ্মলোকে গিয়া যাহা অভিলাষ—ভোজন, ক্রীড়া, যানযোগে বিহার, জ্ঞাতিগণকে প্রাপ্ত হওয়া ইত্যাদি সঙ্কল্পমাত্রেই তাঁহার সেই সঙ্কল্পের প্রাপ্তি ঘটে। মুক্ত পুরুষের এতাদৃশী ইচ্ছার উল্লেখ বেদে দেখা যায় না। পুরুষোত্তমের অনুগ্রহে মুক্তপুরুষের আর কেহ অধিপতি বা নিয়ামক হয় না। একমাত্র তাঁহারই আশ্রয়ে ক্রীড়া করিয়া থাকেন। আশ্রিতবৎসল ভগবান্ কৃপাপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে আমোদিত করেন। বাদরির মতে মুক্ত জীবের বিগ্রহাদির অভাব কথিত হইয়াছে। প্রিয়াপ্রিয়যোগ-অভাবে জীব অশরীরী হন। জৈমিনীর মতে মুক্তের বিগ্রহ আছে। বেদবাক্যানুসারে মুক্ত জীব বহু আকার ধারণ করিতে পারেন।

দ্বাদশাহবদুভয়বিধং বাদরায়ণোঽতঃ ॥ ১২ ॥ তন্বভাবে সন্ধ্যবদুপপত্তেঃ ॥ ১৩ ॥ ভাবে জাগ্রদ্বৎ ॥ ১৪ ॥

সূত্রকারের মত—যেমন দ্বাদশাহ-যজ্ঞে যজমানের ইচ্ছায় বহু যজমান থাকিলে সত্র এবং এক যজমানে অহীন বলা যায়, তদ্রূপ মুক্ত পুরুষের ইচ্ছাক্রমে সবিগ্রহ বা অবিগ্রহ উভয়ই স্বীকার্য্য। সন্ধ্য অর্থে স্বপ্ন। তনু অভাবে স্বপ্নের ন্যায় ভোগ অসম্ভব হয় না। সবিগ্রহত্বে জাগ্রদাবস্থার ন্যায় ভোগ হয়। ভোক্তব্য রসাদি ভগবানের প্রসাদ বলিয়া মুক্ত জীব সেই প্রসাদের অভিলাষী।

প্রতীপবদাবেশস্তথা হি দর্শয়তি ॥ ১৫ ॥

প্রদীপের প্রভায় যেমন অনেক স্থান আলোকিত হয়, তদ্রূপ মুক্তের প্রসৃত প্রজ্ঞায় বহু অর্থ প্রকাশিত হয়।

স্বাপ্যয়সম্পত্ত্যোরন্যতরাপেক্ষ্যমাবিষ্কৃতং হি ॥ ১৬ ॥

স্বাপ্যয় অর্থে সুষুপ্তি, সম্পত্তির অর্থ উৎক্রান্তি। এই উভয় দশায় বিশেষ জ্ঞানের অভাব থাকে। কিন্তু মুক্তের তাহা নহে। সে উভয় দশা হইতে পৃথক্।

জগদ্ব্যাপারবর্জ্জং প্রকরণাদসন্নিহিতত্বাৎ ॥ ১৭ ॥

সৃষ্টি-পালন-সংহার কার্য্যে একমাত্র ব্রহ্মেরই অধিকার। সুতরাং তাদৃশ জগদ্ব্যাপারে মুক্তের অধিকার নাই।

প্রত্যক্ষোপদেশান্নেতি চেন্নাধিকারিকমণ্ডলস্থোক্তেঃ ॥১৮॥

শ্রুতিতে উল্লেখ আছে—মুক্ত পুরুষের প্রত্যক্ষভাবে আধিকারিক মণ্ডল ও তত্তৎলোকস্থিত ভোগসকল প্রাপ্তি ভগবদনুগ্রহেই ঘটিয়া থাকে। তাঁহারা স্বয়ং তদ্ব্যাপারী নহেন।

বিকারাবর্ত্তি চ তথাহি স্থিতিমাহ ॥ ১৯ ॥ দর্শয়তশ্চৈবং প্রত্যক্ষানুমানে ॥ ২০ ॥

মুক্ত পুরুষের বিকারপ্রপঞ্চে জন্মাদি ব্যাপার থাকে না। ভগবানের সাক্ষাৎকারে থাকিয়া অক্ষয় পুরুষার্থভাগী হন। যদিও মুক্ত জীব অণুত্ব হেতু অনন্ত আনন্দশালী হইতে

পারেন না, তথাপি ভগবদনুকম্পায় অপার আনন্দলাভ হয়, অল্পধন ব্যক্তির মহাধনীর আশ্রয়ে সম্পন্ন হওয়ার ন্যায়।

ভোগমাত্রসাম্যলিঙ্গাৎ ॥ ২১ ॥

জীব ও ব্রহ্মের ভোগমাত্রে সমত্ব কথিত হইয়াছে, কিন্তু স্বরূপতঃ ও সামর্থ্যে বৈলক্ষণ্য আছে।

অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ ॥ ২২ ॥

শাস্ত্রের উক্তি ভগবদ্ধামগত জীবের পুনরাবৃত্তি হয় না। গীতাতেও বলিয়াছেন—ব্রহ্মার লোক হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত লোক হইতেই জীবের পুনরাবর্ত্তন হয়, কিন্তু ভগবদ্‌ধামগত জীবের আর পুনরাবর্ত্তন হয় না। সূত্রের দ্বিত্ব অধ্যায়-সমাপ্তির দ্যোতনার্থ।

গোবিন্দভাষ্যকার-বর্ণিত সাংখ্যাদি মতসমূহ

ইহ হি সুখপ্রাপ্তি-দুঃখপরিহারয়ো-র্লোকপ্রবৃত্তির্দৃশ্যতে। তৌ চ উপেয়ভূতৌ উপায়মন্তরা ন সম্ভবেতামতশ্চার্ব্বাক-মতানুসারিণঃ সারাসারবিচারজ্ঞাঃ কপিলাদিমহর্ষয়শ্চ তত্রো-পায়ং প্রকীর্ত্তয়ন্তি ঃ—

তত্র চৈতন্যবিশিষ্টদেহ এব আত্মা, দেহাতিরিক্ত আত্মনি প্রমাণাভাবাৎ প্রত্যক্ষৈকপ্রমাণবাদিতয়ানুমানাদের-নঙ্গীকারেণ প্রামাণ্যাভাবাৎ। অঙ্গনালিঙ্গনজন্যং সুখমেব পুরুষার্থঃ। ন চাস্য দুঃখসংভিন্নতয়া পুরুষার্থত্বমেব নাস্তীতি

মন্তব্যং অবর্জ্জনীয়তাপ্রাপ্তস্য দুঃখস্য পরিহারেণ সুখমাত্রস্যৈব ভোক্তব্যত্বাদিতি **চার্ব্বাকাঃ**।

প্রকৃতিপুরুষাবিবেকাদস্য ত্রিবিধদুঃখোৎপাদস্তদ্বিবেকাৎ পুনরনাদ্যবিবেকনিবৃত্তৌ পুরুষং প্রতি নিবৃত্ত্যধিকারা প্রকৃতির্ভবতীতি তস্য ত্রিবিধস্য দুঃখস্য প্রধ্বংসঃ স্যাৎ স চ কার্য্যোঽপি নিত্য অভাবরূপত্বাৎ। স এবানন্দাবাপ্তিরিত্যুপচরিতঃ। ভারাপগমে সুখী সংবৃত্ত ইতি বন্ন তু তস্মাৎ সাতিরিচ্যতে ইতি **কপিলঃ**।

প্রকৃতিপুরুষবিবেকাভ্যাস-বৈরাগ্যপরিপাকাৎ যমনিয়মাসন - প্রাণায়াম-প্রত্যাহার-ধারণাধ্যান - সম্প্রজ্ঞাতসমাধেরস্যতাবিতি **পতঞ্জলিঃ**।

দেহেন্দ্রিয়াদিবিলক্ষণো বিভুরয়মাত্মা নব-বিশেষ গুণাশ্রয়স্তস্য দ্রব্যগুণ-কর্মসামান্য-বিশেষসমবায়ানাং সাধর্ম্ম্য-বৈধর্ম্ম্যাভ্যাং তত্ত্বজ্ঞানেন সাক্ষাৎকারাদীশ্বরোপাসনা সহিতান্নবানাং বৈশেষিকগুণানাং প্রাগভাবাসহবৃত্তিধ্বংসো ভবেৎ স এবানন্দাবাপ্তিরিতি **কণাদঃ**।

প্রমাণপ্রমেয়াদিষোড়শপদার্থানামুদ্দেশলক্ষণ-পরীক্ষাভিরাত্মাদিদ্বাদশবিধপ্রমেয়নিষ্কর্ষেণাত্মদ্বয়সাক্ষাৎকারাৎ শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসনপূর্ব্বকাৎ সবাসনমিথ্যাজ্ঞাননিবৃত্তৌ তৎকার্য্যানাং রাগদ্বেষমোহানাং নিবৃত্তিস্তৎকার্য্যয়োঃ প্রবৃত্তিপূর্ব্বকয়োর্ধর্ম্মাধর্ম্ময়োস্ততঃ পূর্ব্বার্জ্জিতকর্ম্মণাং কায়ব্যূহপূর্ব্বকং ভোগেন পরীক্ষয়াদ্ দেহান্তরানারম্ভস্ততো

বাধনালক্ষণস্যৈকবিংশতিবিধস্য দুঃখস্যাত্যন্তিকী নিবৃত্তির্ভবেৎ সৈব সুখাবাপ্তিরিতি গৌতমঃ।

বেদোক্তৈঃ শুভকর্ম্মভির্দুঃখহানিঃ সুখলাভশ্চ ইতি জৈমিনিঃ।

সর্ব্বে হেতে উপায়াস্তয়োরাত্যন্তিকয়োঃ সিদ্ধয়ে নাঙ্গী-কার্য্যাঃ পরমাচার্য্যেণ ভগবতা শ্রীবাদরায়ণেন তত্তন্মতানাং নিরাকৃতত্বাৎ।

মুদ্রাকর প্রমাদ

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৫	৯	তস্মাচ্ছাত্রং	তস্মাচ্ছাস্ত্রং
৮	১৭	বস্তুর	বস্তুর
৩৪	৫	বিশেষণর	বিশেষণও
৪১	১১	তত্তদাবৃত্তি	তত্তদাকৃতি
৫৪	৭	নৈঘৃণ্যে	নৈর্ঘৃণ্যে
৫৬	১২	গৃহনিম্মাণ	গৃহনির্ম্মাণ
৫৮	১	নিধর্ম্মক	নির্ধর্ম্মক
ঐ	৪	মহদ্দীর্ঘবদ্বা	মহদ্দীর্ঘবদ্বা
৬০	১৫	সমুদায়ের	সমন্বয়ের
৬২	৪	বস্তুর	বস্তু
৭০	২২	এন্থানে	এস্থানে
৭৬	১১	তাহাদিগকেই	তাহাদিগকে
৮১	৩	ত্রিবৃৎ	ত্রিবৃৎ
ঐ	৫	তদ্বাদা	তদ্বাদ
৮৬	১৯	অবরোহণ	অবরোহণে
৯৪	২২	ব্রহ্মার ও	ব্রহ্মারও
৯৫	২০	বয়াধর্ম্মাদি	বয়োধর্ম্মাদি
১০৬	৯	অঙ্গাববদ্ধান্ত	অঙ্গাববদ্ধাস্তু
১২৪	২০	মৃত্যুার	মৃত্যুর
১২৭	১২	চতুম্মুর্খ	চতুর্ম্মুখ